



কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প
(বিএআরআই অঙ্গ)
খাগড়াছড়ি পাহাড়ি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি

সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুলাই ২০২৬

সূচিপত্র

অধ্যায়/সাব-অধ্যায়

পৃষ্ঠা নং

সূচিপত্র.....	i
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	v
শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms/Abbreviations)	vii
শব্দকোষ (Glossary).....	viii

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	১
১.১ পটভূমি	১
১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৩
১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৩
১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	৪
১.৫ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৫
১.৬ প্রকল্প এলাকা	৭
১.৭ প্রকল্পের লগফ্রেম	৯
১.৮ প্রকল্পের ত্রয় কার্যক্রম	১০
১.৯ প্রকল্পের Exit Plan	১০
১.১০ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং এর যৌক্তিকতা	১১

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা	১২
২.১ সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)	১২
২.২ প্রস্তাবিত সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষা পদ্ধতি	১৪
২.৩ সমীক্ষার উপাত্ত	১৪
২.৪ সমীক্ষার নির্দেশক/সূচকসমূহ (indicators)	১৫
২.৫ সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো ও ডিজাইন মডেল	১৬
২.৬ নমুনা চয়ন পদ্ধতি ও কাঠামো	১৭
২.৭ নমুনা এলাকা	১৭
২.৮ নমুনার আকার আকার ও সার-সংক্ষেপ	১৭
২.৯ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ	১৮
২.১০ মাঠ কর্মী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ	১৮
২.১১ সমীক্ষার তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	১৯
২.১২ সমীক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায় বা সূচনা পর্ব	২০
২.১৩ সমীক্ষার সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	২০
২.১৪ মাঠ জরিপ এবং প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	২০
২.১৪.১ মাঠ জরিপ ও সরাসরি কৃষক সাক্ষাৎকার	২০
২.১৪.২ নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)	২১
২.১৪.৩ মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	২১
২.১৪.৪ পরামর্শ সভা বা আলোচনা	২১
২.১৫ তথ্য সংগ্রহকারী দল ব্যবস্থাপনা	২১
২.১৬ প্রাথমিক পরিদর্শন	২১
২.১৭ প্রশ্নপত্র সম্পাদনা ও সংকেতায়ন	২২
২.১৮ মাঠ জরিপ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	২২

২.১৯	উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	২২
২.২০	SWOT বিশ্লেষণ	২২
২.২১	ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ	২২
২.২১	মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন দাখিল	২৩
২.২২	মূল্যায়ন সমীক্ষার সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	২৩
২.২৩	সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রমের স্টাফিং সিডিউল	২৯

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা ৩০

৩.১	প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি	৩০
৩.১.১	প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি সংস্থান, বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়	৩০
৩.১.২	বিএআরআই অঙ্গের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ	৩২
৩.১.৩	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন (ডিপিপি'র আলোকে) (বিএআরআই অঙ্গ)	৩৩
৩.২	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (বিএআরআই অঙ্গ)	৩৬
৩.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট/আউটকাম ও অর্জন পর্যালোচনা	৪২
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং	৪৪
৩.৪.১	প্রকল্পের জনবল	৪৪
৩.৪.২	প্রকল্পের অফিস ও গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং	৪৫
৩.৪.৩	প্রকল্পের পিআইসি সভা	৪৫
৩.৫	অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা	৪৯
৩.৬	প্রকল্প ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	৪৯
৩.৬.১	রাজস্ব খাত (বেতন ও ভাতা)	৪৯
৩.৬.২	সরবরাহ ও সেবা	৪৯
৩.৬.৩	মেরামত ও সংরক্ষণ	৪৯
৩.৬.৪	প্রশিক্ষণ প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪৯
৩.৬.৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫০
৩.৬.৬	অবকাঠামো উন্নয়ন	৫০
৩.৬.৮	নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	৫১
৩.৬.৯	কাজুবাদাম এবং কফির জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৫২
৩.৬.১০	কাজু এবং কফি ফসলের জন্য টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	৫২
৩.৬.১১	সাধারণ গবেষণা, ফিল্ড ট্রায়াল ও প্রদর্শনী স্থাপনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ	৫৩
৩.৭	প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	৫৪
৩.৭.১	মাঠ পর্যায়ে কৃষকের তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	৫৪
৩.৭.২	কৃষকের ধরণ	৫৪
৩.৭.৪	কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের তথ্য ও পর্যালোচনা	৫৫
৩.৭.৫	প্রকল্প সহায়তা	৫৬
৩.৭.৬	কাজুবাদাম ও কফি ফসলের লাভ/ক্ষতি বিষয়ে কৃষকের তথ্য	৫৭
৩.৭.৭	জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ে পর্যালোচনা	৫৭
৩.৭.৮	প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা অনুপাত (Cost-benefit Analysis)	৫৭
৩.৭.৯	পরামর্শক দল কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন	৫৮
৩.৮	এফজিডিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	৬৫
৩.৯	কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	৬৬
৩.১০	ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	৬৭
৩.১১	কাজুবাদাম ও কফি চাষে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলার উপায়	৬৯
৩.১১.১	কাজুবাদাম ও কফি চাষে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ	৬৯
৩.১১.২	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	৬৯

৩.১২	কাজুবাদাম ও কফি চাষের ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন.....	৭০
৩.১২.১	প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা	৭০
৩.১২.২	ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	৭০
৩.১২.৩	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রভাব.....	৭১
৩.১৩	কাজুবাদাম ও কফির প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও মার্কেট লিংকেজ	৭২
৩.১৪	প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan).....	৭৪
৩.১৫	কেইস স্টাডি (সফলতার গল্প).....	৭৫

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা	৭৯
---	----

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৮১
--	----

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উপসংহার	৮৩
---	----

সারণীর তালিকা:

সারণী-১ : প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৩
সারণী-২: প্রকল্প বাস্তবায়ণ কাল	৪
সারণী-৩: অর্থায়নের ধরণ ও উৎস	৪
সারণী-৪: বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	৪
সারণী-৫: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৫
সারণী-৬: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কফি ও কাজুবাদাম গবেষণা এলাকা (বিএআরআই)	৭
সারণী-৭: প্রকল্পের লগফ্রেম (বিএআরআই অঙ্গ)	৯
সারণী-৮: সমীক্ষার নির্দেশক	১৫
সারণী-৯: নির্বাচিত নমুনা আকারের বিভাজন (বিএআরআই).....	১৭
সারণী-১০: নমুনার আকারের বিভাজন (হটিকালচার সেন্টার)	১৮
সারণী-১১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ-সংস্থান (লক্ষ্যমাত্রা), এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়	৩১
সারণী-১২: প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি	৩২
সারণী-১৩: প্রকল্পের বারি অংগের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)	৩৩
সারণী-১৪: প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য	৩৬
সারণী-১৫: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার তালিকা ও পর্যবেক্ষণ (বিএআরআই অঙ্গ)	৩৭
সারণী-১৬: লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের আউটপুট ও অর্জন (বিএআরআই অঙ্গ)	৪২
সারণী-১৭: প্রকল্পের জনবলের তালিকা (বিএআরআই অঙ্গ)	৪৫
সারণী-১৮: প্রকল্পের পিআইসি সভার তালিকা	৪৫
সারণী-১৯: প্রকল্পের পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন	৪৬
সারণী-২০: প্রকল্পের পিএসসি সভার বিবরণ	৪৮
সারণী-২১: প্রকল্পের অডিট কার্যক্রমের তালিকা (বিএআরআই অঙ্গ)	৪৯
সারণী-২২: কাজুবাদাম ও কফির গভেষণা মাঠ ও কৃষকের মাঠে এডাপ্টিভ (adaptive) ট্রায়াল	৫৩
সারণী-২৩: কাজুবাদাম ও কফি প্রদর্শনী পুট ও কৃষকের তথ্য	৫৪
সারণী-২৪: সেচ পদ্ধতি ব্যবহাওে কৃষকের তথ্য	৫৬
সারণী-২৫: প্রকল্পের সহায়তা বিষয়ক তথ্য	৫৬

চিত্রের তালিকা:

চিত্র-১: প্রকল্প এলাকার ম্যাপ (বিএআরআই অঙ্গ)	৮
চিত্র-২: সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো	১৬
চিত্র-৩: নমুনা নির্বাচন কাঠামো	১৭
চিত্র-৪: তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির কাঠামো	১৯
চিত্র-৫: সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)	২৪
চিত্র-৬: স্টাফিং সিডিউল	২৯
চিত্র-৭: আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনা	৩০
চিত্র-৮: আর্থিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের তুলনা	৩১
চিত্র-৯: নির্বাচিত উপজেলায় উত্তরদাতা কৃষকের ধরণ	৫৪
চিত্র-১০: উত্তরদাতার ধরণ	৫৪
চিত্র-১১: কৃষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ	৫৫

সংযুক্তি:

সংযুক্তি ১: প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট	৮৬
সংযুক্তি ২: প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়কালে অংগের কাজ ও ব্যয়ের তথ্য (২০২৬-২০২৭)	১১২
সংযুক্তি ৩: সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের তালিকা	১২০
সংযুক্তি ৪: প্রকল্পে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা, স্থান ও তার বর্তমান অবস্থা	১২৯
সংযুক্তি ৫: ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ এবং প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ	১৩৯

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পণ্য হিসেবে কাজুবাদাম ও কফির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। এদেশে ২০২১ সালে কাজুবাদাম আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ১.৪ মিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে কফি আমদানিতে খরচ করা হয়েছে ১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে প্রতি বছর কাজুবাদাম ও কফির চাহিদা যথাক্রমে ৩০% ও ১২.৫% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মাটি, জলবায়ু ও ফসল/গাছ দু'টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে ধারণা করা যায় যে, এখানে ফসল দু'টির উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি পতিত জমিতে ও উচু সমতল ভূমিতে বিভিন্ন ফল বাগানের মধ্যে সাথী ফসল হিসেবে ফসল দু'টির চাষ করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের একক অর্থায়নে “কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” প্রকল্পটি পাঁচ বছরের (২০২১-২৬) জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষিকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই-লীড এজেন্সি) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই-সহযোগী সংস্থা) যৌথভাবে দেশের ১৯ জেলার ৬৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বারি অংগের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুন ২০২৬ পর্যন্ত। খরচ না বাড়িয়ে প্রকল্পটি আরো ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

প্রকল্পটির সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষায় ‘সিস্টেম-ওয়াইড অ্যাপ্রোচ’ অনুসরণ করা হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় ধরনের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চারটি বিভাগের ৯টি জেলার ১১টি উপজেলা এবং ১০টি হটিকালচার সেন্টারের প্রায় ২২২ জন কাজুবাদাম ও কফি চাষী, স্টেকহোল্ডার, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, প্রকল্পের সাথে জড়িত সিনিয়র ও জুনিয়র কর্মকর্তার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার, এফজিডি, কেআইআই, মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের উপাত্তই MS Access এবং SPSS-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণের জন্য এই পরিমাণগত উপাত্তের শতাংশ, গড়, হার, গ্রাফ, তালিকা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। দলীয় আলোচনা (এফজিডির), কেআইআই এর মাধ্যমে সংগৃহীত গুণগত উপাত্ত সংকলিত করে সারাংশ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের বারি অংগের ডিপিপি সংস্থান ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় ৪,৫৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%।

প্রকল্পের বিএআরআই অংগে ২৩টি প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, পিপিআর-২০২৫ অনুসরণ করা হয়েছে।

সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরামর্শক দল টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও গাজীপুর জেলার হটিকালচার সেন্টার; খাগড়াছড়ি জেলার সদর, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা; বান্দরবান জেলার বান্দরবান সদর এবং আলীকদম এবং রাঙ্গামাটি জেলার সদর, কাপ্তাই এবং কাউখালী উপজেলার বিভিন্ন কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা এবং প্রদর্শনী প্লটসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন জার্মপ্লাজম সেন্টার, নার্সারি, গ্রাফটিং হাউজ, বিভিন্ন স্থাপনা, কফি ও কাজুবাদাম গবেষণা এবং প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা মাঠ পর্যায়ের কৃষকের সাথে আলাপ করে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মাঠ জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, পাহাড়ি এলাকায় কাজুবাদাম ও কফি চাষ বেশ সম্ভাবনাময়। তবে তুলনামূলকভাবে কফির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে। কোনো কোনো পাহাড়ি এলাকায় কাজুবাদাম আগে থেকে স্বল্প আকারে চাষ হচ্ছে এবং ছোট আকারে হলেও সেখানে ক্রেতা আছে এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমতলভূমি এলাকা যেমন, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল জেলায় কাজুবাদাম ও কফি চাষ একেবারেই নতুন। তবে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে কিছু চাষীর কফি বাগানের সামগ্রিক অবস্থা ভালো এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে তারা ভালো ফলন পাবে।

প্রকল্পের উপকারভোগীদের উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, প্রকল্পের প্রায় সব বয়সী মানুষই (পুরুষ ও মহিলা) কৃষি কাজে জড়িত। যে সমস্ত কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের ৮৮% পুরুষ এবং ১২% মহিলা। কৃষকের ধরন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২৭% ক্ষুদ্র এবং ৭২% মাঝারি কৃষক। প্রায় ৯৮% কৃষক কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদন ও

পরিচর্যার উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, কিন্তু তা প্রকল্পের শেষ দিকে। নির্বাচিত ১১টি উপজেলায় ১০৮ জন কৃষককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে শেড পদ্ধতি খরচ বেশি বিধায় তাদের কাছে নন-শেড গ্রহণযোগ্য এবং জরিপের আওতায় ৯৭% কৃষক এই নন-শেড পদ্ধতিতে কফি চাষ করছে বলে মত দেন। তবে সাথী ফসল হিসেবে যেখানে হালকা ছায়া রয়েছে সেখানে কফি চাষ করলে শুকনো মৌসুমে সেচের প্রয়োজনীয়তা কম এবং ফলনও বেশি। কফি চাষের সম্ভাবনা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে ৯৬% কৃষকই চাষের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ১০০% কৃষকই বলেছেন এটা লাভজনক। (তথ্যসূত্র: প্রকল্পের মাঠ জরিপ, জুন ২০২৬)। গবেষণা প্লট এবং মধুপুরের কৃষকের প্রদর্শনী প্লট থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে কাজুবাদামের সফলতা মূল্যায়ন করতে আরোও কিছুদিন সময়ের প্রয়োজন, কারণ কাজুবাদাম ফসলটি দীর্ঘমেয়াদী।

অনুন্নত যোগাযোগ এবং বাজার ব্যবস্থাপনার কারণে কৃষক উৎপাদিত কফি ও কাজুবাদাম ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির ঝুঁকি রয়েছে। আমদানিকৃত বীজ/চারা গবেষণাগারে পরিষ্কা না করে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে বিরূপ কৃষি পরিবেশ এবং আবহাওয়াজনিত কারণে রোগ/পোকামাকড় এবং কাক্ষিত উৎপাদন না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সময়মতো সেচের ব্যবস্থা না থাকায় চারা মরে যাওয়া ও উৎপাদন কম হওয়ার ঝুঁকি আছে। কফি ও কাজুবাদাম সম্পর্কে কৃষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ধারণা কম। নতুন ধরনের প্রযুক্তি বিধায় প্রকল্পের আওতায় এর উৎপাদন প্রযুক্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ বিষয়ে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে যথাযথ উৎপাদন প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে।

ডিএইকে দ্রুত সংগ্রহ কেন্দ্রে এবং কৃষক পর্যায়ে বিশেষ করে কফির জন্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে যানবাহন (মটরসাইকেল) সরবরাহ করা হলে প্রকল্পের মনিটরিং কাজের গতিশীলতা বাড়বে। কাজুবাদাম ও কফি চাষে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্ভব না হলে বিদেশ থেকে কাজুবাদাম ও কফি চাষে বিশেষজ্ঞ এনে দেশে কাজুবাদাম ও কফির প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরিসহ বিএআরআই, ডিএই এবং হার্টিকালচার সেন্টারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিএআরআই ইতোমধ্যে BARI কফি-১ (এরাবিকা) ও বারি কফি-২ (রোবাস্টা) নামে ২টি জাত অবমুক্ত করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান BARI কফি-১ (এরাবিকা) এর ৫০,০০০ চারা তৈরি করেছে যা বিতরণের জন্য প্রস্তুত। বারি কফি-২ জাতটি তুলনামূলক ভাল করছে, কারণ এর পাতা ছোট হওয়ার কারণে পানির চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চল এবং পতিত উঁচু ও টিলায়ুক্ত জমিতে গ্রীষ্মের সময় সেচের সমস্যা দেখা দেয়। তাই সোলার পাম্পের সাহায্যে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা গেলে কফি ও কাজুবাদামের সাথে সাথে অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জিনগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য এবং ভবিষ্যতে কফি চাষ প্রসারের সুবিধার্থে বারি কফি-২ (রোবাস্টা) - এর গ্রাফটিং কার্যক্রম খাগড়াছড়ি ছাড়াও অন্যান্য অন-স্টেশনেও সম্প্রসারিত করতে হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যত সাসটেইনেবিলিটির জন্য কফির আরো বিভিন্ন ধরনের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আববাবপত্র/যানবাহন/নির্মাণ ও পূর্ত কাজসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির পর তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্র, বিভাগ, আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্রসমূহের গবেষণাগারে, অফিস কক্ষ এবং গবেষণা মাঠ সংশ্লিষ্ট অফিসে ব্যবহৃত হবে।

প্রকল্পটি গুরুত্ব সময় কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নেয়ার সময় অবশ্যই ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে।

পার্বত্য অঞ্চলে কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এ অঞ্চলে নতুন নতুন বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে অনাবাদি জমিকে আবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এতে কাজুবাদাম ও কফির দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। তবে, উভয় ফসলের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করবে সেগুলোর সফল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার সংযোগের ওপর। ফসল দুটি বহুবছরজীবী হওয়ার কারণে পরিপূর্ণভাবে ফল ধরতে আরও ৩ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত সময় লাগবে এছাড়া প্রক্রিয়াজাত করণে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই বিষয়টি চিন্তা করে প্রকল্পটি আরো ৬-৭ বছর চলমান রাখা উচিত। এর মাধ্যমে প্রকল্পটির সফলতা নিশ্চিত হবে।

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms/Abbreviations)

BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
BUET	Bangladesh University of Engineering and Technology
CCIL	Creative Consultants International Limited
CUET	Chittagong University of Engineering and Technology
DAE	Department of Agricultural Extension
DPP	Development Project Proposal
DoFP	Delegation of Financial Powers
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
FGDs	Focus Group Discussions
FS	Field Supervisor
GAP	Good Agriculture Practice
GoB	Government of Bangladesh
IA	Important Assumptions
KIIs	Key Informative Interviews
MoA	Ministry of Agriculture
MOV	Means of Verification
OFRD	On-Farm Research Division
OTM	Open Tendering Method
OVI	Objective Variable Indicators
PD	Project Director
PIC	Project Implementation Committee
PPA	Public Procurement Acts
PPR	Public Procurement Rules
PSC	Project Steering Committee
RFQ	Request for Quotation
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
ToR	Terms of Reference
WB	World Bank

শব্দকোষ (Glossary)

- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ : কৃষি-যান্ত্রিকীকরণ হলো, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং শ্রমিকের ঘাটতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কৃষকদের দুর্বলতা কমাতে কৃষিতে আধুনিক মেশিন এবং সরঞ্জামগুলোকে একীভূত করার প্রক্রিয়া। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের একটি খুব বিস্তৃত অর্থ রয়েছে। এই বিস্তৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে কৃষি জমির উন্নয়ন, রোপণ, ফসল সংগ্রহ এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের উৎপাদন, বিতরণ এবং ব্যবহার।
- জীববৈচিত্র্য : জীববৈচিত্র্য হলো বিভিন্ন ধরনের জীবন যা একটি অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, গাছপালা, ছত্রাক এবং এমনকি ব্যাকটেরিয়াগুলোর মতো অণুজীব যা জীবের প্রাকৃতিক বিশ্ব তৈরি করে। ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং জীবনকে সমর্থন করার জন্য এ প্রজাতি এবং জীবগুলোর প্রতিটি একটি জটিল ওয়েবের মতো ইকো-সিস্টেম একসাথে কাজ করে।
- উত্তম কৃষি অনুশীলন : গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) হলো, শস্য এবং গবাদি পশুর নিরাপদ এবং টেকসই উৎপাদনের জন্য মানগুলোর একটি সেট। এটির লক্ষ্য খামার মালিকদের ফলন সর্বাধিক করতে এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ অপ্টিমাইজ করার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করতে সহায়তা করা। ভালো কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করলে উৎপাদকদের জন্য মানসম্পন্ন খুচরো বিক্রেতাদের চাহিদা এবং ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা সহজ হয়।
- জার্মপ্লাজম : জার্মপ্লাজম হলো জেনেটিক রিসোর্স যেমন বীজ, টিসু এবং ডিএনএ সিকোয়েন্স যা প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজনন, সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, কৃষি এবং অন্যান্য গবেষণা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এই সম্পদগুলো বীজ ব্যাংকে সংরক্ষিত বীজ সংগ্রহ, নার্সারিতে বেড়ে ওঠা গাছ, পশু প্রজনন কর্মসূচিতে বা জিন ব্যাংকে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রাণীর প্রজনন লাইনের রূপ নিতে পারে। জার্মপ্লাজম সংগ্রহগুলো বন্য প্রজাতির সংগ্রহ থেকে অভিজাত, গৃহপালিত প্রজনন লাইন পর্যন্ত হতে পারে যা ব্যাপক মানব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গেছে। জার্মপ্লাজম সংগ্রহ জৈবিক বৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- কনট্যুর পদ্ধতি : কনট্যুর ফার্মিং হলো ক্ষেতের ঢালে বা তার কাছাকাছি চাষাবাদ, রোপণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজের অনুশীলন। পাহাড়ের ঢালে, টিলায় এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর।

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। অর্থনীতির বৃহত্তম উৎপাদনকারী খাতগুলোর মধ্যে একটি হলো, কৃষি যা জিডিপির ১৩.৩১% নিয়ে গঠিত। মোট শ্রমশক্তিতে ৪৩% কৃষি কর্মচারি জড়িত। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের যুগোপযোগী নীতির কারণে বাংলাদেশের কৃষি আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ অর্জন ধরে রাখার পাশাপাশি এখন নজর দিতে হবে উদ্যান ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে।

বাংলাদেশে উচ্চমূল্যের অর্থকরী ফসল কাজুবাদাম চাষের এক বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যা দেশের কৃষিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। কাজুবাদাম গাছ পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ইত্যাদির জন্য লাগানো হলেও বর্তমানে গাছটি দ্রুত বর্ধনশীল, পরিবেশবান্ধব এবং লাভজনক। এর বীজ থেকে পাওয়া বাদাম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মূল্যবান। বাদামের খোলসের তৈল শিল্প কাজে ব্যবহৃত মূল্যবান দ্রব্য। এছাড়া বাদামের উপরের অংশে ফল থেকে জুস, ভিনিগার এবং অ্যালকোহল তৈরি করা যায়। বৃক্ষ জাতীয় ফলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাজুবাদামের স্থান তৃতীয়। আমাদের দেশের জলবায়ু কাজুবাদাম চাষে বেশ সহায়ক। পাহাড়ি অঞ্চলে ব্যাপক কাজুবাদাম চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এখানে স্বল্পমূল্যে প্রচুর জমি পাওয়া যায় যেখানে কাজুবাদাম চাষ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ক্যাফেইন সমৃদ্ধ কফি পৃথিবীতে অন্যান্য পানীয়-এর মধ্যে সর্বাধিক সমাদৃত। কফি কাজ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন কয়েক কাপ কফি পানে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। এ পানীয় ক্যান্সার প্রতিরোধেও কাজ করে। কফি পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কফির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় রুমা উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলায় কিছু পরিমাণ কফি চাষ হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া কফি চাষের জন্য উপযুক্ত। এদেশে কফি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে কফি ও কাজুবাদামের চাহিদা প্রচুর রয়েছে এবং এই চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

কফি একটি মাঝারি ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ যার বীজ থেকে কফি উৎপন্ন হয়। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে বিশ্বের প্রায় সম্পূর্ণ কফি উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকার জলবায়ু ও মাটি কফি চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদিত হয়ে থাকে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭০ হেক্টর জমিতে কফি আবাদ হয় এবং বার্ষিক উৎপাদন ২৬৪.৫ টন। এখানে কফি চাষে উদ্যোগী হলে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কফি প্রধানত দু'প্রকার- কফি এরাবিকা ও কফি রোবাস্টা। তন্মধ্যে কফি এরাবিকা খাগড়াছড়িতে এবং কফি রোবাস্টা বান্দরবানে বিচ্ছিন্নভাবে চাষ হয়ে আসছে। কফি বীন (Coffee bean) বা কফির বীজকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তাপে ভাজার (Roasting) পর গুড়ো করতে হয়। ভাজার উপর কফির গন্ধ ও স্বাদ নির্ভর করে। বাংলাদেশে চায়ের পাশাপাশি কফি পানকারী ভোক্তার সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিকভাবে চাষ ও প্রক্রিয়াজাত করতে পারলে বাংলাদেশে কফি উৎপাদনে বিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব। কিছু সরকারি এবং স্থানীয় উপজাতি কৃষকদের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার পাহাড়ি এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বিগত তিন দশক ধরে কফির চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত কফির সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ভালো বিপণন ব্যবস্থার অভাবে অত্যন্ত লাভজনক ফসলটির চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।

কাজু বাদাম গাছ দ্রুত বর্ধনশীল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ জাতীয় বৃক্ষ। নাস্তা হিসেবে, মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতকারী এবং ঔষধ শিল্পে কাজু বাদাম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে হৃদরোগ, রক্ত চাপ, স্নায়ুরোগ এবং কয়েক প্রকার ক্যান্সার প্রতিরোধের উপাদান রয়েছে। কাজুবাদাম থেকে বাদাম, জুস, ভিনিগার এবং অ্যালকোহল তৈরি করা হয়। কাজুবাদামে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, আমিষ, প্লেহ, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনসহ অন্যান্য উপকারি ফাইটোক্যামিক্যালস রয়েছে। কাজু

বাদাম আইসক্রীম ও বেকারি শিল্পে নানা রকম দামী ও মুখরোচক খাবার তৈরির উপাদান রূপে ব্যবহার হয়। কাজু বাদামের খোসা থেকে উৎপন্ন তরল পদার্থ রং ও চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কাজু থেকে উৎপাদিত কাজু জুস দিয়ে দেশের মানুষের পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব। এই ব্যাপক অর্থকরি বৃক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে খুব ভাল জন্মে। এখন দিন দিন কাজু বাদামের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। বাড়ির আশেপাশে বিচ্ছিন্নভাবে ও বাগান আকারে বাংলাদেশের ৩টি পার্বত্য জেলায় কাজু বাদাম চাষ হয়ে থাকে। বিগত ২০১৭ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৬১১ হেক্টর জমিতে কাজু বাদাম আবাদ হয় ও ৭০৮ টন উৎপাদন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে কাজু বাদামের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের দেশে প্রায় ৭০০ টন কাজু বাদাম উৎপন্ন হলেও প্রক্রিয়াজাত করার অভাবে খোসাসহ বাদাম বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়। আমাদের প্রয়োজনে আবার বেশি দামে কাজু বাদাম আমদানি করে থাকি। বীজ থেকে খাওয়ার উপযোগী কাজু বাদাম উৎপন্ন করা একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ। এ অঞ্চলের জনসাধারণ কাজু বাদামের বীজ আগুনে পুড়িয়ে ভেতরের বাদাম বের করে থাকেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু কিছু উদ্যোক্তা নিজস্ব উদ্যোগে কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াই কাজু বাদাম উৎপাদন ও বাজারজাত করে থাকেন। কিন্তু উৎপাদিত বাদামের মান সন্তোষজনক নয় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলো বিক্রির অনুযোগী। অথচ এশিয়ার দেশ ভিয়েতনাম বিশ্বের মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ কাজু বাদাম উৎপাদন করে থাকে। এছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া কাজু বাদাম উৎপাদনে সমগ্র বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে। সুতরাং সঠিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি পেলে আমাদের দেশের কৃষক ও উদ্যোক্তাগণও আন্তর্জাতিক মানের কাজু বাদাম উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। আবার ফ্যাক্টরি স্থাপনের মাধ্যমে কাজুবাদাম বিক্রির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারলে কাজুবাদামের আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নভাবে দেশীয় এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে কিছু কিছু বাদাম প্রক্রিয়াজাত করা হলেও এগুলোর গুণগত মান তেমন ভালো নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করা হলে বাদামের বাণিজ্যিক মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। তখন আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে আকর্ষণীয় মূল্যে কাজু বাদাম বিদেশে রপ্তানি করতে পারবো। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হবে এবং সেই সাথে এখানে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কফি ও কাজু বাদামের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও উন্নত জাত ও প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদন ও ফলন উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পায়নি। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে তেমন কোনো প্রকল্প না থাকায় কৃষকরা প্রশিক্ষণের অভাবে উৎপাদনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই খাদ্য উৎপাদনের ধারা নিশ্চিত করা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পাহাড়ের পরিবেশ সংরক্ষণ, জনগণের আয় বৃদ্ধি ও মহিলাদের কর্মসংস্থান, স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার উপর গবেষণা এবং উন্নত জাত ও কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকগণকে কফি ও কাজুবাদাম চাষের গুরুত্ব এবং আর্থিক লাভবান হওয়ার বিষয়ে জোর দিয়ে প্রশিক্ষণ দিলে অনেক লোক এ কাজে আগ্রহী হবে। তখন জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এ জাতগুলোর মধ্যে এরাবিকা জাতের কফি বেশি উৎপাদন হয় এবং এর গুণাগুণও ভাল। উদ্যানতান্ত্রিক ফসল উৎপাদনের জন্য আধুনিক ও উন্নত জাতের চারা-কলম, উদ্যান ফসল বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনীর বিকল্প নেই। কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে এসকল সমস্যার সামাধানে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য গুণগতমানসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য চাহিদা পূরণ, মধ্য আয়ের দেশ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে “কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” প্রকল্পটি গ্রহণ খুবই প্রয়োজন ছিল। এ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ফলে অত্র অঞ্চল তথা দেশের কাক্ষিত কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত হবে, মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ বাড়বে তথা দেশের সামগ্রিক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকালসহ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণী-১-এ দেয়া হলো:

সারণী -১ : প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

(১) প্রকল্পের নাম	কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প		
(২) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	কৃষি মন্ত্রণালয়		
(৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) - লীড এজেন্সি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) - সহযোগী সংস্থা		
(৪) প্রকল্প এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
মোট	০৭	২১	৬৬
ডিএই অঙ্গ	০৭	১৯	৬৬
বিআরআই অঙ্গ	০৪	০৯	২২
(৫) প্রকল্পের বাজেট (লক্ষ টাকায়)	মূল অনুমোদিত ব্যয়		
মোট	২১,১৮৪.৭৫		
ডিএই অঙ্গ	১৫,৮৫৪.০০		
বিআরআই অঙ্গ	৫,৩৩০.৭৫		
(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	
ক) মূল অনুমোদিত মেয়াদ	০১ জানুয়ারি ২০২১	৩০ জুন ২০২৬ বরাদ্দ না বাড়িয়ে প্রকল্পটি আরও ১ বছর (জুন ২০২৭ পর্যন্ত) বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে)	

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সামগ্রিক উদ্দেশ্য (বিএআরআই অঙ্গ)

কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাক্ষিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন;
- টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ;
- প্রশিক্ষণ, ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যের উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার;
- কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের টেকসই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন; এবং
- কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি।

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

“কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের ECNEC সভায় অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) লিড এজেন্সি হিসেবে এবং সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ সাল পর্যন্ত। বরাদ্দ না বাড়িয়ে প্রকল্পটি আরও ১ বছর (জুন ২০২৭ পর্যন্ত) বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল সারণী-২-এ দেয়া হলো:

সারণী-২: প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল

ডিপিপি ধরণ	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল ডিপিপি	জানুয়ারি ২০২১	জুন ২০২৬

সূত্র: প্রকল্পের আরডিপিপি, ফেব্রুয়ারি ২০২১

সারণী-৩: অর্থায়নের ধরণ ও উৎস

(লক্ষ টাকা)

উৎস/ ধরণ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য
১	২	৩	৪
	বিএআরআই	-	-
ঋণ	০.০০	-	-
অনুদান	৫,৩৩০.৭৫	-	-
ইকুইটি	০.০০	-	-
অন্যান্য	০.০০	-	-
মোট	৫,৩৩০.৭৫	-	-

সূত্র: প্রকল্পের আরডিপিপি

সারণী-৪: বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় (বিএআরআই অংগ))

(লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫
২০২০-২১	১১০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০
২০২১-২২	২,২০৫.১৮	০.০০	০.০০	০.০০
২০২২-২৩	১,৮০৩.৬০	০.০০	০.০০	০.০০
২০২৩-২৪	৮৮৫.০৫	০.০০	০.০০	০.০০
২০২৪-২৫	২২১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
২০২৫-২৬	১০৪.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	৫,৩৩০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০

সূত্র: প্রকল্পের আরডিপিপি

প্রকল্পের বারি অঙ্গের প্রধান প্রধান কার্যাবলী/উপাদানসমূহ

বিএআরআই অঙ্গ:

- । ভূমি উন্নয়ন - ৩২,০০০ ঘনমিটার
- । ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট শেড ও কুলরুম - ৭৫০ বর্গমিটার
- । প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র - ৬০০ বর্গমিটার
- । থ্রেসিং ফ্লোর - ১,০০০ বর্গমিটার

১.৫ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

অনুমোদিত আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়কৃত ডিপির আইটেমসমূহ ও আইটেমওয়ারি ব্যয় সারণী-৫-এ দেয়া হলো:

সারণী ৫: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়	%
(ক) রাজস্ব ব্যয়:					
১.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো	৪ জন	৮৯.৮৪	৮৯.৮৪	১০০%
২.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ফ্যাসিলিটের	১০ জন	১২০.২২	১২০.২২	১০০%
৩.	অদক্ষ শ্রমিক	১২ জন	১১৯.৬৬	১১৯.৬৬	১০০%
৪.	জৈব ও অজৈব সার	২০১ টন	৩০.০০	৩০.০০	১০০%
৫.	কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
৬.	চটের বস্তা	৬০০০টি	৫.০০	৫.০০	১০০%
৭.	সাইনবোর্ড এবং লেভেল	৪৮৪০টি	৫.০০	৫.০০	১০০%
৮.	পলিথিন	১০০০টি	৩.০০	৩.০০	১০০%
৯.	বাঁশ	১২৫০টি	৫.০০	৫.০০	১০০%
১০.	ত্রিপল, সুতলি এবং অন্যান্য	থোক	২.০০	২.০০	১০০%
১১.	বীজ সংরক্ষণ পাত্র/ড্রাম	১০০টি	২.০০	২.০০	১০০%
১২.	ল্যাবরেটরি খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০%
১৩.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৪টি	৫.০০	৫.০০	১০০%
১৪.	তৈল, জ্বালানী, লুব্রিকেন্ট	থোক	৫০.০০	৫০.০০	১০০%
১৫.	হায়ারিং (গাড়ি)	১টি	৩৫.০০	৩৫.০০	১০০%
১৬.	পরামর্শক সেবা (পূর্ত ও নির্মাণ)	১ জন	২০.০০	২০.০০	১০০%
১৭.	রিয়েজেন্ট/কেমিক্যাল	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০%
১৮.	প্রজনন বীজ/চারা/কলম উৎপাদন	থোক	৭৫.০০	৭৫.০০	১০০%
১৯.	গ্যাস (হিলিয়াম, নাইট্রোজেন এবং মিথেন)	থোক	৩.০০	৩.০০	১০০%
২০.	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ (দেশি ও বিদেশী) (৫০০ প্রকার জার্মপ্লাজম প্রতিটির ৫০টি করে)	২৫০০০টি	৬০.০০	৬০.০০	১০০%
২১.	বীজ/চারা/কলম সংগ্রহ	থোক	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
২২.	কনজুমবলস (ব্যবহার্য)	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
২৩.	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী	২০ জন	১০০.০০	১০০.০০	১০০%
২৪.	ভ্রমণ ও যাতায়াত ভাতা	থোক	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
২৫.	ব্লক প্রদর্শনী/ফিল্ড ট্রায়াল/ভেলিডেশন	১৮০টি	৯০.০০	৯০.০০	১০০%
২৬.	ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	থোক	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২৭.	ফটোগ্রাফি, ভিডিও ও টিভি প্রোগ্রাম	৪৪টি	২৫.০০	২৫.০০	১০০%
২৮.	প্রিন্টিং, বুকলেট ও পোস্টার তৈরি ইত্যাদি	১৬২০০টি	২০.০০	২০.০০	১০০%
২৯.	ভাড়া অফিস পরিচালনা	১টি	৫০.০০	৫০.০০	১০০%
৩০.	স্টেশনারিজ	থোক	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৩১.	কম্পিউটার কনজুমবলস	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০%

ক্রম	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়	%
৩২.	টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
৩৩.	মেডিকেল এপারেলস	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
৩৪.	গ্যাস, সেনিটারি এবং বৈদ্যুতিক মালামাল	থোক	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৩৫.	ইনভেলপ, পোস্টেজ স্ট্যাম্প	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
৩৬.	নিরাপত্তা সামগ্রী	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০%
৩৭.	পরিবহন ব্যয়	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০%
৩৮.	ফ্রোকারিজ ও কুকিং মালামাল	থোক	৪.০০	৪.০০	১০০%
৩৯.	প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীবৃন্দের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	৬ জন	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৪০.	বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী (পিআইসি, পিএসসি)	২০ জন	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪১.	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১টি	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪২.	অগ্রগতি মনিটরিং	২টি	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪৩.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০ জন	১২১.৫৫	১২১.৫৫	১০০%
৪৪.	বুক, জার্নাল ও রিপোর্ট	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
৪৫.	যানবাহন	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০%
৪৬.	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪৭.	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪৮.	গবেষণা যন্ত্রপাতি	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪৯.	গবেষণা ও অফিস সংস্কার	থোক	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৫০.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (আবাসিক)	থোক	২৫.০০	২৫.০০	১০০%
৫১.	গাইড ওয়াল	থোক	২০০.০০	২০০.০০	১০০%
৫২.	সেচ স্থাপনা	থোক	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৫৩.	নিষ্কাশন স্থাপনা	থোক	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৫৪.	টেলিযোগাযোগ	থোক	৫.০০	৫.০০	১০০%
৫৫.	রোড, কালভার্ট ও ড্রেন	থোক	৬০.০০	৬০.০০	১০০%
৫৬.	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ৩০০০ মিটার)	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০%
৫৭.	অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০%
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) (ক):		-	১৮১০.২৭	১৮১০.২৭	১০০%
(খ) মূলধন ব্যয়:					
৫৮.	ল্যাব যন্ত্রপাতি	৮১টি	৪২২.০৫	৪২২.০৫	১০০%
৫৯.	মাঠ যন্ত্রপাতি	১৯০টি	৩০০.৯১	৩০০.৯১	১০০%
৬০.	অফিস যন্ত্রপাতি	৭৯টি	১০৪.৩৬	১০৪.৩৬	১০০%
৬১.	অফিস আসবাবপত্র	৮৬১টি	১৩৪.৮০	১৩৪.৮০	১০০%
৬২.	ভূমির উন্নয়ন	৩২০০০ ঘন.মি.	১০৩.৩৬	১০৩.৩৬	১০০%
৬৩.	ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট শেড ও কুলরুম	৭৫০ বর্গমিটার	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%
৬৪.	প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র	৬০০ বর্গমিটার	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%
৬৫.	মাঠ অফিস	২০০ বর্গমিটার	৮০.০০	৮০.০০	১০০%
৬৬.	আনসার ক্যাম্প	৪০০ বর্গমিটার	১৪০.০০	১৪০.০০	১০০%
৬৭.	লেখ হাউস/শেড হাউস/নেট হাউজ	১০০০ বর্গমিটার	২০০.০০	২০০.০০	১০০%
৬৮.	খেসিং ফ্লোর (কাভার্ড, ওপেন)	১০০০ বর্গমিটার	২০০.০০	২০০.০০	১০০%
৬৯.	ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প, পাম্প হাউজ	১টি	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৭০.	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজার্ভারসহ)	১টি	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%
৭১.	নার্সারি শেড/সিডবেড	৪০০ বর্গমিটার	৮০.০০	৮০.০০	১০০%
৭২.	সীমানা প্রাচীর	১০০০ রানিং মি:	২০০.০০	২০০.০০	১০০%
৭৩.	ইরিগেশন লাইন (ভূগর্ভস্থ ৬" ও ৮" ডায়া)	২০০০ রানিং মি:	৬০.০০	৬০.০০	১০০%
৭৪.	স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ	১০০০ রানিং মি:	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%
৭৫.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	৫টি	২৫.০০	২৫.০০	১০০%
৭৬.	আরসিসি ট্যাংক (পানির লাইনসহ)	৪টি	৬০.০০	৬০.০০	১০০%
৭৭.	৫ HP (পানির সাবমারসিবল) পাম্প ওয়েলসহ	২টি	২০.০০	২০.০০	১০০%

ক্রম	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়	%
৭৮.	গার্ড শেড	১০টি	৫.০০	৫.০০	১০০%
৭৯.	ওয়াচ টাওয়ার	১০টি	৫০.০০	৫০.০০	১০০%
৮০.	গাইড ওয়াল	১০০০ রানিং মি:	১০০.০০	১০০.০০	১০০%
৮১.	জেনারেটর ১০০ কেভিএ (হাউজসহ)	১টি	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৮২.	বহিরাঙ্গণ বৈদ্যুতিক কাজ	২০০০ রানিং মি:	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
৮৩.	সোলার সিকিউরিটি লাইট	১০০টি	৭৫.০০	৭৫.০০	১০০%
৮৪.	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি (ট্রান্সফরমার, সুইচপায়ার, পিএফআই এলটি এবং এইচটি ক্যাবল ইত্যাদি)	১টি	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) (খ):	-	৩৪২০.৪৮	৩৪২০.৪৮	১০০%
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	থোক	৫০.০০	৫০.০০	
(ঘ)	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	থোক	৫০.০০	৫০.০০	১০০%
	মোট (ক+খ)	-	৫,৩৩০.৭৫	৫,৩৩০.৭৫	১০০%

সূত্র: প্রকল্পের আরডিপিপি

১.৬ প্রকল্প এলাকা

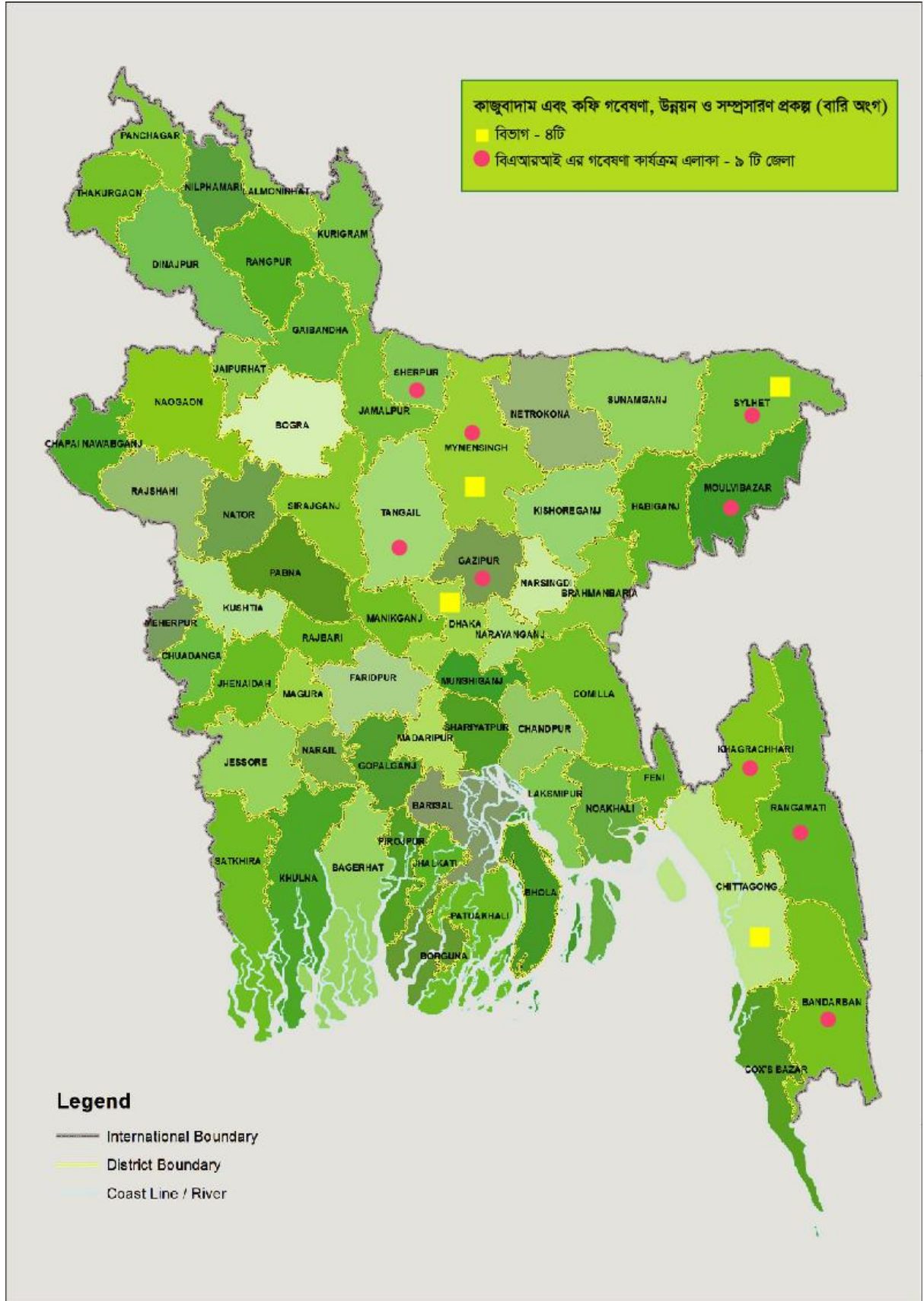
প্রকল্পটি বারি অঙ্গ ৪টি বিভাগের ১১টি জেলার ২২টি উপজেলা ও ৩০টি হটিকালচার সেন্টারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারণী-৭-এ এবং সারণী-৬-এ প্রকল্প এলাকার তালিকা দেখানো হলো।

সারণী-৬: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কফি ও কাজুবাদাম গবেষণা এলাকা (বিএআরআই)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা
১. চট্টগ্রাম	১. খাগড়াছড়ি	১. খাগড়াছড়ি সদর ২. দীঘিনালা ৩. মাটিরাঙ্গা ৪. রামগড়
	২. রাঙ্গামাটি	৫. রাঙ্গামাটি সদর ৬. কাপ্তাই ৭. কেওয়াটখালি ৮. রাজস্থলী ৯. বাঘাইছড়ি
	৩. বান্দরবন	১০. বান্দরবন সদর ১১. লামা ১২. আলীকদম ১৩. রুমা ১৪. থানচি ১৫. বোয়াংছড়ি ১৬. নাইক্ষ্যংছড়ি
২. সিলেট	৪. সিলেট	১৭. জৈন্তাপুর
	৫. মৌলভীবাজার	১৮. মৌলভীবাজার সদর
৩. ঢাকা	৬. গাজীপুর	১৯. গাজীপুর সদর
	৭. টাঙ্গাইল	২০. মধুপুর
৪. ময়মনসিংহ	৮. ময়মনসিংহ	২১. হালুয়াঘাট
	৯. শেরপুর	২২. বিনাইগাতী

সূত্র: প্রকল্পের আরডিপিপি

চিত্র-১: প্রকল্প এলাকার ম্যাপ (বারি অঙ্গ)



১.৭ প্রকল্পের লগফ্রেম

সারণী-৭: প্রকল্পের লগফ্রেম (বারি অংগ)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS*)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য নির্দেশক (OVI**)	যাচাইয়ের উপায় (MOV***)	প্রয়োজনীয় অনুমান (IA****)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Project Goal) কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে লক্ষ্যস্থিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।	লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি: ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন এলাকা এবং হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পাবে।	- বারি এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন - বিবিএস প্রতিবেদন - কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিবেদন।	-
উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome) কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন; টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ; প্রশিক্ষণ, ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যে উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার; কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের টেকসই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন; এবং কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি।	- নতুন জার্মপ্লাজমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। - জুন ২০২৫ সালের মধ্যে উদ্ভাবিত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের ৪টি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি লাগসই প্রযুক্তি (ফসল উৎপাদন প্যাকেজ) মাঠ পর্যায়ে বিস্তার হবে। - কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদনের ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের আয় বাড়বে। - কাজুবাদাম এবং কফি গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের কার্যক্ষেত্র ও কর্মীপরিধি বৃদ্ধি পাবে। - কাজুবাদাম এবং কফি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংগ্রহভোর অপচয় কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।	- আইএমইডি'র জন্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন - মন্ত্রণালয়ের জন্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন - প্রকল্প পর্যালোচনার জন্য পিআইসি সভা ও এর কার্যপত্র - প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন - আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা প্রতিবেদন - চূড়ান্ত কারিগরি প্রতিবেদন।	- কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। - কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের মাধ্যমে মানুষের আয় বৃদ্ধি। - সময়মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা। - সময়মত দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান।
আউটপুট (Output) কাজুবাদাম ও কফি ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হবে। কাজুবাদাম ও কফি ফসলের উৎপাদনে সহায়ক উন্নত প্রযুক্তি। প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি। আধুনিক ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড, গোডাউন, কুলরুম, প্রযুক্তি	- পাঁচ বছরে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের ৪টি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি উৎপাদন সহায়ক উন্নত প্রযুক্তি। - দেশি-বিদেশি উৎস হতে কফি ও কাজুবাদামের ৫০০ প্রকার (প্রতিটির ৫০টি করে) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হবে। - ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ জন নবীন বিজ্ঞানীবৃন্দকে কফি ও কাজুবাদামের আধুনিক চাষাবাদ ও সংগ্রহভোর প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির মাধ্যমে দক্ষ জনবল	- বারি এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন - বিবিএস প্রতিবেদন - কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিবেদন। - বিএআরআই এর গবেষণা অগ্রগতি প্রতিবেদন	- যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ - প্রাক্কলিত মূল্যের স্থিতিশীলতা - কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ/বিপর্যয় হবে না - যথা সময়ে ভূমির উন্নয়ন

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS*)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য নির্দেশক (OVI**)	যাচাইয়ের উপায় (MOV***)	প্রয়োজনীয় অনুমান (IA****)
প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বান্দরবনের রুমা উপজেলায় একটি ভাড়া অফিস পরিচালিত হবে।) অফিস, ল্যাব, কৃষি ও মাঠ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় সম্পন্ন হবে।	সৃষ্টি করা হবে। - ৭৫০ বর্গ মিটার গোড়াউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্টেড শেড, কুলারুম এবং ৬০০ বর্গ মিটার প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ৩২০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হবে।		
ইনপুট (inputs) - জনবল - যন্ত্রপাতি - নির্মাণ, পূর্ত ও আসবাবপত্র - মাঠ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন-বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি - প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ	খরচের খাত (Items of Expenditure) (লক্ষ টাকায়) ক) গবেষণা ব্যয় - ৭৩০.০০ খ) সরবরাহ সেবা ব্যয় - ১৩৪.০০ গ) প্রশিক্ষণ - ১২১.৫৫ ঘ) আউটসোর্সিং ৩২৯.৭২ ঙ) বুক, জার্নাল, রিপোর্ট ও অন্যান্য - ৫.০০ চ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ - ৪৯০.৫৫ ছ) ল্যাব যন্ত্রপাতি - ৪২২.০৫ জ) মাঠ যন্ত্রপাতি - ৩০০.৯১ জ) অফিস যন্ত্রপাতি - ১০৪.৩৬ এ৪) অফিস আসবাবপত্র - ১৩৪.৮০ ট) ভূমি উন্নয়ন - ১০৩.৩৬ ঠ) নির্মাণ ও পূর্ত - ২৩৫৫.০০ মোট = ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা।	- আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি প্রতিবেদন। - ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আর্থিক হিসাব-নিকাশ হালনাগাদকরণ। - চূড়ান্ত কারিগরী প্রতিবেদন। - বারি'র প্রতিবেদন।	- যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ - প্রাক্কলিত মূল্যের স্থিতিশীলতা - কোনো প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ/বিপর্যয়ের হবে না - যথা সময়ে ভূমির উন্নয়ন

* NS – Narrative Summary

** OVI – Objective Variable Indicators

*** MOV – Means of Verification

**** IA – Important Assumptions

১.৮ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

ডিপিপিতে উক্ত প্রকল্পের বিএআরআই এর অধীনে পণ্য ৬টি, ওয়ার্কস ২টি, সার্ভিস ৩টি মোট ১১টি প্যাকেজ ক্রয়ের পরিকল্পনা আছে। প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্তি-২ এ দেয়া হয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের Exit Plan

গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট বিএআরআই এর রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হবে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে ৩০ লক্ষ টাকা গবেষণায় এবং ১০ লক্ষ টাকা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজন হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিএআরআই কর্তৃক আহরণকৃত সকল সম্পদ বিএআরআই-এর সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং সরকারি বিধান অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

১.১০ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং এর যৌক্তিকতা

প্রকল্পটি ১লা জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে মার্চ পর্যায়ের কাজুবাদাম ও কফির জমি নির্বাচনী পাহাড়ি অঞ্চলে চারা রোপণ কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রকল্পটি কৃষি গবেষণার একটি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের ১৯টি সম্ভাবনাময় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজুবাদাম ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রকল্পটি ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের আওতায় কাজুবাদাম ও কফি চারার উৎপাদন চাষীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নতুন প্রদর্শন পুট স্থাপন করা হচ্ছে। কফির দুটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে (বারি কফি-১, বারি কফি-২)। কাজুবাদামের জাত উদ্ভাবনের জন্যে দেশী-বিদেশী প্রায় ৩০০টির বেশী জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত দুটি অগ্রবর্তী লাইন তিন বছর ধরে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এ বছর কাজুবাদামের একটি জাত অবমুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং আর একটি জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে।

উপরলিখিত বিষয়াবলী বিবেচনান্তে প্রকল্পের চলমান অবশিষ্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাস্তবায়নকাল আগামী ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, গত ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) এর ১৪ম পিএসসি সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদকালে ৭৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদকালে কর্মপরিকল্পনা সংযুক্তি-২-এ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমীক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)

প্রকল্পটির সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপরিধি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- (১) প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য, যেমন প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়, পটভূমি, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, সংশোধনের অবস্থা ইত্যাদি তথ্য পর্যালোচনা করতে হবে;
- (২) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের তথ্য সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করতে হবে;
- (৩) ডিপিপি ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- (৪) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক কি পরিবর্তন হয়েছে সেটি বেজলাইন সার্ভের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে;
- (৫) ক্রয় কাজে বিদ্যমান আইন ও বিধি (পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে এবং Delegation of financing power অনুযায়ী যথাযথভাবে ক্রয় কার্যক্রমের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে;
- (৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, সম্পাদিত কার্য ও গৃহীত সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে বর্ণিত specification/bill of quantity অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- (৭) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির, SWOT Analysis করতে হবে;
- (৮) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবলসহ লজিস্টিক সাপোর্ট রয়েছে কিনা - সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে;
- (৯) সংগৃহীত তথ্য/বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে; এবং
- (১০) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বারি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি প্রতিপালন করা।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন সমীক্ষার (ToR) অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ফলাফল প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়/সাব-অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে:

- (১) আরডিপিপি এবং লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে (বিস্তারিত অধ্যায়-৩, পৃষ্ঠা-৩০)।
- (২) কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত জাত সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্য নিরূপণ (Characterization), সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের বর্তমান মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৬.৯ পৃষ্ঠা-৫২)।
- (৩) কাজুবাদাম ও কফির টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ, (Harvesting) এবং বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing), প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৬.১০, পৃষ্ঠা-৫২)
- (৪) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণের ফলাফল, উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ এবং উন্নতমানের কাজুবাদাম ও কফি সম্প্রসারণ (Technology dissemination) মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৬.৩, পৃষ্ঠা-৫২)। মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৭.৩, পৃষ্ঠা-৫৫)
- (৫) অবকাঠামোর উন্নয়ন, যেমন-ভূমি উন্নয়ন, মাঠ গবেষণাগার (Field labortary), যন্ত্রপাতি সংরক্ষণাগার (Implement shed), কুল রুম (Cool room), প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর কেন্দ্র (Technology development and transfer centre) প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোর মাধ্যমে টেকসই গবেষণা পরিচালনার সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৬.৬, পৃষ্ঠা-৫০)।
- (৬) কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উপর গবেষণায় আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল উন্নয়নের অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৭.৩, পৃষ্ঠা-৫৫)।
- (৭) গবেষণা কার্যক্রমের প্রভাব যেমন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, প্রদর্শনী, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উৎপাদনশীলতা, আয় বৃদ্ধি, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ও পরীক্ষাগার অবকাঠামো উন্নয়নের গুণগত প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে (অধ্যায় ৩., পৃষ্ঠা-৩০-৭৫)।
- (৮) বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা এবং কাজের কর্মক্ষমতার উপর এর প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.৭.৩, পৃষ্ঠা-৫৫)।
- (৯) কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা - ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ ও গুণগত মান, উৎপাদন, ফলন, উৎপাদন ব্যয় এবং লাভজনক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.১২, পৃষ্ঠা-৭০-৭১)।
- (১০) উপকারভোগীদের সেবাপ্রাপ্তি যেমন, কৃষক দল গঠন, উপকরণ, সরবরাহ, চারা বিতরণ, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের সন্তুষ্টি মূল্যায়ন করা হয়েছে (সাব-অধ্যায় ৩.৭.৪, পৃষ্ঠা-৫৫)।
- (১১) অধ্যয়ন এলাকায় কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদনকারীদের সম্মুখীন হওয়া প্রতিবন্ধকতাগুলি অনুসন্ধান করে চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে (বিস্তারিত সাব-অধ্যায় ৩.১১, পৃষ্ঠা-৬৯)।
- (১২) এই প্রকল্পে সংগৃহীত পণ্য, কাজ এবং পরিষেবার সংগ্রহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (সাব-অধ্যায় ৩.২ - ৩.৬, পৃষ্ঠা-৩৬-৫১)।
- (১৩) প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (সাব-অধ্যায় ৩.৪, পৃষ্ঠা-৪৪)
- (১৪) প্রকল্পের জন্য গৃহীত মাঠ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা। (১৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকিগুলি চিহ্নিত ও SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে (বিস্তারিত অধ্যায়-৪, পৃষ্ঠা-৭৯)
- (১৫) ভবিষ্যতে প্রকল্পের পরবর্তী ধাপ (Next Phase) বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট সুপারিশ এবং করণীয় (Way Forward) প্রণয়ন করা হয়েছে (বিস্তারিত অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা-৮৩)।

২.২ প্রস্তাবিত সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষা পদ্ধতি

এ সমীক্ষা চালানো হয়েছে system-wide approach^১ অনুসরণ করে যা ছিল গভীর ও অংশগ্রহণমূলক। এটি পরিচালিত হয়েছে প্রকল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের লক্ষ্যে সমীক্ষা দল সদস্য, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জনবল এবং উপকারভোগীদের পর্যায়ক্রমিক আলোচনা বা পরামর্শের ভিত্তিতে। এ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

- । প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- । কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরিচালিত মাঠ জরিপ;
- । প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সংঙ্গে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (KII);
- । কনসালটেন্ট মিটিং;
- । দলকেন্দ্রিক আলোচনা (FGD); এবং
- । স্থানীয় ও জাতীয় কর্মশালা।

এ সমীক্ষায় প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহসহ প্রাপ্ত প্রতিবেদনের পর্যালোচনা, ধারাবাহিকভাবে মাঠ পর্যায়ে জরিপ পর্যবেক্ষণ ও অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের জরিপের জন্য পরামর্শকদল প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় পরামর্শকদল প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও অন্যান্য জনবল যারা কাজুবাদাম ও কফি চাষ ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। উক্ত সমীক্ষায় পরিমাণগত ও গুণগত (Quantitative and Qualitative) উভয় তথ্যই পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক সুবিধাভোগী কৃষক, কফি ও কাজুবাদাম চাষীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকার মধ্যে দৈবচয়ন (randomly) নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ইনসেপসন কালীন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৩ সমীক্ষার উপাত্ত

এ সমীক্ষার জন্য প্রাথমিক বা প্রাইমারি (Primary) ও সেকেন্ডারি (Secondary) উভয় ধরনের তথ্য/উপাত্তই ব্যবহার করা হয়েছে। সেজন্য BARI থেকে সরবরাহকৃত, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন/নথিপত্র যেমন: আরডিপিপি, বার্ষিক প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, আইএমআইডিআর'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ক্রয়সক্রান্ত দলিলাদি ইত্যাদি সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যাশিত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নমুনা জরিপ চালানো হয়েছে। এজন্য যথাযথ নমুনা নকশা এবং সমীক্ষা উপকরণ (প্রশ্নপত্র) কাজে লাগানো হয়েছে। স্থানীয় জনগণের উপলব্ধিগুলো বোঝার জন্য, প্রকল্প বাস্তবায়নের স্থিতি এবং প্রকল্পের অন্যান্য সুবিধাভোগীদের মূল্যায়ন করার জন্য, এই গবেষণায় গঠনযুক্ত প্রশ্নাবলী-ভিত্তি জরিপ (Structured/Semi-structured Questionnaire Survey) এবং একাধিক অংশগ্রহণকারী সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষার অধীনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার লক্ষ্যে উপকারভোগী ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে:

- । কৃষক (পুরুষ ও মহিলা) যারা কাজুবাদাম ও কফি চাষে জড়িত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
- । হাটিকালচার সেন্টারে কর্মরত উদ্যানতত্ত্ববিদ
- । কাজুবাদাম ও কফি প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা
- । স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
- । প্রকল্প কর্মকর্তা
- । কাজুবাদাম ও কফি চাষে নিয়োজিত বিজ্ঞানীবৃন্দ

^১ বিস্তৃত-বিন্যাস কৌশল বা System-wide approach অনুসরণ হলো পরিসংখ্যানগুলোতে সিস্টেম-ব্যাপী পদ্ধতি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংস্থা ও দাতাদের বাজেট কাঠামো ব্যবহার করা।

২.৪ সমীক্ষার নির্দেশক/সূচকসমূহ (indicators)

সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দেশকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

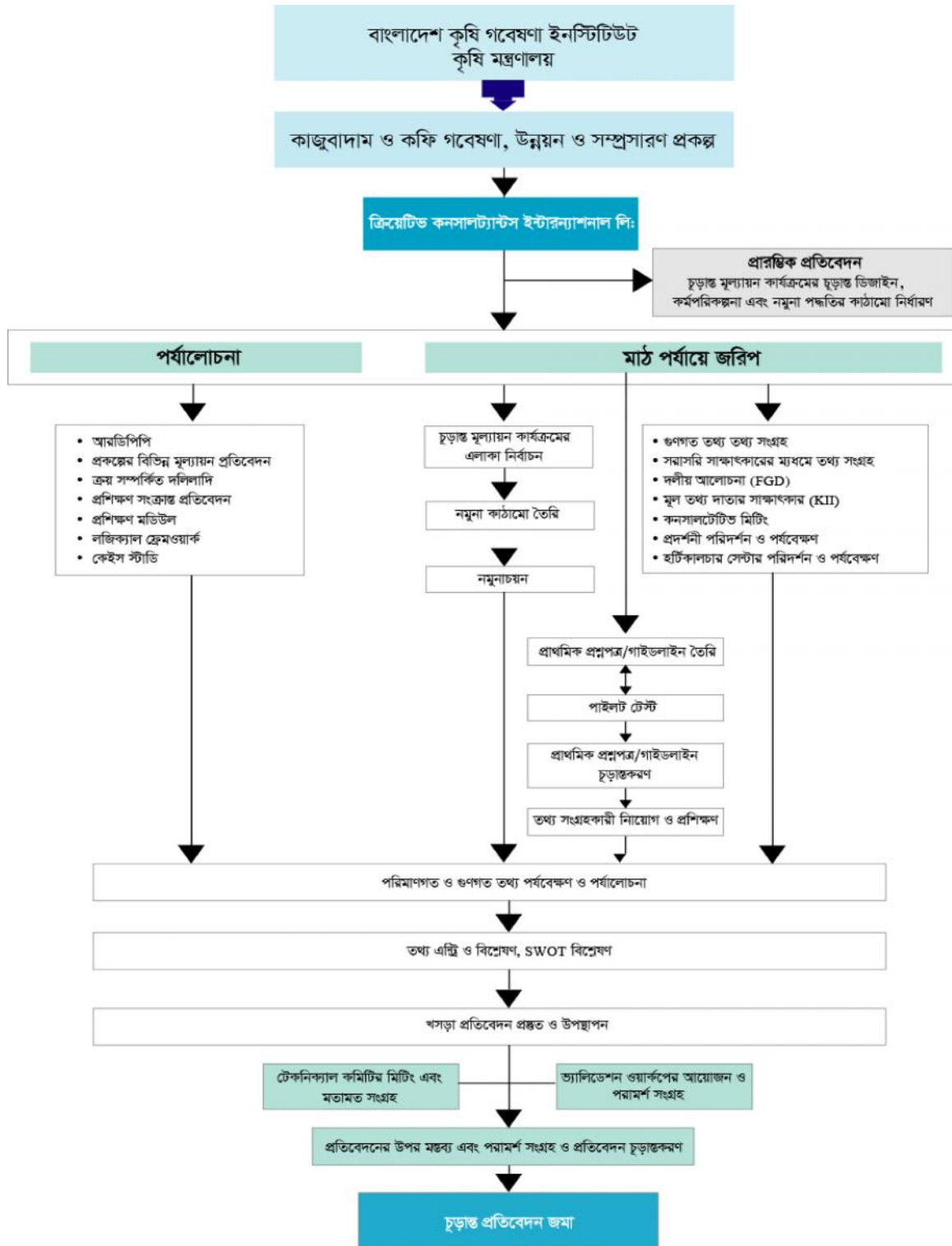
সারণী-৮: সমীক্ষার নির্দেশক

প্রধান ইস্যু	নির্দেশক
প্রকল্প এলাকার ডেমোগ্রাফিক তথ্য	নাম, লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, বসবাসের স্থান, কর্ম/পেশা
প্রকল্পের কার্যক্রম	- উৎপাদন এলাকা বৃদ্ধি - রপ্তানি এবং বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি - কাজুবাদাম এবং কফির চাহিদা বৃদ্ধি - কৃষকদের প্রশিক্ষণ - প্রকল্পের জনবল - প্রকল্প ব্যবস্থাপনা - প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম - সচেতনতা এবং দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কর্মশালা; - কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি - দারিদ্র্য বিমোচন এবং পুষ্টি উন্নয়নে সহায়ক - উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং তথ্যভিত্তিক জ্ঞান - কাজুবাদাম ও কফির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, এবং সংরক্ষণ; - কাজুবাদামের প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী পুট স্থাপন; - কফির প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী পুট স্থাপন; - কাজুবাদাম ও কফির মাতৃবাগান; - ভূমি উন্নয়ন, ফিল্ড ল্যাব শেড ও কুলরুম; - প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র; এবং - পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্বলন।
প্রকল্পের সুবিধা	- কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের চাষ ও সম্প্রসারণ; - কাজুবাদাম এবং কফি ফসল চাষের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন; - কাজুবাদাম ও কফির আমদানি হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়; - আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাস; - সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং - মার্কেট লিঙ্কেজ এবং বিপণন।
অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সুযোগ	- প্রযুক্তিগত সহায়তা - প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রদানকারী সুবিধাভোগীদের জন্য কৃষকের আয় এবং সুযোগের উন্নতি; - আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন।
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক	- প্রকল্পের সবল এবং দুর্বল দিক - প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিক
সুপারিশ	- উন্নয়ন প্রকল্পের উপর সুনির্দিষ্ট মতামত - অন্যান্য প্রকল্পে প্রকল্পের সেবা দিকগুলো অনুসরণ করার পরামর্শ

২.৫ সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো ও ডিজাইন মডেল

সর্বশেষ চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য একটি ধারণাগত কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। এই ধারণাগত কাঠামোটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি সহজ পদ্ধতি। নিম্নে ধারণাগত কাঠামো ও কার্যক্রম পদ্ধতির মডেল দেয়া হলো।

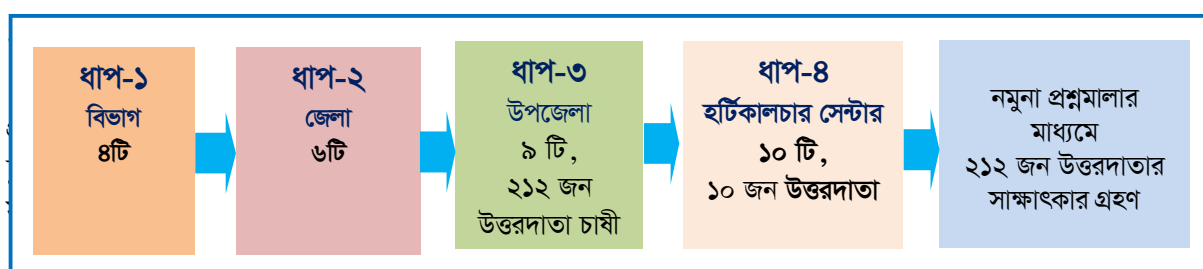
চিত্র ২: সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো



২.৬ নমুনা চয়ন পদ্ধতি ও কাঠামো

প্রকল্পটির সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যক্রম সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতি (multi-stage sampling) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত সমস্ত বিভাগ জরিপের আওতায় আনা হয়েছে এবং stratified random sampling ব্যবহার করে ৪টি বিভাগের ৬টি জেলার ১১টি উপজেলা এবং ১০টি হটিকালচার সেন্টার সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে উক্ত নির্বাচিত উপজেলা থেকে random sampling বা দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকা থেকে সর্বমোট প্রায় ২২২ জন উত্তরদাতার সাথে সাক্ষাৎকার নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনায়ন কাঠামো নিম্নে দেখানো হলো:

চিত্র ৩: নমুনা নির্বাচন কাঠামো



২.৮ নমুনার আকার আকার ও সার-সংক্ষেপ

অত্র সমীক্ষার মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ২১২ জনের। এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীসহ মোট ১১০ জন কৃষি ও কাজুবাদাম চাষীর সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। পাঁচটি গ্রুপে মোট ৭২ জন বিভিন্ন স্তরের কৃষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/জনগণের সাথে ৬টি এফজিডি এবং প্রতিটি এফজিডিতে ১২-১৩ জন মোট ৭২ জন; ৩০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা যেমন বারি, হটিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা, ১০ জন প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, প্রকল্পের সদর দপ্তরে কর্মরত প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণের সাথে কেআইআই (KII); প্রয়োজনীয় পরামর্শক সভার মাধ্যমে নমুনা/তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনার আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী ৯: নমুনার আকারের বিভাজন (বারি অঙ্গ)

বিভাগ	জেলার নাম	নমুনা উপজেলার নাম	নমুনা (মাঠ জরিপ)			গুণগত জরিপ (কোয়ালিটেটিভ সার্ভে)	
			কাজু বাদাম চাষী	কৃষি চাষী	মোট	এফজিডি অংশগ্রহণকারী	কেআইআই (ডিএই)
১. চট্টগ্রাম	১. রাঙ্গামাটি	১. রাঙ্গামাটি সদর	৫	৫	১০	১২	৬
		২. কাপ্তাই	৫	৫	১০		২
		৩. কাউখালি	৫	৫	১০		২
	২. খাগড়াছড়ি	৪. খাগড়াছড়ি সদর	৫	৫	১০	১২	৪
		৫. রামগড়	৫	৫	১০	১২	২
		৬. মাটিরাঙ্গা	৫	৫	১০		২
	৩. বান্দরবন	৭. বান্দরবন সদর	৫	৫	১০	১২	৪
		৮. আলীকদম	৫	৫	১০		২
২. সিলেট	৪. সিলেট	৯. জৈন্তাপুর	৫	৫	১০	১২	২
৩. ঢাকা	৫. টাঙ্গাইল	১০. মধুপুর	৫	৫	১০	১২	২
৪. ময়মনসিংহ	৬. ময়মনসিংহ	১১. হালুয়াঘাট	৫	৫	১০		২
মোট ৪	৬	১১	৫৫	৫৫	১১০	৭২	৩০

সারণী ১০: নমুনার আকারের বিভাজন (হটিকালচার সেন্টার)

হটিকালচার সেন্টারের নাম	গুণগত জরিপ (কোয়ালিটেটিভ সার্ভে)
	কেআইআই
১. হটিকালচার সেন্টার, বনরুপা, রাজশাহী	১
২. হটিকালচার সেন্টার, কাগুই, রাজশাহী	১
৩. হটিকালচার সেন্টার, নানিয়ার চর, রাজশাহী	১
৪. হটিকালচার সেন্টার, রামগড়, খাগড়াছড়ি	১
৫. হটিকালচার সেন্টার, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি	১
৬. হটিকালচার সেন্টার, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবন	১
৭. হটিকালচার সেন্টার, বালাঘাটা, বান্দরবন	১
৮. হটিকালচার সেন্টার, খাদিমনগর, সিলেট	১
৯. হটিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল	১
১০. হটিকালচার সেন্টার, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ	১
মোট	১০

২.৯ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ

পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত উপাত্তের প্রয়োজনের ভিত্তিতে কাঠামোগত ও উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ উপকরণসমূহ বা প্রশ্নপত্র প্রারম্ভিক পর্যায়ে যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের আলোকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। নির্দেশিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এসব উপকরণের মধ্যে ছিল:

- । সরাসরি মাঠ জরিপ প্রশ্নপত্র - ১ সেট;
- । এফজিডি (FGDs) চেকলিস্ট - ১ সেট;
- । কেআইআই (KIIs) চেকলিস্ট - ৩ সেট (বিএআরআই, হটিকালচার সেন্টার, প্রকল্প পরিচালক);
- । ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট/গাইডলাইন - ২ সেট; এবং
- । কেস স্টাডি (Case Study) সংক্রান্ত গাইডলাইন - ১ সেট।

প্রশ্নপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি করার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। বারি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা ও খসড়া প্রশ্নপত্রের বিষয়ে গত ২২ জুন ২০২৬ তারিখে ফিল্ড টেস্ট করে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র সংযুক্তি ১ -এ সংযোজন করা হয়েছে।

২.১০ মাঠ কর্মী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ

ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শক ও তথ্য সংগ্রহকারী দল রয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী দল মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং এফজিডি ও কেআইআই পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জরিপের উদ্দেশ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় (২০ জুন ২০২৬)। প্রশিক্ষণের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

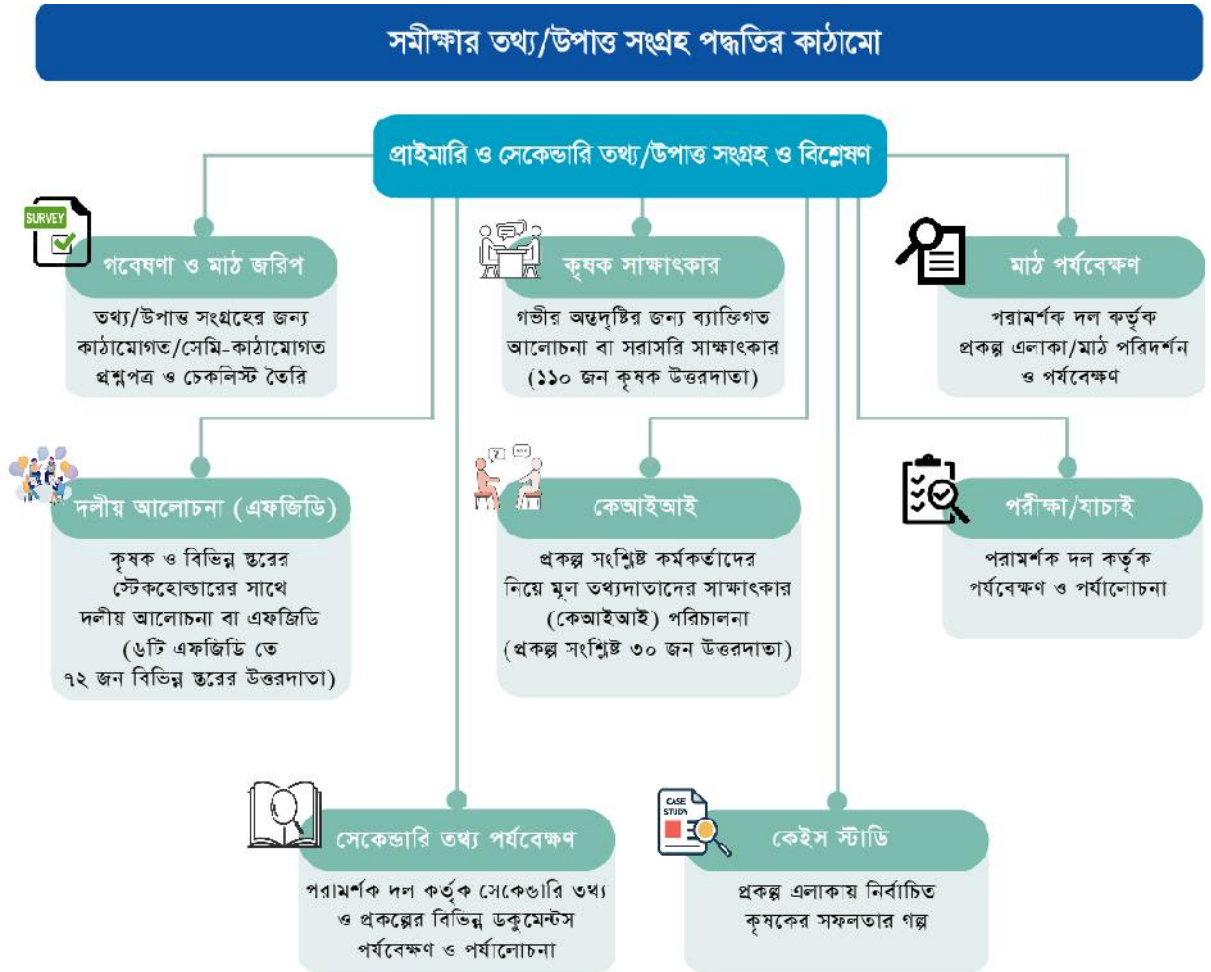
- । নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উপাদানসমূহ
- । সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রমের পটভূমি ও উদ্দেশ্য
- । সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি
- । উপকারভোগী নির্বাচন ও উত্তরদাতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও সাক্ষাৎকার কৌশল

- প্রশ্নপত্র পরীক্ষারভাবে বোঝা ও প্রশ্নপত্র নিয়ে দলীয় আলোচনা
- কার্যপদ্ধতির আঙ্গিকে এফজিডি (FGD), কেআইআই (KIIs) পরিচালনা কৌশল
- প্রদর্শনী পুট পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
- রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি
- কোর্স পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

২.১১ সমীক্ষার তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

কাঠামোগত জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনগণের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। উপাত্তের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা প্রশ্নপত্র মাঠপর্যায়ে যাচাই করা হয়েছে। ৬টি জেলার ৯টি উপজেলায় মাঠ জরিপ করা হয়েছে। ১১০ জন কাজুবাদাম ও কফি চাষীর সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, ৭২ জন কৃষক ও বিভিন্ন স্তরের জনগণের সাথে দলীয় আলোচনা ও ৩০ জন বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারের সাথে কেআইআই এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। SPSS-এর তথ্য/উপাত্ত পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে সারণী, চার্ট ও গ্রাফের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির কাঠামো নিম্নে দেখানো হলো (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪: তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির কাঠামো



২.১২ সমীক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায় বা সূচনা পর্ব

সমীক্ষা কার্যক্রমটি একটি সূচনা পর্বের মাধ্যমে শুরু হয়। এই পর্বে ছিল দল গঠন ও সূচনা সভা, সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ, অংশীজন বিশ্লেষণ ও ম্যাপিং, সমীক্ষা কাঠামো ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমীক্ষার সরঞ্জাম প্রস্তুত, তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া। প্রারম্ভিক পর্যায়ের কার্যক্রমগুলো যথারীতি সম্পাদন করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (১৫ জুন ২০২৬) প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

২.১৩ সমীক্ষার সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের সূচনা থেকে এর বাস্তবায়ন ও আউটপুট, ফলাফল এবং সৃষ্ট প্রভাব জানার জন্য, পরামর্শক দল সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগৃহীত নথি যেমন, আরডিপিপি, বেসলাইন সমীক্ষা প্রতিবেদন, বার্ষিক ফলাফল সমীক্ষা প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, ক্রয় নথি এবং প্রকল্পের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করেন। পরামর্শক দল নথিগুলো বিশ্লেষণ করেন যা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (অধ্যায়-৩)।

২.১৪ মাঠ জরিপ এবং প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

তথ্য সংগ্রহ পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্র প্রকল্পের অধীনে সর্বশেষ সমীক্ষার একটি অপরিহার্য কার্যনির্বাহী অংশ। এর উদ্দেশ্য ছিল নির্ভরযোগ্য, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং উচ্চ-মানের তথ্য তৈরি করা, যা প্রকল্পের কার্যকারিতা ও প্রভাবের চূড়ান্ত মূল্যায়নে সহায়তা করে। এই পর্যায়টি পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রকল্প নির্বাচিত এলাকা জুড়ে পরিচালিত হয়েছিল। মাঠে কাজ শুরু করার আগেই, প্রশিক্ষিত গণনাকারী এবং সুপারভাইজারদের চূড়ান্ত সরঞ্জাম, তথ্য প্রদানের নীতিমালা এবং সাক্ষাৎকার কৌশল সম্পর্কে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতাদের সাথে নৈতিকভাবে যুক্ত হওয়া নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে স্বাধীন, পূর্বানুমোদিত এবং অবহিত সম্মতির নীতি সম্পর্কেও জানানো হয়েছিল। কার্যকর এবং ত্রুটিমুক্ত তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত গণনাকারীকে প্রিন্টেট প্রশাবলীসহ সরবরাহ করা হয়েছিল। গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয় কৃষক গোষ্ঠী থেকে একটি শক্তিশালী নমুনা সংগ্রহের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, যা কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও বিপণনকারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছিল। সরাসরি কৃষক সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই), পরামর্শমূলক সভা এবং কেস স্টাডি-সহ পরিমাণগত পদ্ধতিসমূহ পরিচালনা করা হয়েছিল। মাঠ জরিপ কার্যক্রমে, খানা জরিপে সরাসরি কৃষক সাক্ষাৎকারের জন্য ১১০টি প্রিন্টেট প্রশ্নপত্র, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-র জন্য ৬টি, কেআইআই এর জন্য ৩০টি, কেইস-স্টাডির জন্য ৬টি প্রশ্নপত্র ও প্রয়োজনীয় গাইডলাইন সরবরাহ করা হয়েছিল।

২.১৪.১ মাঠ জরিপ ও সরাসরি কৃষক সাক্ষাৎকার

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সরাসরি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১১০ জন কাজুবাদাম ও কফি চাষীর সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এ জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে (ফরম ক, পরিশিষ্ট-১)। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ ব্যক্তিগতভাবে উত্তরদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা কাক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অবহিত করেন। প্রত্যেক তথ্য সংগ্রহকারীকে একটি করে ছবি সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। অধিকন্তু তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে এক সেট নির্দেশাবলী, নকশাকৃত এবং পূর্বপরীক্ষিত উপাত্ত সংগ্রহের প্রশ্নপত্র এবং সমীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার আওতায় সকল উত্তরদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করতে ২ জন তদারককারী এবং ৪ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারীকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীগণ নমুনা সংগ্রহের এলাকায় গিয়ে দৈবচয়িত উপকারভোগীদের কাছে তাদের আত্মপরিচয় দেন এবং সাক্ষাৎকার ও সমীক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কৌশল, নীতি ও প্রশিক্ষণ নির্দেশনা এবং মাঠ পর্যায়ের পূর্বপরীক্ষণ কার্যক্রমের আলোকে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ তথ্যপত্র পূরণ করে যথাস্থানে স্বাক্ষর নিয়ে

উপস্থাপনের জন্য সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করেন। কৃষক তথ্য বিশ্লেষণ সাব-অধ্যায় ৩.৭ (পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫) তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১৪.২ নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)

স্বল্প সময়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানসম্পন্ন উপাত্ত সংগ্রহের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক আলোচনা বা এফজিডি। মূল সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সময় যথারীতি এফজিডি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি মন্তব্য আলাদাভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যারা এটি পরিচালনা করেছেন তাদের মূল আলোচ্য বিষয় ও মূল সূচক সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয় যাতে আলোচনা শেষে সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছাতে পারেন। এরপর সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার প্রস্তুত করেন। পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে মোট ৭২ জনের সাথে এফজিডি পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/গ্রুপের প্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ, কৃষক সমিতির প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এফজিডি পরিচালনা করা হয়। এফজিডি পরিচালনার প্রয়োজনীয় প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে (ফরম খ, পরিশিষ্ট-১)। এফজিডি-র ফিডব্যাক সাব-অনুচ্ছেদ ৩.৮ (পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪) এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১৪.৩ মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (KII) পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি KII-এ ১/২ জন রেসপনডেন্ট উপস্থিত ছিলেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় যাচাইপত্র/ নির্দেশাবলী প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে (ফরম গ, পরিশিষ্ট-১)। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত সাব-অনুচ্ছেদ ৩.৯ তে (পৃষ্ঠা-৬৫) বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১৪.৪ পরামর্শ সভা বা আলোচনা

TOR-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে সরাসরি উপকারভোগীদের সংখ্যা নির্ণয়সহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পরামর্শক সভার আয়োজন করা হয়। পরামর্শক দল প্রকল্পের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গভীর অনুসন্ধানী আলোচনা ও পরামর্শক সভা করেন, যেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে ক্রয় সংক্রান্ত কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। Consultative Meeting-এ ৩-৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী/গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ৩.১০ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১৫ তথ্য সংগ্রহকারী দল ব্যবস্থাপনা

মাঠ জরিপ কার্যক্রমটি প্রতিটি দলের সদস্যদের সময়সূচি বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। মাঠ জরিপের জন্য দলের সদস্যদের জন্য দিনের সংখ্যা গণনা করে মাঠ জরিপ সিডিউল তৈরি করা হয়েছিল। মোট উত্তরদাতার ও নমুনার আকার ২২২ জনের। ৩টি দলে (২ জন সুপারভাইজার এবং ৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী) ড্যাটা/তথ্য সংগ্রহের জন্য দলগুলোর সাথে একত্রে কাজ করেন এবং এফজিডি, কেআইআই এবং পরামর্শমূলক সভার আয়োজন করেন। প্রতি জন তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিদিন ৪টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ফলস্বরূপ প্রতিদিন ৩০টি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এক দিনের প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ প্রতিজন তথ্য সংগ্রহকারীর মোট ১০ দিন প্রয়োজন হয়েছিল।

২.১৬ প্রাথমিক পরিদর্শন

প্রকল্পের ধারণা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য টিম লিডার ড. মো: ইউসুফ আলী এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞ ড. মো: আব্দুর রশিদ এবং ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আব্দুল মান্নান গত ১৯ জুন ২০২৬ তারিখে প্রকল্পের সদর দপ্তর বিএআরআই এর প্রকল্প পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রকল্প ও সমীক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

২.১৭ প্রশ্নপত্র সম্পাদনা ও সংকেতায়ন

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। যেমন- অযথার্থ, অসম্পূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিটি প্রশ্নপত্র কম্পিউটারে সংরক্ষণের পূর্বে সম্পাদনা ও সংকেতায়ন করা হয়। তথ্য সংকেতায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ যথার্থরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেছেন এবং এগুলো প্রাপ্ত উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ - এ বিষয়টি নিশ্চিত করে সম্পাদনা করা হয়েছে।

২.১৮ মাঠ জরিপ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

টিম লিডার এবং স্টাডি কোঅর্ডিনেটর দলের অন্যান্য সদস্যগণ সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন। তদন্তকারীদের তথ্য সংগ্রহের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য কাজক্ষিত দলের সাথে মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে নজর রাখা হয়েছিল। মাঠ কর্মীদের ক্রমাগত নিরীক্ষণ এবং সুপারভাইজার দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়েছিল। সুপারভাইজারগণ মাঠ জরিপের তথ্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলী পরীক্ষা করে এবং তথ্য সংগ্রহের গুণগত মান নিশ্চিত করেন এবং FGD পরিচালনা/সহায়তা করেন। পরামর্শক দল প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৩.৭ (পৃষ্ঠা ৫৩-৬৯) এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১৯ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

উপাত্ত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের আওতায় আসে প্রশ্নপত্র নিবন্ধন, নীতিমালা গঠন, সংকেত তৈরি, উপাত্ত যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ। সমন্বিত পদ্ধতিতে এমনভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় যাতে মাঠ পর্যায়ের প্রশ্নপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নথিভুক্ত করা হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্ত MS Access এবং SPSS-এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণের জন্য এই পরিমাণগত উপাত্তের শতাংশ, গড়, হার, গ্রাফ, তালিকা, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এফজিডির মাধ্যমে সংগৃহীত গুণগত উপাত্ত হাতে-কলমে সংকলিত করে সারাংশ প্রস্তুত করা হয়েছে যা প্রতিবেদনে অধ্যায়-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২০ SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ হলো একটি কৌশলগত পরিকল্পনা কৌশল যা প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি/ভ্রমকি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। এটি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা নিরূপণে সাহায্য করে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা করে সবল, দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণের জন্য বিএআরআই কর্মকর্তা, হটিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে KII-এর মাধ্যমে এবং প্রকল্পের দলিলাদি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল (Strengths), দুর্বল (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) উপাদানসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে অধ্যায় ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২১ ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ

বিএআরআই এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বিএআরসি কনফারেন্স রুম, ফার্মগেট, ঢাকায় একটি ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএআরআই এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং পরামর্শক দলের পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। টিম লিডার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। স্টাডি কো-অর্ডিনেটর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন।

ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের পরামর্শ ও প্রতিবেদনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সাব-অধ্যায় ৩.১০ (পৃষ্ঠা-৬৭) -এ আলোচনা করা হয়েছে।

২.২১ মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন দাখিল

সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রমের ফলাফল সহজেই প্রকল্পের সূচকের সাথে তুলনা করার জন্য মানসম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সূচক, গ্রাফ ও সারণী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল কমিটিতে পাঠানো হয় এবং কমিটি থেকে প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন

খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের ৫ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে, জরিপ পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ (খসড়া প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ও ম্যানুয়াল এবং নির্দেশাবলী), উপাত্ত সূত্র, উপাত্ত সংগ্রহ বিধিমালা, স্টেকহোল্ডারস্, জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পরিকল্পনার ছক প্রতিবেদনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন কমিটির মতামত অনুসরণপূর্বক পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম খসড়া প্রতিবেদন

খসড়া প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের ২০ দিনের মধ্যে তৈরি ও জমা দেয়া হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য কমিটি বরাবরে পেশ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ফাইণ্ডিংস ও সুপারিশমালা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন

প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

চূড়ান্ত প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের ৪০ দিনের মধ্যে তৈরি ও প্রকল্প পরিচালক বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।

২.২২ মূল্যায়ন সমীক্ষার সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

সমগ্র মূল্যায়ন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য মোট ৪০ দিন ব্যয় হয়েছে (১০ জুন ২০২৬ - ২০ জুলাই ২০২৬)। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যায়নের সকল প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য মূল্যায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল্যায়ন কমিটি থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই প্রস্তাবিত কর্মসূচি এবং গবেষণা পরিচালনা কার্যক্রমকে গবেষণা দলের দ্বারা সম্বলন করে বিভিন্ন কর্মে বিভক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচি ছকটি চিত্র-৫-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-৫: সর্বশেষ সমীক্ষার কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

ক্র নং	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০২৬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		জুন																				জুলাই (বিনা খরচ এক্সটেনশন)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
১.০	প্রারম্ভিক পর্যায়																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
১.১	সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিএআরআই এর সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ক্র নং	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০২৬																																													
		জুন																				জুলাই (বিনা খরচ এক্সটেনশন)																									
		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০				
	কাগজপত্র সংগ্রহ তা পর্যালোচনা করা																																														
১.৭	TOR এর সংশোধন, তথ্য সংগ্রহের নকশা (প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্টগুলো), প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং কর্মসূচি বিকাশ, এবং ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা																																														
১.৮	বিএআরআই এর কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম পদ্ধতি ও কর্মসূচির চূড়ান্তকরণ																																														
১.৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা। খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও সিটিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা।																																														
১.১০	টেকনিক্যাল ও সিটিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা এবং বারি কর্তৃপক্ষ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন।																																														

ক্র নং	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০২৬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		জুন																				জুলাই (বিনা খরচ এক্সটেনশন)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
২.০	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

ক্র নং	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০২৬																																												
		জুন																				জুলাই (বিনা খরচ এক্সটেনশন)																								
		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
৩.০	ডেটা প্রসেসিং ও প্রতিবেদন তৈরি পর্যায়																																													
৩.১	ডেটা এক্সট্রি, প্রসেসিং, চেকিং সম্পাদনা এবং বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতি																																													
৩.২	সংক্ষিপ্ত টেবিল তৈরি ও পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ, সারণী, গ্রাফ, বার, চার্ট ইত্যাদি তৈরি, SWOT analysis																																													
৪.০	খসড়া প্রতিবেদন তৈরি পর্যায়																																													
৪.১	খসড়া প্রতিবেদন তৈরি। খসড়া প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য রিভিউ কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে।																																													
৪.২	রিভিউ কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা।																																													
৪.৩	প্রতিবেদনটি যাচাই-বাছাই ও মতামতের জন্য ভ্যালিডেশন ওয়ার্কসেপে আয়োজন ও মতামত সংগ্রহ করা।																																													

ক্র নং	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০২৬																																											
		জুন																				জুলাই (বিনা খরচ এক্সটেনশন)																							
		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৫.০	চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি ও জমা																																												
৫.১	মতামত অর্ন্তভূক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি ও তা প্রকল্প অফিসে জমা দেয়া।																																												
	প্রতিবেদন উপস্থাপন																																												
১	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা (৫ দিনের মধ্যে)						▲																																						
২	খসড়া প্রতিবেদন জমা (২০ দিনের মধ্যে)																					▲																							
৩	চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা (৪০ দিনের মধ্যে)																																												▲

২.২৩ সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রমের স্টাফিং সিডিউল

স্টাফিং সিডিউল মূলত প্রস্তুতিবিত গবেষণা পরিচালনা করার জন্য পেশাদারী পরামর্শদাতা এবং কর্মীদের একটি যথাযথ ম্যানিং কর্মসূচী যা কাজটি করতে যথাযথ সাহায্য করে। পুরো কাজকে গবেষণা দলের দ্বারা সঞ্চালন করা ও বিভিন্ন কর্মে বিভক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচী ছকটি নিম্নে দেখানো হয়েছে (চিত্র-৬)।

চিত্র-৬: স্টাফিং সিডিউল

[illegible]

গিজেড

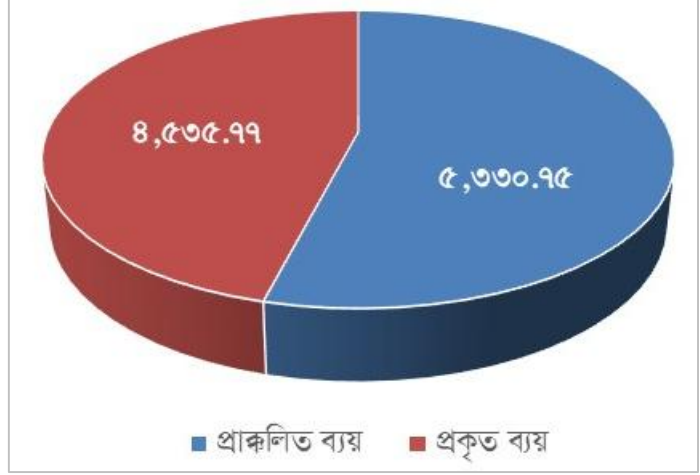
হোম ইনপুট

ফিল্ড ইনপুট

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি

প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী (বিএআরআই অঙ্গের) প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪,৫৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা। ৭৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত আছে। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%। বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনা লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল (চিত্র-৭)। প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ব্যয় বিবেচনা করলে দেখা যায় প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক।



চিত্র-৭: আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনা

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকীকরণের

লক্ষ্যে অনাবাদি, পতিত, উচু এবং পাহাড়ি অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। প্রকল্পটি ২০২১ সাল হতে দেশের পাহাড়ি অঞ্চলসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় এলাকায় এর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সেই সাথে কাজুবাদামের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম ও কফি ফসলের উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ ও বিস্তারের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমে জুন ২০২৬ পর্যন্ত বিএআরআই কর্তৃক প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকল্পের লক্ষ্য ও ব্যয়, ক্রয়সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি সংস্থান, বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়

প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড়, প্রকৃত ব্যয় এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থান ছিল ২২.০০ লক্ষ টাকা, এডিপি বরাদ্দ ছিল ২২ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় হয়েছে ২২ লক্ষ টাকা। অর্থ ব্যয় হয়েছে ২২ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১০০%। ২০২১-২২ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থান ছিল ৭৩৩.১৩ লক্ষ টাকা, এডিপি বরাদ্দ ছিল ৭৭৬ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় হয়েছে ৭৫৬ লক্ষ টাকা। অর্থ ব্যয় হয়েছে ৭৪১.৭৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৫%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থান ছিল ১,৪৪৪.৯৩ লক্ষ টাকা, এডিপি বরাদ্দ ছিল ১,৪৬৭ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় হয়েছে ১,৪৬৭.৫৫ লক্ষ টাকা। অর্থ ব্যয় হয়েছে ১,৪৬৫.৫৪ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের বরাদ্দের তুলনায় ৮২.৫৪ লক্ষ টাকা বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থান ৮৮৫.০৫ লক্ষ টাকা, এডিপি বরাদ্দ ১,৩৯৫ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় হয়েছে ১,০৮৭.২৭ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে ২৮% বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থান ছিল ৯০৩.৫৭ লক্ষ টাকা, এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৫০৯.০০ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় হয়েছে ৩৬২.৪০ লক্ষ এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩২৫.৮৬ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি সংস্থানের ৩৫.০১%। এ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থানের তুলনায় বরাদ্দ ৬০৫.৪৩ লক্ষ টাকা বেশি পেয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ডিপিপি সংস্থান ছিল ৮৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা, এডিপি বরাদ্দ ছিল ১,২৯৫.০০ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় হয়েছে ৯২৯.৯৯ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৬৬০.৯৭ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৫১%। সারণী-১১-এ প্রকল্পের (বিএআরআই অঙ্গের) বছরভিত্তিক ডিপিপি সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ-সংস্থান (লক্ষ্যমাত্রা), এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

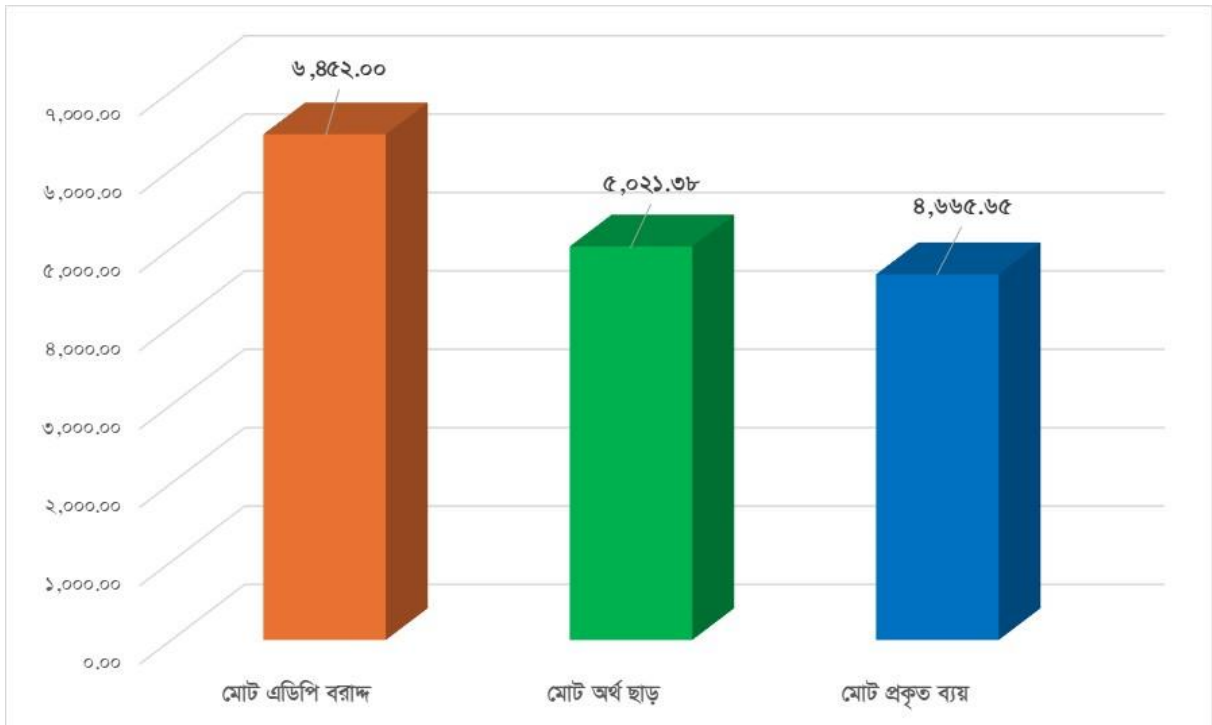
(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়	বরাদ্দের তুলনা ব্যয় (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
২০২০-২০২১	২২.০০	২২.০০	২২.০০	২২.০০	১০০
২০২১-২০২২	৭১৩.১৩	৭৭৬.০০	৭৫৬.০০	৭৪১.৭৫	৯৬
২০২২-২০২৩	১,৪৪৪.৯৩	১,৪৬৭.০০	১,৪৬৭.৫৫	১,৪৪৯.৫৩	৯৯
২০২৩-২০২৪	১,৩৭০.৭৭	১,৩৮৩.০০	১,৪৮৩.৪৪	১,৪৬৫.৫৪	১০৬
২০২৪-২০২৫	৯০৩.৫৭	১,৫০৯.০০	৩৬২.৪০	৩২৫.৮৬	২২
২০২৫-২০২৬	৮৫৬.৩৫	১,২৯৫.০০	৯২৯.৯৯	৬৬০.৯৭	৫১
মোট	৫,৩৩০.৭৫	৬,৪৫২.০০	৫,০২১.৩৮	৪,৬৬৫.৬৫	৭২

তথ্য সূত্র: প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুন ২০২৬

বিএআরআই অঙ্গে ডিপিপি সংস্থান ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা। চার অর্থবছরে (২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত) মোট এডিপি বরাদ্দ ৬,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা, মোট অর্থ ছাড় ৫,০২১.৩৮ লক্ষ টাকা এবং মোট প্রকৃত ব্যয় ৪,৬৬৫.৬৫ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭২%। তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দের তুলনায় অর্থ ছাড় ও ব্যয় বেশি হয়েছে (১০৬%)।

প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ, মোট অর্থ ছাড় ও মোট প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা নিম্নে দেয়া হলো (চিত্র-৮)।



চিত্র-৮: আর্থিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের তুলনা

৩.১.২ বিএআরআই অঙ্গের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে ছিল কফি ও কাজুবাদামের জাত উদ্ভাবন, দেশ বিদেশ থেকে কাজুবাদাম ও কফি ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ে কাজুবাদাম ও কফি ফসলের উপযুক্ততা যাচাই, কাজুবাদাম ও কফি গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্থাপনা, ফিল্ড ল্যাব, কুলরুম, প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর, বিজ্ঞানী ও কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা। নিম্নে প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনা দেয়া হলো (সারণী-১২)।

সারণী-১২: প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি

ক্রম	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)		%	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১.	কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	২৬ জন	৩৬২.১১	২৬ জন	৩৬১.৯০	১০০	৯৯.৯৪
২.	গবেষণা কার্যক্রম	থোক	৭৩০.০০	থোক	৭৩০.০০	১০০	১০০
৩.	সরবরাহ সেবা ব্যয়	থোক	১৩৪.০০	থোক	৮৯.৯২	৬৭	৬৭
৪.	দেশে প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	৩৯.৯৯	১০ ব্যাচ	৩৮.৫৯	১০০	৯৬
৫.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৪৯০.০০	থোক	৩১৬.৫০	৬৫	৬৫
৬.	ল্যাব যন্ত্রপাতি	৮৪টি	৪১৭.৪১	৮৪টি	৩৮৮.১৮	১০০	৯৩
৭.	মাঠ যন্ত্রপাতি	২০৪টি	৩৪৮.৩৫	২০৪টি	২৯৫.৮০	১০০	৮৫
৮.	অফিস যন্ত্রপাতি	৯৯টি	১০৬.১০	৯৯টি	১০৪.৫২	১০০	৯৮
৯.	আসবাবপত্র	৯৫১টি	১৪৯.১২	৯৫১টি	১৪৮.৭১	১০০	৯৯.৭৩
১০.	ভূমি উন্নয়ন	৩২০০০ ঘ.মি.	৮৯.৮৯	৩২০০০ ঘ.মি.	৮৯.৮৯	১০০	১০০
১১.	নির্মাণ ও পূর্ত	থোক	২,৩৫৫.০০	থোক	১,৩৩৩.৮৯	৬৭	৫৭
	সর্বমোট		৫,২২৫.৭৫		৩,২৮৮.৪৯		৬৩

সূত্র: প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুন ২০২৬

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

নির্মাণ ও পূর্ত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় (৫৭%)। অন্যান্য কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৩.১.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন (ডিপিপি'র আলোকে) (বিএআরআই অঙ্গ)

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সংশোধিত অঙ্গভিত্তিক সংস্থান (লক্ষ্যমাত্রা), এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নের সারণী-১৩-এ উল্লেখ করা হলো:

সারণী-১৩: প্রকল্পের বারি অংশের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক সাবকোড	অঙ্গের নাম	আরডিপিপিতে সংস্থান		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)		অগ্রগতি শতকরা		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
	(ক) রাজস্ব							
৩২১১১৩১	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো	৪ জন	৯৮.১৬	৪ জন	৯৮.১৬	১০০	১০০.০০	
৩২১১১৩১	বৈজ্ঞানিক সহকারি/ফ্যাসিলিটের	১০ জন	১৩০.৩৪	১০ জন	১৩০.৩৪	১০০	১০০.০০	
৩২১১১৩১	অদক্ষ শ্রমিক	১২ জন	১৩৩.৬১	১২ জন	১৩৩.৪০	১০০	৯৯.৮৪	
৩২৫১১০৫	জৈব ও অজৈবসার	২৫০ টন	৫০.০০	২৫০ টন	৫০.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫১১০৭	কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৭১০৩	চটের বস্তা	৬০০০টি	৫.০০	৬০০০টি	৫.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৭১০৩	সাইনবোর্ড এবং লেবেল	থোক	৬.৫০	থোক	৬.৫০	-	১০০.০০	
৩২৫৭১০৩	পলিথিন	১০০০কেজি	৪.১০	১০০০কেজি	৪.১০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৭১০৩	বাঁশ	১২৫০টি	৫.০০	১২৫০টি	৫.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৭১০৩	ত্রিপল, সুতলী এবং অন্যান্য	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৭১০৩	বীজ সংরক্ষণ পাত্র/ ড্রাম	১০০টি	২.১০	১০০টি	২.০০	১০০	৯৫.২৪	
৩২৫৬১০৫	ল্যাবরেটরী খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	-	১০০.০০	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২০.০০	থোক	১২.৫০	-	৬২.৫০	
৩২৪৩১০১	তৈল, জ্বালানী, লুব্রিকেন্ট	থোক	৬৮.৬৫	থোক	৬১.২৬	-	৮৯.২৪	
৩২১১১০৭	হায়ারিং (গাড়ি)	১টি	২৫.০০	১টি	১৩.৪১	১০০	৫৩.৬৪	
৩২৫৭১০১	পরামর্শক সেবা (পূর্ত ও নির্মাণ)	১জন	২৫.০০	১জন	১০.৫৪	১০০	৪২.১৬	
৩২৫৬১০২	রিয়েজেন্ট/কেমিক্যাল	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	-	১০০.০০	
৩২৫১১০৯	প্রজনন বীজ/চারা/কলম উৎপাদন	থোক	১১৬.০০	থোক	১১৬.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৬১০২	গ্যাস (হিলিয়াম, নাইট্রোজেন এবং মিথেন)	থোক	২.২৫	থোক	১.২৩	-	৫৪.৬৭	
৩২৫১১০৯	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ (দেশি ও বিদেশী) (৫০০ প্রকার জার্মপ্লাজম প্রতিটির ৫০টি করে)	২৫০০০টি	৬১.০০	২৫০০০টি	৬১.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫১১০৯	বীজ/চারা/কলম সংগ্রহ	থোক	৬০.০০	থোক	৬০.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৬১০৩	কনজুমবলস (ব্যবহার্য)	থোক	৪.৯০	থোক	৪.৯০	-	১০০.০০	
৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি	৩০জন	১৫০.০০	৩০জন	১৫০.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ও যাতায়াত ভাতা	থোক	৫৩.০০	থোক	৪৮.৮৯	-	৯২.২৫	
৩২৫৭১০৩	ব্রুপ্রদর্শনী/ফিল্ডট্রায়াল/ ভেলিডেশন	২৫০টি	১৭১.০০	২৫০টি	১৫৬.৫০	-	৯১.৫২	
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	থোক	১২.৭০	থোক	১২.৭০	-	১০০.০০	
৩২১১১২৬	ফটোগ্রাফি, ভিডিও ও টিভি প্রোগ্রাম	৪৪টি	২৫.০০	৪৪টি	২৫.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং, বুকলেট ও পোস্টার তৈরি ইত্যাদি	১৬২০০টি	২০.০০	১৬২০০টি	২০.০০	১০০	১০০.০০	
৩২১১১২৯	ভাড়া অফিস পরিচালনা	১টি	৪১.০০	১টি	৪১.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারিজ	থোক	১৫.৫০	থোক	১৫.৫০	-	১০০.০০	
৩২৫৬১০৩	কম্পিউটার কনজুমবলস	থোক	১০.৫০	থোক	১০.৫০	-	১০০.০০	
৩২১১১২০	টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল	থোক	৫.১৭	থোক	৫.১৭	-	১০০.০০	
৩২৫২১০৫	মেডিক্যাল এপারেলস	থোক	৪.৭৫	থোক	৪.৭৫	-	১০০.০০	
৩২১১১১৩	গ্যাস, সেনিটারি এবং বৈদ্যুতিক মালামাল	থোক	১৪.০৯	থোক	১৪.০৯	-	১০০.০০	

ইকনমিক সাবকোড	অঙ্গের নাম	আরডিপিপিতে সংস্থান		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)		অগ্রগতি শতকরা		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
৩২৫৫১০৪	ইনভেলপ, পোস্টেজ স্ট্যাম্প	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সামগ্রী	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০	-	১০০.০০	
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৪১০২	ক্রোকারিজ ও কুকিংমালামাল	থোক	৪.৭০	থোক	৪.৭০	-	১০০.০০	
৩২৫৭২০৬	প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীবৃন্দের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	ডজন	১২.০০	ডজন	১০.১০	১০০	৮৪.১৭	
৩২৫৭২০৬	বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানি (পিআইসি, পিএসসি, টিইসি ইত্যাদি)	থোক	১৮.০০	থোক	১৪.২৯	-	৭৯.৩৯	
৩২৫৭২০৬	অগ্রবর্তী মূল্যায়ন	২টি	১০.০০	২টি	১০.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৭২০৬	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১টি	১০.০০	১টি	১০.০০	১০০	১০০.০০	
৩২৫৭২০৬	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	১টি	২০.০০	১টি	১৯.৯০	১০০	৯৯.৫০	
৩২৩১২০১	দেশে প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	৩৯.৯৯	১০ ব্যাচ	৩৮.৫৯	১০০	৯৬.৫০	
৩২১১২২৭	বুক, জার্নাল ও রিপোর্ট	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	-	১০০.০০	
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ							
৩২৫৮১০১	যানবাহন	থোক	২৪.৯৫	থোক	২৪.৯৫	-	১০০.০০	
৩২৫৮১০২	আবসাবপত্র	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯৯	-	৯৯.৯৩	
৩২৫৮১০৪	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	১২.৬০	থোক	১২.৬০	-	১০০.০০	
৩২৫৮১০৫	গবেষণা যন্ত্রপাতি	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৮১০৮	গবেষণাগার ও অফিস সংস্কার	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৮১০৬	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (আবাসিক)	থোক	৩০.৪২	থোক	৩০.৪২	-	১০০.০০	
৩২৫৮১১২	গাইডওয়ালা	থোক	২৩০.০০	থোক	২০০.০০	-	৮৬.৯৬	
৩২৫৮১১৪	সেচ স্থাপনা	থোক	৫৫.০০	থোক	৫৫.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৮১১৪	নিষ্কাশন স্থাপনা	থোক	৫৫.০০	থোক	৫৫.০০	-	১০০.০০	
৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ	থোক	৫.৫০	থোক	৫.৫০	-	১০০.০০	
৩২৫৮১১২	রোড, কালভার্ট ও ড্রেন	থোক	৭৫.০০	থোক	৬০.০০	-	৮০.০০	
৩২৫৮১১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ৩০০০ মিটার)	থোক	২৮.৪৯	থোক	২০.০০	-	৭০.২০	
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১২.৫০	থোক	১০.০০	-	৮০.০০	
	মোট (রাজস্ব)		২১৬৩.৪৭		২০৩৯.৪৮	-	৯৪.২৭	
	(খ) মূলধন							
৪১১২৩০৬	ল্যাব যন্ত্রপাতি	৮৪টি	৪১৭.৪১	৮৪টি	৩৮৮.১৮	১০০	৯৩.০০	
৪১১২৩১৬	মাঠ যন্ত্রপাতি	২০৪টি	৩৪৮.৩৫	২০৪টি	২৯৫.৮০	১০০	৮৪.৯১	
৪১১২৩১০	অফিস যন্ত্রপাতি	৯৯টি	১০৬.১০	৯৯টি	১০৪.৫২	১০০	৯৮.৫১	
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	৯৫১টি	১৪৯.১২	৯৫১টি	১৪৮.৭১	১০০	৯৯.৭৩	
৪১১১৪	ভূমি উন্নয়ন	৩২০০০ ঘনমিটার	৮৯.৮৯	৩২০০০ ঘনমিটার	৮৯.৮৯	১০০	১০০.০০	
৪১১১২০১	গোডাউন, ফিল্ডল্যাব, ইমপ্লিমেন্টসেড ও কুলরুম	৭৫০ ব.মি.	৩০০.০০	৭৫০ ব.মি.	২৭৫.৬৯	১০০	৯১.৯০	
৪১১১২০১	প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র	৬০০ ব.মি.	৩০০.০০	৬০০ ব.মি.	২৬৫.০০	১০০	৮৮.৩৩	
৪১১১২০১	মাঠ অফিস	০ ব.মি.	০.০০	০ ব.মি.	০.০০			
৪১১১২০১	আনসার ক্যাম্প	৪০০ ব.মি.	১৪০.০০	৪০০ ব.মি.	১২০.৫০	১০০	৮৬.০৭	
৪১১১২০১	লেখহাউজ/সেডহাউজ/নেটহাউজ	২০০ ব.মি.	৭০.০০	২০০ ব.মি.	০.০০	-	০.০০	
৪১১১২০১	থ্রেসিংফ্লোর (কাভার্ড, ওপেন)	১০০০ ব.মি.	২০০.০০	১০০০ ব.মি.	২০০.০০	১০০	১০০.০০	
৪১১১২০১	ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও পাম্পহাউজ	১টি	৪০.০০	১টি	২৮.০০	১০০	৭০.০০	
৪১১১২০১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজারভারসহ)	১টি	১৫০.০০	১টি	১১০.০০	১০০	৭৩.৩৩	
৪১১১২০১	নার্সারীসেড (সীডবেড সহ)	০ ব.মি.	০.০০	০ ব.মি.	০.০০			
৪১১১২০১	সীমানা প্রচীর	১৩০০ রা.মি.	২৭৫.০০	১৩০০ রা.মি.	২০০.০০	১০০	৭২.৭৩	

ইকনমিক সাবকোড	অঙ্গের নাম	আরডিপিপিতে সংস্থান		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)		অগ্রগতি শতকরা		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
৪১১১২০১	ইরিগেশন লাইন (ভূগর্ভস্থ ৬" ও ৮" ডায়া)	০ রা.মি.	০.০০	০ রা.মি.	০.০০	-		
৪১১১২০১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	০টি	০.০০	০টি	০.০০	-		
৪১১১২০১	স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ	১০০০ রা.মি.	১৫০.০০	১০০০ রা.মি.	১৫০.০০	১০০	১০০.০০	
৪১১১২০১	আরসিসি ট্যাংক (পানিরলাইনসহ)	৪টি	৭০.০০	৪টি	৬০.০০	১০০	৮৫.৭১	
৪১১১২০১	৫ এইচপি (সাবমারসিবল) পাম্পাওয়েলসহ	৩টি	৩০.০০	৩টি	২০.০০	১০০	৬৬.৬৭	
৪১১১২০১	গার্ডসেড	৪টি	৫.০০	৪টি	৫.০০	১০০	১০০.০০	
৪১১১২০১	ওয়াচটাওয়ার	৬টি	৫০.০০	৬টি	৩৫.০০	১০০	৭০.০০	
৪১১১২০১	গাইডওয়াল	০ রা.মি.	০.০০	০ রা.মি.	০.০০	-		
৪১১১২০১	জেনারেটর ১০০ কেভিএ (হাউজসহ)	১টি	৫৫.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	
৪১১১২০১	বহিরাঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ	০ রা.মি.	০.০০	০ রা.মি.	০.০০	-		
৪১১১২০১	সোলার সিকিউরিটি লাইট	৪০টি	৬৩.৪১	০টি	০.০০	-	০.০০	
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি (ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআইএলটি এবং এইচটিক্যাবল ইত্যাদি)	১টি	৫৮.০০	১টি	০.০০	-	০.০০	
	মোট (মূলধন)		৩০৬৭.২৮		২৪৯৬.২৯		৮১.৩৮	
	মোট রাজস্ব ও মূলধন (ক+খ)		৫২৩০.৭৫		৪৫৩৫.৭৭		৮৬.৭১	
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০		০.০০	
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	৫০.০০	থোক	০.০০		০.০০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৫৩৩০.৭৫		৪৫৩৫.৭৭	১০০	৮৫.০৯	

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের আরডিপিপির আর্থিক সংস্থান ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪,৫৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৫%। ভৌত অগ্রগতি ৮৯%। পুরো প্রকল্প মেয়াদে (জানুয়ারী ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত) বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় ৭৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা (১৫%) কম হয়েছে, যা অব্যয়িত রয়েছে। এই অব্যয়িত ৭৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা বর্ধিত সময় পর্যায়ে (জুন ২০২৭ সালের মধ্যে) সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিদেশী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো ব্যয় করা হয়নি। প্রকল্পের পরিচালকের সাথে আলাপ করে জানা যায় আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের কারণে বিদেশী প্রশিক্ষণ করা হয়নি।

এছাড়া মাঠ অফিস স্থাপন, লেখ হাউজ/শেড হাউজ/নেট হাউজ স্থাপন, নার্সারি/সীড বেড স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ ইরিগেশন লাইন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, গাইড ওয়াল, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক কাজ, সোলার সিকিউরিটি লাইট, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতের বরাদ্দ ৭০ লক্ষ টাকা থাকলেও কোন অর্থ খরচ করা হয়নি এবং অগ্রগতি ০%। প্রকল্পের বর্ধিত সময় পর্যায়ে (জুন ২০২৭ সালের মধ্যে) উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে ১০০% ভৌত অগ্রগতি হলেও খরচ বরাদ্দের তুলনায় কম হয়েছে। যেমন রাজস্ব খাতে বরাদ্দ ২,১৬৩.৪৭ থাকলেও খরচ হয়েছে ২,০৩৯.৪৮ (৯৪%)। বরাদ্দের চেয়ে খরচ ১২৩.৯৯ লক্ষ টাকা কম হয়েছে। মূলধন খাতে ৩,০৬৭.২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও খরচ হয়েছে ২,৪৯৬.২৯ (৮১%)।

১টি ১০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও জুন ২০২৬ পর্যন্ত কোন জেনারেটর ক্রয় করা হয়নি এবং এখাতে কোনো ব্যয়ও হয়নি। প্রকল্পের বর্ধিত সময় পর্যায়ে (জুন ২০২৭ সালের মধ্যে) উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪০টি সোলার সিসিউরিটি লাইট ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও জুন ২০২৬ পর্যন্ত কোনো সোলার সিসিউরিটি লাইট ক্রয় করা হয়নি এবং এখাতে কোন ব্যয়ও হয়নি। প্রকল্পের বর্ধিত সময় পর্যায়ে (জুন ২০২৭ সালের মধ্যে) উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন যন্ত্রপাতি, ট্রান্সফরমার কেনা বাবদ ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এখাতে কোন ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের বর্ধিত সময় পর্যায়ে (জুন ২০২৭ সালের মধ্যে) উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ও প্রাইস কন্টিনজেন্সি খাতে মোট ১০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান ছিল কিন্তু জুন ২০২৬ পর্যন্ত এখাতে কোন ব্যয় হয়নি।

অর্জন না হওয়ায় কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ বিলম্বিত হওয়ার কারণে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম সঠিক সময়ে না হওয়া।

৩.২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (বিএআরআই অঙ্গ)

প্রকল্পে বিএআরআই-এর অধীনে মোট ২৩টি প্যাকেজে (পণ্য ১৪টি, কার্য ২টি এবং সেবা ৩টি) ক্রয় করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পণ্য, কার্য ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো (সারণী-১৪)।

সারণী-১৪: প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

প্যাকেজ নং ও প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ ডিপিপি সংস্থান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ	
	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য	১৪টি	১৪টি	ওটিএম	ওটিএম	ডিজি বারি	ডিজি বারি	১২-১১-২১	৭-২-২২	১১-২-২২	-
কার্য	২টি	৬টি	ওটিএম	ওটিএম	ডিজি বারি	ডিজি বারি	১২-১১-২১	৬-৩-২২	১১-২-২২	-
সেবা	৩টি	৩টি	ওটিএম	ওটিএম	ডিজি বারি	ডিজি বারি	১৫-৫-২১	১-১-২২	৩০-১২-২৫	-

সারণী-১৫-এ ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা দেয়া হলো।

সারণী ১৫: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

২০২১-২০২২ পর্যন্ত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
জিডি-০৩ লট বি	প্রাক্লিত	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০১	ওটিএম	ডিজি, বারি	৮,৮০,০০০/-	৮,৫০,০০০/-	২৯,৯৯৯/-	২৬/০১/২২	১৪/১২/২১	১৭/০১/২২	২৩/০১/২২	৬০ দিন
জিডি-০২	প্রাক্লিত	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৫	ওটিএম	ডিজি, বারি	২৫,২৮,০০০/-	৩৪,১০,০৪৩/-	১১৭৯৫৬/-	০৯/০৩/২২	১৬/০১/২২	০৮/০২/২২	০৭/০৩/২২	৬০ দিন
জিডি-০৫	প্রাক্লিত	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩	ওটিএম	ডিজি, বারি	৩৭,০১,৫০০/-	২৯,৯৫,০০০/-	৭,০৬,৪৯৯/-	০৯/০৩/২২	২৬/১২/২১	০৮/০২/২২	০৮/০৩/২২	৬০ দিন
জিডি-০৩ লট এ	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৭	ওটিএম	ডিজি, বারি	১,০৯,৯৫,০০০/-	১,০১,৮২,০০০/-	৮,১২,৯৯৯/-	২৪/০৩/২২	১৯/০১/২২	০৭/০৩/২২	২৪/০৩/২২	৬০ দিন
জিডি-০১	প্রাক্লিত	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৫	ওটিএম	ডিজি, বারি	৫৮,০০,০০০/-	৫৬,৬৪,০০০/-	১,৫৫,৯৯৯/-	২৩/০৩/২২	২৪/০১/২২	১৭/০৩/২২	২৩/০৩/২২	৬০ দিন
জিডি-০৫	প্রাক্লিত	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৫	ওটিএম	ডিজি, বারি	৬৫,২০,০০০/-	৬৫,১৯,৫০০/-	৫০০/-	১৩/০৪/২২	০৮/০৩/২২	৩০/০৩/২২	১৩/০৪/২২	৭৫ দিন
জিডি-০৬	প্রাক্লিত	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৬	ওটিএম	ডিজি, বারি	৪০,৭০,০০০/-	৪০,০০,০০০/-	৭০,০০০/-	২২/০৬/২২	১০/০৫/২২	১২/০৬/২২	২২/০৬/২২	০৮ দিন
জিডি-০৪	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৮	ওটিএম	ডিজি, বারি	৭,৯৫,০০০/-	৭,৭৭,০০০/-	১৭,৯৯৯/-	২৭/০৬/২২	২২/০৫/২২	১৬/০৬/২২	২৭/০৬/২২	০৪ দিন
এসডি-৩	প্রাক্লিত	হায়ারিং (গাড়ি)	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি	৭,০০,০০০/-	৫৮,৩৩৩/- মাসিক		১৬/০১/২২	২৮/১১/২১	২৮/১২/২১	৩০/১২/২১	৪ বৎসর

২০২২-২০২৩ পর্যন্ত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
জিডি-০১	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৭	ওটিএম	ডিজি, বারি	৬৯,৭৫,০০০/-	৬৭,৪৭,০০০	২,২৭,৯৯৯/-	১৮/০৪/২৩	১২/০১/২৩	২৩/০৩/২৩	১৮/০৪/২৩	৭০ দিন
জিডি-০৩	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৫	ওটিএম	ডিজি, বারি	৬৬,৪০,০০০/-	৬৪,৮৬,০০০/-	১,৫৩,৯৯৯/-	১৭/০৪/২৩	১২/০১/২৩	২৩/০৩/২৩	০৭/০৩/২২	৭০ দিন
জিডি-০৪	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০২	ওটিএম	ডিজি, বারি	৫৭,০০,০০০/-	৫৫,৯৮,৭০০/-	১,০১,২৯৯/-	১৯/০৬/২৩	১৬/০৫/২৩	০৫/০৬/২৩	১৯/০৬/২৩	০৭ দিন
জিডি-০৫	প্রাক্লিত	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৪	ওটিএম	ডিজি, বারি	৪৫,৬০,০০০/-	৪৪,৫৩,১২৪/-	১,০৬,৮৭৫/-	২৬/০৬/২৩	০১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২৬/০৬/২৩	০৪ দিন
জিডি-০৬	প্রাক্লিত	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৪	ওটিএম	ডিজি, বারি	১,৫০,০০,০০০/-	১,৪৮,৭৮,০০০/-	১,২১,৯৯৯/-	১৮/০৬/২৩	০২/০৪/২৩	০৫/০৬/২৩	২৩/০৩/২২	০৯ দিন
জিডি-০৭	প্রাক্লিত	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৭	ওটিএম	ডিজি, বারি	৭,৫৬,০০০/-	৭,৩৫,০০০/-	৯৯৯/-	২৬/০৬/২৩	০১/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২৬/০৬/২৩	০৪ দিন
জিডি-০৮	প্রাক্লিত	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৯	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৫,০০,০০০/-	১২,৫৫,৯৮৭/-	১,২১,৯৯৯/-	২৬/০৬/২৩	২২/০৫/২৩	০৫/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	০৪ দিন

২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
জিডি-০৬	প্রাক্লিত	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৯	ওটিএম	ডিজি, বারি	৯৫,১৯,০০০/-	৯২,৭৭,০০১/-	২,৪১,৯৯৮/-	২৭/০৬/২৪	০২/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	২৭/০৬/২৬	০৪ দিন
জিডি-০৭	প্রাক্লিত	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৫	ওটিএম	ডিজি, বারি	৬,০০,০০০/-	৫,৯৮,৭৫৫/-	১,২৪৫/-	২৬/০৬/২৪	০২/০৬/২৪	২৫/০৬/২৪	২৫/০৬/২৪	০৪ দিন

২০২২-২০২৬ পর্যন্ত

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
জিডি-২৩	প্রাক্লিত	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	১১	ওটিএম	ডিজি, বারি	২৬,৪০,০০০/-	২৫,৯৯,৮৬৬/-	৪০,১৩৪/-	১০/০৩/২৬	০১/০১/২৬	১৮/০২/২৬	২৬/০২/২৬	৬০ দিন
জিডি-২০	প্রাক্লিত	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০১	ওটিএম	ডিজি, বারি	৩১,৭০,০০০/-	৩০,১১,৪৯৬/-	১,৫৪,৫০৪/-	১৭/০৫/২৬	২৪/০৩/২৬	০৭/০৫/২৬	১৭/০৫/২৬	৬০ দিন
জিডি-০৭	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০১	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৭,৫০,০০০/-	১৭,২৯,৯৮২/-	২০,০১৮/-	৩০/০৪/২৬	২৪/০৩/২৬	২১/০৪/২৬	০৩/০৪/২৬	৬০ দিন
জিডি-০৮	প্রাক্লিত	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০৫	ওটিএম	ডিজি, বারি	৬৫,০০,০০০/-	৬৪,৪৬,৯৩৫/-	৫৩,০৬৫/-	১৫/০৩/২৬	১৬/০২/২৬	০৪/০৩/২৬	১৫/০৩/২৬	৬০ দিন
এসডি-১	প্রাক্লিত	হায়ারিং (গাড়ী)	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৬,২০,০০০/-	১৫,৯০,০০০/-	৩০,০০০/-	১৬/০৩/২৬	১১/০১/২৬	০৪/০৩/২৬	১৬/০৩/২৬	৪ বৎসর
ডব্লিউডি-১ (ভূমি উন্নয়ন)	প্রাক্লিত	ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	৮০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	২৫.৬০	২৩.০৪			২৯.০৮.২১	০৪.১০.২১	২০.১০.২১	
	প্রকৃত	ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১০০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	৩২.০০	২৮.৮০			২৯.০৮.২১	০৪.১০.২১	২০.১০.২১	
		ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	১৪০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	৪৪.৮০	৪২.২৮			১৯.০৯.২২	০৭.১১.২২		
ডব্লিউডি-২ (পূর্ত ও নির্মাণ)	ফাংশনাল বিল্ডিং ও অন্যান্য													
	প্রাক্লিত	গোড়াউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড ও কুলারুম, গার্ড শেড	ব.মি.	৭৫০	ওটিএম	ডিজি, বারি	৩০২.০০	৩০১.৯৪			০৬.০৪.২২	১১.০৫.২২	১২.০৫.২২	
	প্রকৃত	গোড়াউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড ও কুলারুম, গার্ড শেড	ব.মি.	৭৫০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্লিত	প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র, ওয়াচ টাওয়ার	ব.মি.	৬০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	৩৩০.০০	৩২৯.৪৫			০৬.০৪.২২	১১.০৫.২২	১২.০৫.২২	
	প্রকৃত	প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র, ওয়াচ টাওয়ার	ব.মি.	৬০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্লিত	মাঠ অফিস	ব.মি.	২০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	মাঠ অফিস	ব.মি.	২০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	প্রাক্কলিত	আনছার ক্যাম্প	ব.মি.	৪০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৪০.০০	১৩৯.৮৩			০৬.১০.২২	২১.১১.২২	১৪.১২.২২	
	প্রকৃত	আনছার ক্যাম্প	ব.মি.	৪০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	লেখ হাউজ/সেড হাউজ/নেট হাউজ	ব.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	লেখ হাউজ/সেড হাউজ/নেট হাউজ	ব.মি.	০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	থ্রেসিং ফ্লোর (কাভার্ড, ওপেন)	ব.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৯৯.৯৭	১৯৩.৯৭			০৭.১১.২২	১৯.১২.২২	২৬.১২.২২	
	প্রকৃত	থ্রেসিং ফ্লোর (কাভার্ড, ওপেন)	ব.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও পাম্পহাউজ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রিজার্ভারসহ, আরসিসি ট্যাংক (পানির লাইনসহ), ৫ হর্সপাওয়ার (সাবমারসিবল পাম্প ওয়েল সহ)	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি	২২৯.৯৭	২০৬.৯৬			০৮.১২.২২	০৯.০২.২৩	২৭.০২.২৩	
	প্রকৃত	ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও পাম্পহাউজ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রিজার্ভারসহ, আরসিসি ট্যাংক (পানির লাইনসহ), ৫ হর্সপাওয়ার (সাবমারসিবল পাম্প ওয়েল সহ)	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	নার্সারী সেড/সীডবেড	ব.মি.	৪০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	নার্সারী সেড/সীডবেড	ব.মি.	৪০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৯৯.৯৩	১৯২.০৩			০৭.১১.২২	১২.১২.২২	১৫.১২.২২	
	প্রকৃত	সীমানা প্রাচীর	রা.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	ইরিগেশন লাইন (ভূগর্ভস্থ ৬" ও ৮" ডায়া)	রা.মি.	২০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	ইরিগেশন লাইন (ভূগর্ভস্থ ৬" ও ৮" ডায়া)		২০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ	রা.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি	১৪৯.৯৭	১৪৯.৩০			০৩.১০.২২	১০.১১.২২	০৭.১২.২২	
	প্রকৃত	স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ	রা.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	প্রাক্কলিত	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	সংখ্যা	৫	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	সংখ্যা	৫	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	গাইড ওয়াল	রা.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	গাইড ওয়াল	রা.মি.	১০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	জেনারেটর (১০০ কেভিএ হাউজসহ)	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	জেনারেটর (১০০ কেভিএ হাউজসহ)	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	বহিরঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ	রা.মি.	২০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	বহিরঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ	রা.মি.	২০০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	সোলার সিকুরিটি লাইট	সংখ্যা	১০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	সোলার সিকুরিটি লাইট	সংখ্যা	১০০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
এসডি-০১ (সাবিস/সেবা)	প্রাক্কলিত	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো	জন	৪	ওটিএম	ডিজি, বারি	৮৯.৮৪							
	প্রকৃত	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো	জন	৪	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রাক্কলিত	বৈজ্ঞানিক সহকারী/ফ্যাসিলিটেটর	জন	১০	ওটিএম	ডিজি, বারি								
	প্রকৃত	বৈজ্ঞানিক সহকারী/ফ্যাসিলিটেটর	জন	১০										
	প্রাক্কলিত	অদক্ষ শ্রমিক	জন	১২										
	প্রকৃত	অদক্ষ শ্রমিক	জন	১২										
উপ-মোট	প্রাক্কলিত		জন	২৬										
	প্রকৃত		জন	২৬										
এসডি-২ (সাবিস/সেবা)	পরামর্শক সেবা													
	প্রাক্কলিত	পরামর্শক সেবা (পূর্ত ও নির্মাণ)	জন	১										
	প্রকৃত	পরামর্শক সেবা (পূর্ত ও	জন	১										

প্যাকেজ নং	পর্যায়	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
		নির্মাণ)												
উপ-মোট				১										
এসডি-৩	প্রাকলিত	অগ্রগতি মূল্যায়ন	সংখ্যা	২		ডিজি, বারি	১০	১০						
	প্রকৃত	অগ্রগতি মূল্যায়ন	সংখ্যা	২		ডিজি, বারি	১০	১০						
এসডি-৪	প্রাকলিত	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১		ডিজি, বারি	১০	১০						
	প্রকৃত	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১		ডিজি, বারি	১০	১০						
এসডি-৬	প্রাকলিত	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি, বারি	২০.০০	১৯.৯০		২০ দিন (বর্ধিত সময় সহ)	১০-০৫- ২০২৬	১০-০৬- ২০২৬	১০.০৬.২০২৬	৪০ দিন
	প্রকৃত	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	সংখ্যা				১৯.৯০							

সূত্র: আরডিপিপি, ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকল্পের বিএআরআই অঙ্গের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের বিএআরআই অঙ্গের ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি, জুন ২০২৬

৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট/আউটকাম ও অর্জন পর্যালোচনা

সারণী-১৬: লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের আউটপুট ও অর্জন (বিএআরআই অঙ্গ)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS*)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য নির্দেশক (OVI**)	যাচাইয়ের উপায় (MOV***)	প্রয়োজনীয় অনুমান (IA****)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Project Goal) কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাক্ষিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।	লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি: ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন এলাকা এবং হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পাবে।	- বারি এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন - বিবিএস প্রতিবেদন - কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিবেদন।	
পর্যালোচনা: বাংলাদেশে অপরিচিত অর্থনৈতিক ফসল কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে হস্তান্তরের মাধ্যমে কফি ও কাজুবাদামের এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২২% (তথ্য সূত্র: Hills of Bandarban Embrace Agricultural Transformation 17 July 2025).	পর্যালোচনা: বাংলাদেশের কৃষি খাত অগ্রহমান এবং বাণিজ্যিকীকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকগণকে কফি ও কাজুবাদাম চাষের গুরুত্ব এবং আর্থিক লাভবান হওয়ার উপর জোর দিয়ে প্রশিক্ষণ দিলে পাহাড়ী অঞ্চলে রুম ও অন্যান্য চাষীরা এবং বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলো (আবুল খায়ের, লালতীর) ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।	পর্যালোচনা: সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রকল্পের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পাহাড়ি জেলার নতুন কফি শপের মাধ্যমে এর প্রহমান পাওয়া যাচ্ছে।	
উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome) কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কোলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন; টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহভোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ; প্রশিক্ষণ, ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যের উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার; কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের টেকসই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন; এবং কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি।	- নতুন জার্মপ্রজন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। - জুন ২০২৬ সালের মধ্যে উদ্ভাবিত কফি ফসলের ২টি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি লাগসই প্রযুক্তি (ফসল উৎপাদন প্যাকেজ) মাঠ পর্যায়ে বিস্তারলাভ করেছে। কাজুবাদামের দুইটি জাত অবমুক্তি করার জন্য কৃষি মন্ত্রণায়ে আবেদন করা হয়েছে। - কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদনের ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের আয় বাড়বে। - কাজুবাদাম এবং কফি গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের কার্যক্ষেত্র ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাবে। - কাজুবাদাম এবং কফি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংগ্রহভোর অপচয় কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।	- বারি'র জন্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন - মন্ত্রণালয়ের জন্য মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন - প্রকল্প পর্যালোচনার জন্য পিআইসি সভা ও এর কার্যপত্র - প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন - আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা প্রতিবেদন - চূড়ান্ত কারিগরি প্রতিবেদন।	- কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। - কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের মাধ্যমে মানুষের আয় বৃদ্ধি। - গময়মতো প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা। - গময়মতো দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান।
পর্যালোচনা: উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবনের ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাজুবাদাম ও কফির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসল সংগ্রহভোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	পর্যালোচনা: নতুন নতুন জার্মপ্রজন্ম সেন্টার তৈরি ও সম্প্রসারণ হচ্ছে। কফির ২টি জাত (বারি-১ ও বারি-২) অবমুক্ত করেছে যা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ হচ্ছে। বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে কাজুবাদাম ও কফির উৎপাদন বৃদ্ধি ও	পর্যালোচনা: পিআইসি সভা এবং এর কার্যপত্র, প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী প্রতিবেদন ইত্যাদির তথ্য পাওয়া গিয়েছে এবং যাচাই করা হয়েছে।	পর্যালোচনা: গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে উপরোক্ত উপাদানগুলো সঠিক পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে প্রকল্পের সংস্থানের চেয়ে অর্থাৎ কম হয়েছে। কৃষক প্রশিক্ষণ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS*)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য নির্দেশক (OVI**)	যাচাইয়ের উপায় (MOV***)	প্রয়োজনীয় অনুমান (IA****)
পাচ্ছে। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণ বিস্তার লাভ করছে।	নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষক-কৃষাণীদের আয় বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। কাজুবাদাম ও কফির দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন শুরু হয়েছে।		করা হলেও বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের বিদেশ প্রশিক্ষণ এখনো করা হয়নি।
আউটপুট (Output) - কাজুবাদাম ও কফি ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হবে। - কাজুবাদাম ও কফি ফসলের উৎপাদনে সহায়ক উন্নত প্রযুক্তি। - প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। - পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা ও জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি। - আধুনিক ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড, গোডাউন, কুলরুম, প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বান্দরবনের রুমা উপজেলায় একটি ভাড়া অফিস পরিচালিত হবে। - অফিস, ল্যাব, কৃষি ও মাঠ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় সম্পন্ন হবে।	অর্জনসমূহ (জুন ২০২৬ পর্যন্ত) - এ পর্যন্ত ২টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং কৃষকের মধ্যে বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে। - দেশি-বিদেশি উৎস হতে কফি ও কাজুবাদামের ৩০০টির বেশি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। ৭৫০ বর্গ মিটার গোডাউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্টেড শেড, কুলরুম এবং ৬০০ বর্গ মিটার প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ৩২০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে। - প্রশিক্ষণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, প্রচার কার্যক্রম চলমান আছে। - এখন পর্যন্ত কোন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়নি তবে গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে।	- প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন - বিবিএস প্রতিবেদন - বিএআরআই এর গবেষণা অগ্রগতি প্রতিবেদন - মাঠ জরিপ	- যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ - প্রাক্কলিত মূল্যের স্থিতিশীলতা - কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ/বিপর্যয় হবে না - যথা সময়ে ভূমির উন্নয়ন
পর্যালোচনা: কফির দুটি জাত অবমুক্ত হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড, গোডাউন, কুলরুম, প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের ফলে ফসল দুটির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।	পরিবেক্ষণ: - প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে ২টি কাজুবাদামের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং অবমুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। - টেকনিক্যাল কারণে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে পাঠানো না হলেও বিজ্ঞানীবৃন্দ দেশীয় প্রশিক্ষণ পেয়েছে। - মাঠ অফিস, নার্সারি শেড, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগাড়, গাইড ওয়াল ইত্যাদির কার্যক্রম জুন ২০২৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। - গবেষণা ও অফিস যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ও সময়মতো সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হয়েছে।	পরিবেক্ষণ: মাঠ জরিপ, সরেজমিনে পরিদর্শন, পরিবেক্ষণ, পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্পের উপাদানগুলো যাচাই সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে।	পরিবেক্ষণ: গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে উপর্যুক্ত উপাদানগুলো সঠিক পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে বরাদ্দের তুলনায় অর্থ ছাড় কম হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ/বিপর্যয়ের সম্ভবীয়ন হয়নি।
ইনপুট (inputs) - জনবল - যন্ত্রপাতি - নির্মাণ, পূর্ত ও আসবাবপত্র - মাঠ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন-বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি - প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ	খরচের খাত (Items of Expenditure) (লক্ষ টাকায়) ক) গবেষণা ব্যয় ৯৭৭.২০ খ) সরবরাহ সেবা ব্যয় - ১৭৩.৭১ গ) দেশে প্রশিক্ষণ - ৩৯.৯৯ ঘ) আউটসোর্সিং - ৩৬২.১১ ঙ) বুক, জার্নাল, রিপোর্ট ও অন্যান্য - ৫.০০ চ) মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ - ৬০৫.৪৬ ছ) ল্যাব যন্ত্রপাতি - ৪১৭.৪১ জ) মাঠ যন্ত্রপাতি - ৩৮৪.৩৫ ঙ) অফিস যন্ত্রপাতি - ১০৬.১০ ঞ) অফিস আসবাবপত্র - ১৪৯.১২ ট) ভূমি উন্নয়ন - ৮৯.৮৯ ঠ) নির্মাণ ও পূর্ত - ৩০৬৭.২৮.০০ মোট = ৫৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা।	- আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির প্রতিবেদন। - ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আর্থিক হিসাব-নিকাশ হালনাগাদকরণ। - চূড়ান্ত কারিগরি প্রতিবেদন। - বারি'র প্রতিবেদন।	- যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ - প্রাক্কলিত মূল্যের স্থিতিশীলতা - কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ/বিপর্যয়ের হবে না - যথা সময়ে ভূমির উন্নয়ন

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS*)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য নির্দেশক (OVI**)	যাচাইয়ের উপায় (MOV***)	প্রয়োজনীয় অনুমান (IA****)
পর্যালোচনা: প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহ, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন-বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	পর্যালোচনা: বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয় ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। (খরচ লক্ষ টাকায়) ক) গবেষণা ব্যয় - ৯৭৭.২০ খ) সরবরাহ সেবা ব্যয় - ১৭.৫৫ গ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ - ০ ঘ) আউটসোর্সিং - ৩৬১.৯০ (৯৯%) ঙ) বুক, জার্নাল, রিপোর্ট ও অন্যান্য - ৫.০০ (১০০%) চ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ - ২৬৩.৬০ (৫৪%) ছ) ল্যাব যন্ত্রপাতি - ৩৮৮.১৮ (৯৩%) জ) মাঠ যন্ত্রপাতি - ২৯৫.৮০ (৮৫%) ঙ) অফিস যন্ত্রপাতি - ১০৪.৫২ (৯৮%) ঞ) অফিস আসবাবপত্র - ১৪৮.৭১ (৯৯%) ট) ভূমি উন্নয়ন - ৮৯.৮৯ (১০০%) ঠ) নির্মাণ ও পূর্ত - ২৪৯৬.২৯ (৮১%)	পর্যালোচনা: প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের নথিপত্র, হালনাগাদ আর্থিক হিসাব-নিকাশ, অগ্রগতি প্রতিবেদন সঠিক পাওয়া গেছে। কিন্তু মিড-টার্ম রিভিউ করা হয়নি।	পর্যালোচনা: বরাদ্দের তুলনায় অর্থ ছাড় কম হয়েছে। বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয় ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

* NS – Narrative Summary

** OVI – Objective Variable Indicators

*** MOV – Means of Verification

**** IA – Important Assumptions

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর নির্দেশনা মোতাবেক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে বিএআরআই এর রাজস্ব খাতের মধ্য থেকে ০৬ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। বিএআরআই এর নিজস্ব এবং আউটসোর্সিংকৃত জনবল প্রকল্প প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালককে সার্বিকভাবে সহায়তা করছেন। অত্র প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালকের কার্যালয় বিএআরআই এর পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র খাগড়াছড়িতে স্থাপিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা হিসেবে প্রকল্পটির নির্দেশিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৩.৪.১ প্রকল্পের জনবল

ডিপিপি অনুযায়ী বিএআরআই এর বিদ্যমান জনবল থেকে ১ জন প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, ১ জন উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ২ জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন হিসাব রক্ষক, ১ জন ভাণ্ডার রক্ষক এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২৬ জন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো-৪, বৈজ্ঞানিক সহকারী/ফ্যাসিলিটেটর-১০, অদক্ষ শ্রমিক-১২) জনবল নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। প্রথম প্রকল্প পরিচালক এলপিআর-এ যাওয়ায় দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক ১৮-০২-২০২৬ তারিখ হতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের জনবলের তালিকা সারণী-১৭-এ দেয়া হলো।

সারণী-১৭: প্রকল্পের জনবলের তালিকা

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	পদের ধরণ
বিদ্যমান জনবল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্বে পদায়ন:			
০১	প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক	১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২	উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক	১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৩	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	২	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৪	হিসাব রক্ষক	১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৫	ভান্ডার রক্ষক	১	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৬	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো	৪	বিশেষ সেবা
০৭	বৈজ্ঞানিক সহকারী/ফ্যাসিলিটের	১০	বিশেষ সেবা-৩
প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আউটসোর্সিং এ নিয়োগ:			
০৮	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/রিসার্চ ফেলো	৪	আউটসোর্সিং নিয়োগ
০৯	বৈজ্ঞানিক সহকারী/ফ্যাসিলিটের	১০	আউটসোর্সিং নিয়োগ
১০	অদক্ষ শ্রমিক	১২	আউটসোর্সিং নিয়োগ
সর্বমোট		৩০	

৩.৪.২ প্রকল্পের অফিস ও গবেষণা কার্যক্রম মনিটরিং

বিএআরআই এর পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়িতে প্রকল্প সমন্বয়কারী অফিস স্থাপিত হয়েছে। উক্ত অফিস সামগ্রিক বিএআরআই অঙ্গের সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের করে থাকেন। প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দল বেশ কয়েকবার প্রকল্পের বিএআরআই অংগের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের সুপারিশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে মেনে চলা হয়েছে। প্রকল্পের গবেষকদল প্রকল্পের সমস্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কার্যক্রমের সময়মত বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিত করতে ঘন ঘন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। আইএমইডি-কে নিয়মিতভাবে অগ্রগতির প্রতিবেদন দেয়া হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইএমইডি কর্মকর্তারা বেশ কয়েকবার প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের সুপারিশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়েছে।

৩.৪.৩ প্রকল্পের পিআইসি সভা

সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠিত হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত পিআইসি'র মোট ৫২টি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংস্থান রয়েছে। ২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত মোট সভা সারণী-১৮-এ দেখানো হলো।

সারণী-১৮: প্রকল্পের পিআইসি সভার তালিকা

সভার নাম	সময়ের ধরণ		২০২৪-২৫ পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা	১৬	১৬	১৬	১৬	১৫	৪	২
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা	১৬	১৬	১৬	১৬	১৪	৪	২
এপিপি রিভিউ সভা	৫২	৫২	৫২	৫২	৫২	১২	৪

সারণী-১৯: প্রকল্পের পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

পিআইসি সভার তারিখ	সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তারিখ
২৫.০৫.২১	ডিপিপি ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি মোতাবেক ব্যয় সীমার মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা এবং পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সকল কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে	১০.০৬.২১
১৪.০৭.২১	প্রকল্প শুরুর সময় বেইজলাইন সার্ভে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কাজুবাদাম ও কফির আবাদ ও উৎপাদনের তুলনামূলক তথ্য আগামী পিএসসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	০৩.০৮.২১
০৩.১১.২১	কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তাগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং যাবতীয় সহযোগিতা করতে হবে	২০.১১.২১
০৫.০৯.২৪	১) প্রকল্পটির প্রয়োজনীয় খাতে টাকা বৃদ্ধি করে ডিএই অংগসহ ১ম সংশোধনী প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত ডিপিপি সংগ্রহ করে শুধুমাত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী ১৫% ব্যয় বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধন পূর্বক পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২) প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত গাড়ি ভাড়া খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপ্রতুল বিধায় ড্রাইভারসহ গাড়ি ভাড়া নেয়ার দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে না। উক্ত সমস্যা সমাধানে বিষয়টি পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩) কফির উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের জন্য ডিএই ছাড়াও অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরের সাথে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪) কাজুবাদামের সংগৃহীত জার্মপ্লাজমসমূহ মূল্যায়ন পূর্বক জাত ছাড় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫) প্রকল্পের যেসব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ চলমান অর্থবছরে খরচ করা যাবে না তা আরএডিপিতে সমন্বয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬) ডিপিপিতে এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে উল্লেখিত চলমান অর্থবছরের সকল দরপত্র ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে ফ্লোটিং সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১২.১০.২৪
১৮.০৩.২০২৫	১) প্রকল্পটির প্রয়োজনীয় খাতে টাকা বৃদ্ধি করে ডিএই অংগসহ ১ম সংশোধনী প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত ডিপিপি সংগ্রহ করে শুধুমাত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী ১৫% ব্যয় বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধন পূর্বক পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২) প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত গাড়ি ভাড়া খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপ্রতুল বিধায় ড্রাইভারসহ গাড়ি ভাড়া নেয়ার দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে না। উক্ত সমস্যা সমাধানে বিষয়টি পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১৯.০৪.২৫ ১ম সংশোধনী সম্পন্ন হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প চলমান আছে। গাড়ি ভাড়া ব্যয় সংশোধন করে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সে মোতাবেক গাড়ি সংগ্রহ করা হয়। অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টর যেমন ক্যাফে সাও পাওলো, পার্বত্য উন্নয়ন

পিআইসি সভার তারিখ	সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তারিখ
	- কফির উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের জন্য ডিএই ছাড়াও অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরের সাথে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - কাজুবাদামের সংগৃহীত জার্মপ্লাজমসমূহ মূল্যায়ন পূর্বক জাত ছাড় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - প্রকল্পের যেসব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ চলমান অর্থবছরে খরচ করা যাবে না তা আরডিপিপিতে সমন্বয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - ডিপিপিতে এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে উল্লেখিত চলমান অর্থবছরের সকল দরপত্র ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে ফ্লোটিং সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বোর্ড ইত্যাদির সাথে কাজ করা হয়েছে। আরডিপিপিতে খরচ সমন্বয় করা হয়েছে।
৩০.০৬.২০২৫	- কফির উন্নত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে ডিএই সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - কাজুবাদামের সংগৃহীত জার্মপ্লাজমসমূহ মূল্যায়নপূর্বক জাত হিসেবে ছাড়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - কফি এবং কাজুবাদামের উৎপাদন প্রযুক্তি বিস্তারের জন্য প্রচারণা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - কাজুবাদাম উৎপাদনকারীদের সাথে বিদ্যমান দেশীয় ১৪টি প্রসেসিং কারখানার সংযোগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - প্রকল্পের আরডিপিপি ও অগ্রগতির তথ্যাদি ব-চগওবা সফটওয়্যারে এন্ট্রি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১৩.৯.২৫ কফির উন্নত জাত আনুষ্ঠানিকভাবে ডিএই কে হস্তান্তর করা হয়েছে। কাজুবাদামের প্রতিশ্রুতিশীল দুটি লাইন মূল্যায়ন শেষ হয়েছে। কফি ও কাজুবাদামের প্রযুক্তি বিস্তারের জন্য বুকলেট, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য যথাসময়ে e-PMIS এ আপলোড করা হয়েছে।
০৩.১২.২০২৫	- কফি ও কাজুবাদাম বিষয়ক গবেষণা, উৎপাদন ও প্রসেসিংয়ের জন্য বিএআরআই, ডিএই ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয়ে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার সুপারিশ করা হয়। - পিপিআর ২০২৫ সহ বিদ্যমান সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ এবং হালনাগাদ বাজার দর যাচাইপূর্বক গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে। - আরডিপিপিভুক্ত ক্রটিপূর্ণ ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনপূর্বক দ্রুত দরপত্র আহ্বান করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্রয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	২৫.১২.২৫ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের সংশোধনী কাজ শুরু করার জন্য আই এম ই ডি এর পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই।
২০.০৫.২০২৬	- কফি ও কাজুবাদাম ফসল দুটির উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - প্রকল্পের অবশিষ্ট নির্মাণ ও পূর্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২৫.৬.২৬ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা হলেও প্যাকেজের সাথে সরকারি আদেশের পার্থক্য থাকায় নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয় নাই

সারণী-২০: প্রকল্পের পিএসসি সভার বিবরণ

পিএসসি সভার তারিখ	সভার সিদ্ধান্ত
০৪/০৬/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম পিএসসি সভার তথ্য	১) অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান সীমার মধ্যে চলমান অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী রনধং++ সফটওয়্যারে ডিএই অঙ্গে বরাদ্দকৃত ৩৭৬৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বারি অঙ্গে বরাদ্দকৃত ১২৭১.০০ লক্ষ টাকার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং পিপিআর ২০২৫ ও বিদ্যমান সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রেখে সকল কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী যানবাহন ক্রয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফরসহ কতিপয় খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে বিধি নিষেধ দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; ৩) কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় কফি প্রদর্শনীসমূহ পানির উৎসের কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে অথবা স্থাপিত কফি প্রদর্শনীসমূহে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; এবং ৪) কাজুবাদাম ও কফি আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গবেষণা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা, কাজুবাদাম জাত অবমুক্তকরণ, মনিটরিং ও অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
২৬.০৯.২০২৪	১) অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান সীমার মধ্যে চলমান অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী ibas++ সফটওয়্যারে ডিএই অঙ্গে বরাদ্দকৃত ২৯৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বারি অঙ্গে বরাদ্দকৃত ১৫০৭.২০ লক্ষ টাকার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং পিপিআর ২০০৮ ও বিদ্যমান সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রেখে সকল কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত পণ্য, সেবা ও পূর্ত কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তব বাজার মূল্য নির্ধারণপূর্বক দরপত্র আহ্বান করতে হবে; ৩) প্রকল্পের ডিএই অঙ্গের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ১৫০টি কফি মেশিন স্থাপনা ঘর নির্মাণ না করে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বিবেচনায় সংখ্যা হ্রাস পূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করার উদ্দেশ্যে সংশোধিত ডিপিপিতে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা টিওটি প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা যেতে পারে; ৪) সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ সাধনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী যানবাহন ক্রয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষাস ফরসহ কতিপয় খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে বিধি নিষেধ দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

৩.৫ অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্পের ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত অডিট সম্পাদন করা হয়েছে এবং জমা দেয়া হয়েছে যেখানে ৩৫টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত সারণী-২১-এ দেয়া হলো।

সারণী-২১: প্রকল্পের বারি অঙ্গের অডিট কার্যক্রমের তালিকা

ক্রম	অর্থ বছর	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
০১	২০২১-২২	৫টি	০১টি	বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন
০২	২০২২-২৩	৮টি	০২টি	বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন
০৩	২০২৩-২৪	৫টি	নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন
০৪	২০২৪-২৫	৪টি	নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন

পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যায়, প্রকল্পের শুরুর পর ৪ অর্থবছরে ৯টি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.৬ প্রকল্প ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

৩.৬.১ রাজস্ব খাত (বেতন ও ভাতা)

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের রাজস্ব খাতে (বেতন ভাতাদি) মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৬৩.৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত এ খাতে মোট ২০৩৯.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৪.২৭%।

৩.৬.২ সরবরাহ ও সেবা

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ ও সেবা খাতে (প্রশাসনিক ব্যয়, ফি/চার্জ/কমিশন, পরিবহন, মুদ্রণ ও মনিহারি, বিদ্যুৎ, ডাক, ইন্টারনেট, টেলিফোন, পেশাগত সেবা, সম্মানী বিশেষ ব্যয় ইত্যাদি) মোট খোক বরাদ্দ ১৭৩.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মোট ১৬৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৭%।

৩.৬.৩ মেরামত ও সংরক্ষণ

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় মেরামত ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য মোট খোক বরাদ্দ ছিল ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত ৪৯০.০০ লক্ষ (১০০%) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩.৬.৪ প্রশিক্ষণ প্রচার ও বিজ্ঞাপন

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় মোট ১০ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সংস্থান ছিল। এজন্য মোট ১২১.৫৫ লক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। পরে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাদ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে মোট ১০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং মোট ৩৮.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯৬%।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ, কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামগ্রী যেমন, বুকলেট, লিফলেট ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে। এ খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৫.০০ লক্ষ টাকা (১০০%) ব্যয় করা হয়েছে।

৩.৬.৫ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

খামার যান্ত্রিকীকরণ, ফসল সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম এবং গবেষণা কর্মীদের জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষতি কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ল্যাব যন্ত্রপাতি, মাঠ যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও অফিস আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান আছে। ডিপির সংস্থান অনুযায়ী মোট ৯৫১টি ল্যাব যন্ত্রপাতি, মাঠ যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি এবং অফিস আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান ছিল। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০২০.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত ৯৩৭.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯১.৮৪%। তথ্য বিশ্লেষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে প্রকল্প সহায়তার বিভিন্ন ধরনের কফি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, তৈরি ও সরবরাহ করা হয়েছে।

ল্যাবরেটরি মালামাল সবগুলো স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো দিয়ে কাজ চলছে। অর্থাৎ ব্যবহৃত অবস্থায় আছে। কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিন ব্যবহার হচ্ছে তবে সব কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ফলন না আসায় কিছু মেশিন ব্যবহারের অপেক্ষায় আছে। কাজুবাদামের মেশিন সেট করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণা মাঠে পর্যাপ্ত ফলন না থাকায় সেগুলো অল্প ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় জনবল পাওয়া গেলে সব মেশিন ব্যবহারের আওতায় আসবে। অফিস যন্ত্রপাতি, মাঠ যন্ত্রপাতি, অফিস আসবাবপত্র সবগুলো বিভিন্ন লোকেশন অনুযায়ী পাঠানো হয়েছে। সবগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। সিভিল কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ সবই ব্যবহারের আওতায় এসেছে। ভূমি উন্নয়নের কাজ শেষে মাতৃবাগান ও জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হয়েছে। যন্ত্রপাতির তালিকা, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সংযোজনী-৪ (পৃষ্ঠা-১২৬)।

৩.৬.৬ অবকাঠামো উন্নয়ন

ভূমি উন্নয়ন, ফাংশনাল বিল্ডিং ও অন্যান্য: প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ফাংশনাল বিল্ডিং ও অন্যান্য কার্যক্রম যেমন, আধুনিক ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট নার্সারি সেড/সীড বেড, গোডাউন, কুলরুম, প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র স্থাপন, ইরিগেশন লাইন, সীমানা প্রাচীর, ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প হাউজ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ওয়াটার ট্যাংক, গাইড ওয়াল, ইন্টারনাল রোড, জেনারেটর, বহিরাঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ ও সাবস্টেশন ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছিল। নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

ফাংশনাল বিল্ডিং (প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র): আরডিপিপিতে খাগড়াছড়ি জেলায় ৬০০ ব.মি. একটি ফাংশনাল বিল্ডিং (প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র) নির্মাণ করার সংস্থান ছিল এবং এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় খাগড়াছড়িতে ৬০০ ব.মি. ফাংশনাল বিল্ডিং (প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র) তৈরি করা হয়েছে যার নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালে সমাপ্ত হয়েছে। নির্মাণ কাজে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৯৪.৪৫ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় কাজের মান ভাল হয়েছে।



ভূমি উন্নয়ন: আরডিপির অনুযায়ী খাগড়াছড়ি, রাইখালি, রামগড়, আকবরপুর, জৈন্তাপুর ইত্যাদি বিভিন্ন উপজেলায় মোট ৩২০০০ ঘ.মি. ভূমি উন্নয়নের সংস্থান আছে। এজন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৯.৮৯ লক্ষ টাকা। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

গোড়াউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট শেড ও কুলরুম: আরডিপির অনুযায়ী ৭৫০ ব.মি. গোড়াউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট শেড ও কুলরুম তৈরির সংস্থান ছিল। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৭৫০ ব.মি. (১০০%) কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২৭৫.৬৯ লক্ষ টাকা (৯১.৯০%)।

ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও হাউজ: আরডিপির অনুযায়ী ১টি ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও হাউজ স্থাপনের সংস্থান ছিল। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১টি ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২৮.০০ লক্ষ টাকা (৭০%)।

ইরিগেশন লাইন: ডিপিপি সংস্থান থাকলেও জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এখাতে কোন অগ্রগতি হয় নাই।

সীমানা প্রাচীর: আরডিপির অনুযায়ী ১৩০০ মি. সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সংস্থান ছিল। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৩০০ মি. (১০০%) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ২০০.০০ লক্ষ টাকা (৭২.৭৩%)।

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজারভার সহ): আরডিপির অনুযায়ী ১টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজারভার সহ) স্থাপনের সংস্থান ছিল। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজারভার সহ) স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ১১০.০০ লক্ষ টাকা (৭৩.৩৩%)।

আরসিসি ওয়াটার ট্যাংক (পানির লাইনসহ): আরডিপির অনুযায়ী ৪টি আরসিসি ওয়াটার ট্যাংক (পানির লাইনসহ) স্থাপনের সংস্থান ছিল। এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৪টি আরসিসি ওয়াটার ট্যাংক (পানির লাইনসহ) স্থাপন করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৬০.০০ লক্ষ টাকা (৮৫.৭১%)।

আরডিপিপিতে ইরিগেশন লাইন, ইন্টারনাল রোড, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, জেনারেটর, বহিরাঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ ও সাবস্টেশন ইত্যাদি কার্যক্রমের সংস্থান থাকলেও জুন ২০২৬ পর্যন্ত এগুলোর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় নাই এবং এখাতগুলোতে কোন ব্যয় হয় নাই।

৩.৬.৮ নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষাকালীন ফাংশনাল বিল্ডিং সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় নির্মাণ কাজের মান ভাল হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) থেকে Soil Test, Compressive Strength (ASTM A 615M-16), Crushed Stone (Los Angeles Abrasion Value-ASTM C-131), Fine Aggregate (Sieve Analysis of Sand – ASTM C136) সহ নির্মাণ সামগ্রীর অন্যান্য টেস্ট প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়েছে। তাছাড়াও Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur, Department of Civil Engineering থেকে Cement, Fine aggregate (Sylhet Sand), Stone Chips, Deformed MS Bar, CUET থেকে Deformed MS Bar, Cement, Sylhet Sand টেস্ট প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়েছে নথিপত্রের রেকর্ড অনুযায়ী দেখা গিয়াছে যে, প্রতিটি প্যাকেজে ধাপে ধাপে টেস্ট করা হয়েছে। (তথ্য সূত্র: নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, আইএমইডি, জুন ২০২৪)।

৩.৬.৯ কাজুবাদাম এবং কফির জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় ফসল দুটির জাত উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী, জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন, চারা উৎপাদনের জন্য গ্রাফটিং হাউস স্থাপন, কৃষিতাত্ত্বিক ও সেচ প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বিএআরআই ইতোমধ্যেই BARI কফি-১ ও BARI কফি-২ জাত উদ্ভাবন করেছে এবং অবশেষে NSB কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গ্রাফটিং এর মাধ্যমে BARI কফি-১ এর চারাও উৎপাদন করছে, যেখানে গ্রাফটিং এর সাফল্য প্রায় ৮০% বলে জানা গেছে। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় কাজুবাদামের ৪,৮৫০টি এবং কফির ৪,৮৫০টি প্রদর্শনী প্লট, কাজুবাদাম ও কফির ৮৪টি মাতৃবাগান এবং ৫০০ প্রকার জার্মপ্লাজম স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ জরিপে দেখা যায়, ২৮টি উপজেলায় ৩,১৭৯টি কাজুবাদাম ও ২,৩৬৪টি কফি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।



কাজুবাদাম প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন, বারি সদর দপ্তর

সরেজমিনে প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন এবং কৃষকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, কৃষক ফসল সংগ্রহ করা শুরু করেছে তবে এখন পর্যন্ত কোনো কৃষক বাণিজ্যিকভাবে কাজুবাদাম ও কফি ফসল সংগ্রহ করেনি। ফসল দুটি নতুন এবং দীর্ঘমেয়াদে (৪/৫ বছরে) ফলন পাওয়া যায়। কাজেই ফসল দুটি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। এ উদ্দেশ্যে চারা, সেচ, সার, উৎপাদন প্রযুক্তি, প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ফসল দুটির সম্প্রসারণ আরো উন্নত করা যেতে পারে। এছাড়াও উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।



কাজুবাদাম প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন, বারি, খাগড়াছড়ি

৩.৬.১০ কাজু এবং কফি ফসলের জন্য টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর

কাজুবাদাম এবং কফির টেকসই উৎপাদনের মূল ভিত্তি হলো - উপযোগী জাত ও মানসম্পন্ন চারা, মাটি ও পানি, সংরক্ষণ, সুশ্রম পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, কফির ক্ষেত্রে সঠিক ছায়াপ্রবন ও ছাঁটাই, সময়মত ফসল সংগ্রহ এবং উন্নত ফলোত্তর ব্যবস্থাপনা। কফির ক্ষেত্রে সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, পাম্পিং, শুকানো এবং গুড়ো করার পদ্ধতি পাহাড়ি এলাকার কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে। তাই পাহাড়ি এলাকায় কফি চাষের প্রযুক্তি টেকসই (সাসটেইনেবল) ভাবেই হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে কাজুবাদামের এখনও তেমন ফল আসেনি, তাই এর সংগ্রহোত্তর (পোস্ট-হারভেস্ট) প্রযুক্তি এখনো হস্তান্তরিত হয় নাই। আগামী দিনে মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.৬.১১ সাধারণ গবেষণা, ফিল্ড ট্রায়াল ও প্রদর্শনী স্থাপনা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে কফি ও কাজুবাদামের উপর বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, যার মধ্যে রয়েছে উন্নত গবেষণা (Advanced Research), অভিযোজন (Adaptive), ন্যায্যতা যাচাই (Validation), পরীক্ষা, প্রদর্শনী ও বীজ উৎপাদন। পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি গবেষণা সুবিধাদি জোরদারকরণসহ ফসলের প্রজনন সামগ্রি (Breeding Material), রক্ষণাবেক্ষণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সরবরাহ, উচ্চফলনশীল জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। তাছাড়া দেশি ও বিদেশি প্রায় ৫০০ প্রকার জার্মপ্লাজম (প্রতিটির ৫০টি করে মোট ২৫০০০টি) সংগ্রহ ও ব্লক প্রদর্শনী, সার, কীটনাশক, প্রচার, পরামর্শ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করার সংস্থান আছে। এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৭৭.২০ লক্ষ টাকা। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৯১৬.৫৩ (৯৩.৭৮%) ও গবেষণা খাতে অগ্রগতি ১০০%। অগ্রগতি সন্তোষজনক।



কাজুবাদাম প্রদর্শনী প্লট

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায়, বিএআরআই কফি ও কাজুবাদামের Advanced Research, Adaptive, Validation, Sapling, Grafting, Breeding ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রামগড়, ও রায়খালী ফার্মে স্থাপনকৃত বিভিন্ন জার্মপ্লাজম সেন্টারে কাজুবাদাম ও কফির প্রায় ৫০০ প্রকার জার্মপ্লাজম (দেশি-বিদেশি প্রতিটির ৫০টি করে প্রায় ২৫,০০০) সংগ্রহ ও স্থাপন করেছে। বর্তমানে এ বাগানের বেশকিছু গাছে ফুল ও ফল ধরেছে এবং কিছু কিছু গাছ ফলন দেয়া শুরু করেছে।



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) -এর প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে কাজুবাদাম ও কফি ফসলের এলাকা সম্প্রসারণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো (সারণী-২২)।

সারণী-২২: কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা মাঠ ও কৃষকের মাঠে এডাপ্টিভ (adaptive) ট্রায়াল

ফসলের নাম	অন-স্টেশনের নাম (জমির পরিমাণ একরে)						মোট
	খাগড়াছড়ি	রামগড়	রাইখালী	আকবরপুর	জৈন্তাপুর	গাজীপুর	
কাজুবাদাম	২৫	১০	২০	৫	৩	২	৬৫ একর
কফি	২৫	১০	২০	৫	২	২	৬৪ একর
কৃষকের মাঠ (জমির পরিমাণ একরে)							
কাজুবাদাম*	১৮০ X ৫০ ডেসিমেল = ৯০০০০ ডেসিমেল						৯০ একর
কফি	১ X ২০০ ডেসিমেল = ২০০ ডেসিমেল						২ একর

* যেহেতু কাজুবাদামের জাত অবমুক্ত হয়নাই বিধায় কৃষকের মাঠে এডাপ্টিভ ট্রায়াল করা হয় নাই (মধুপুর বাদে)

সারণী-২২ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পের বিএআরআই অঙ্গের মাধ্যমে ৬৭ একর জমিতে কাজুবাদামের চাষ হয়েছে এবং ১৫৪ একর জমিতে কফি ফসলের চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

৩.৭ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষার অধীনে পরামর্শক দল ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় (পাহাড়ি ও সমতলভূমি) কাজুবাদাম ও কফির প্রদর্শনী প্লট, গবেষণা কেন্দ্র, জার্মপ্লাজম সেন্টার, হার্টিকালচার সেন্টার, বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনসহ কৃষকের সাথে কাজুবাদাম ও কফি বাগানের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৭.১ মাঠ পর্যায়ে কৃষকের তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

নির্বাচিত উপজেলায় ২০৮ জন কৃষককে (মহিলা ও পুরুষ) নিয়ে জরিপ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। কাজুবাদাম ও কফি ফসল উৎপাদন ও এর ব্যবহার বিষয়ে কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। কৃষকগণ এদুটি ফসল উৎপাদন এবং এর ব্যবহার বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। কৃষকের সংখ্যা, প্রদর্শনী প্লট ও এর বর্তমান অবস্থা সারণী-২৩-এ দেয়া হলো।

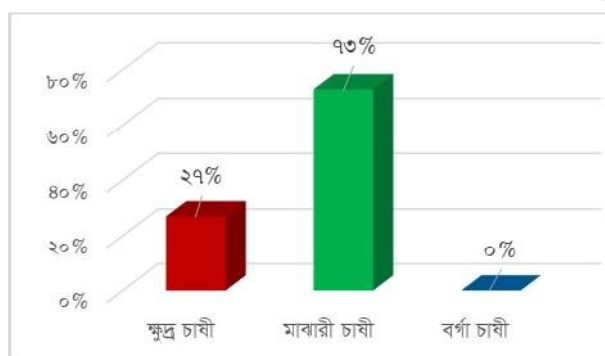
সারণী-২৩: কাজুবাদাম ও কফি প্রদর্শনী প্লট ও কৃষকের তথ্য

বিভাগ	জেলার নাম	নমুনা উপজেলার নাম	নমুনা (মাঠ জরিপ)			গুণগত জরিপ (কোয়ালিটিটিভ সার্ভে)	
			কাজু বাদাম চাষী	কফি চাষী	মোট	এফজিডি অংশগ্রহণকারী	কেআইআই (ডিএই)
১. চট্টগ্রাম	১. রাঙ্গামাটি	১. রাঙ্গামাটি সদর	৫	৫	১০	১২	৬
		২. কাপ্তাই	৫	৫	১০		২
		৩. কাউখালি	৫	৫	১০		২
	২. খাগড়াছড়ি	৪. খাগড়াছড়ি সদর	৫	৫	১০	১২	৪
		৫. রামগড়	৫	৫	১০	১২	২
		৬. মাটিরাঙ্গা	৫	৫	১০		২
	৩. বান্দরবন	৭. বান্দরবন সদর	৫	৫	১০	১২	৪
		৮. আলীকদম	৫	৫	১০		২
২. সিলেট	৪. সিলেট	৯. জৈন্তাপুর	৫	৫	১০	১২	২
৩. ঢাকা	৫. টাঙ্গাইল	১০. মধুপুর	৫	৫	১০	১২	২
৪. ময়মনসিংহ	৬. ময়মনসিংহ	১১. হালুয়াঘাট	৫	৫	১০		২
মোট ৪	৬	১১	৫৫	৫৫	১১০	৭২	৩০

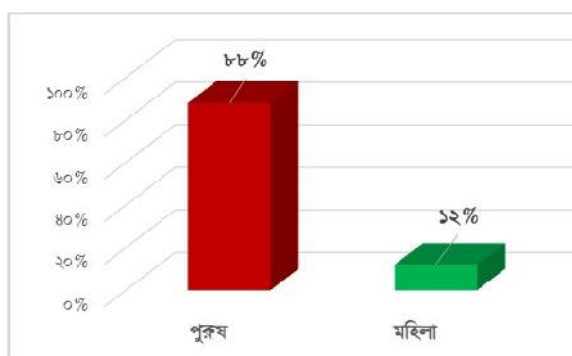
সূত্র: মাঠ জরিপ, জুন ২০২৬

৩.৭.২ কৃষকের ধরণ

এই সর্বশেষ সমীক্ষায় ২০৮ জন উত্তরদাতা কৃষকের উপর জরিপ করে দেখা যায়, যে অংশগ্রহণকারী কৃষকের মধ্যে ৮৮% পুরুষ এবং ১২% মহিলা কৃষক। কৃষকের ধরন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র কৃষক ২৭%, মাঝারি ৭৩% এবং বর্গা চাষী (০%)। লেখচিত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতা ও কৃষকের ধরণ তুলে ধরা হলো (চিত্র-৯ এবং চিত্র-১০)।



চিত্র-৯: নির্বাচিত উপজেলায় উত্তরদাতা কৃষকের ধরণ

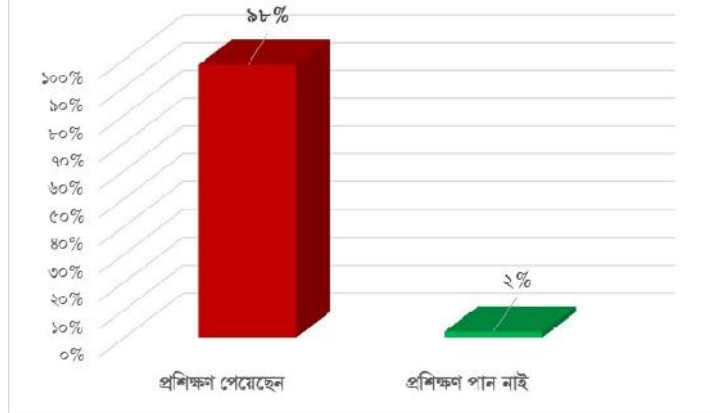


চিত্র-১০: উত্তরদাতার ধরণ

৩.৭.৩ প্রশিক্ষণ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি ও প্রচার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

নির্বাচিত উপজেলায় ২০৮ জন কৃষকের উপর জরিপ পরিচালনা করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে ২০৩ জন (৯৮%) কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৫ জন (২%) কৃষক প্রশিক্ষণ পান নাই (চিত্র-১১)। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ সামগ্রী দেয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ২০৩ জন (৯৮%) উত্তর দেন যে, তারা প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছেন। প্রশিক্ষণে সন্তুষ্ট কিনা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে ২০১ জন (৯৭%) কৃষক সন্তুষ্ট এবং ৭ জন (৩%) কৃষক সন্তুষ্ট নয় বলে জানান। যেসব কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারা সবাই বলেছেন যে প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা সন্তুষ্ট এবং তারা প্রশিক্ষণ ভাতাও পেয়েছেন বলে জানান। প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে কোন প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সংশোধিত ডিপিপিতে চাষীদের কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২৫ হতে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে এবং অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত ৩টি পার্বত্য জেলায় ৩টি ব্যাচে মোট ৯০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

চিত্র-১১: কৃষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ



প্রশিক্ষণের ধরণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তারা বলেন - চাষাবাদ পদ্ধতি, ফল হার্ডেস্ট, সেচ, বাগানের যত্ন, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কারকরণ, রোগ-বালাই সম্পর্কে জানা, বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ৯৭% কৃষক এ প্রশিক্ষকে যুক্তি যুক্ত মনে করেন এবং তারা সবাই এ প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান কফি ও কাজুবাদাম চাষে প্রয়োগ করেছেন। প্রকল্পটি পাহাড়ি এলাকার কফি ও কাজুবাদাম চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৩.৭.৪ কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের তথ্য ও পর্যালোচনা

কৃষকের উৎসাহ: কাজুবাদাম ও কফি চাষে কৃষকের উৎসাহ আছে। কৃষকের সেবাপ্রাপ্তি যেমন উপকরণ, সরবরাহ, চারা বিতরণ, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে সুবিধাভোগী ১০৬ জন কৃষককে প্রশ্ন করা হলে ৯৪% কৃষক কফি ও কাজুবাদাম চাষে তারা প্রকল্পের পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাচ্ছেন বলে মতামত দেন। কাজুবাদাম ও কফি চাষে তাদের খুবই উৎসাহ আছে বলেও মতামত দেন।

শেড/নন-শেড পদ্ধতি: কৃষকের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় যে, কফি চাষে নন-শেড পদ্ধতি তাদের কাছে বেশি সুবিধাজনক। প্রায় ৯৭% কৃষক নন-শেড পদ্ধতিতে কফি চাষ করেন বলে মতামত দেন। নন-শেড পদ্ধতির সুবিধা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, এ পদ্ধতিতে খরচ কম এবং একই সংগে বেশি জমিতে চাষ করা যায়। নন-শেড পদ্ধতিতে কপি ক্ষেত সরাসরি সূর্যের আলো পায় যার জন্য পোকা-মাকড় ও রোগবালাই কম হয় এবং ফলনও বেশি হয়। সার প্রয়োগও এতে সহজ হয়। কফির সাথে সাথী ফসলও চাষ করা যায়।

সার ব্যবহার: সার ব্যবহারে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন তারা কাজুবাদাম ও কফি চাষে গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, সালফার, এমপি, ডিএপি, বোরন এবং জৈবসার প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন।

সেচ পদ্ধতির ব্যবহার: সেচ পদ্ধতি ব্যবহার সম্পর্কে ৮০ জন কৃষককে সরাসরি জিজ্ঞাসা ও আলোচনা করা হয়। কোন ধরনের সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করেন জানতে চাইলে তাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়।

সারণী-২৪: সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষকের তথ্য

সেচ পদ্ধতি	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
সোলার	৬২	৭৭
গভীর নলকূপ	৩	৪
খাল/পুকুর	১৫	১৯
মোট	৮০	১০০

সোলার পাম্প সচল আছে কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ৬২ জন কৃষকের মধ্যে ৫০ জন (৮০%) কৃষক বলেন, তাদের সোলার পাম্প সচল আছে। বাকি ১২ জন (২০%) কৃষক বলেন তাদের সোলার পাম্প সচল নাই এবং মেরামত প্রয়োজন।

ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই

বিভিন্ন পোকামাকড় যেমন, সুরঙ্গকারী পোকা, কাণ্ড পোকা, পাতা পোকা, লারবা, লিফ মাইনর, বেরি বোরর, পিপড়া/মাকড়সা, মিলিবাগ, ব্ল্যাকফ্লট ইত্যাদি পোকা কাজুবাদাম ও কফি ক্ষেতে আক্রমণ করে। এসব পোকাকার আক্রমণ রোধ করতে কৃষক কীটনাশক স্প্রে, কাণ্ড ভেঙ্গে দেয়া, বাগান পরিষ্কার করা, আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে ফেলা, নির্দিষ্ট দূরত্বে গাছ লাগান, নীম তেল স্প্রে করা, আগাছা দমন করা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন রোগবালাই যেমন, ছত্রাক, ডাইবেক, গোড়াপচা, এ্যানথ্রাকনোজ, মিলিবাগ, পাতা ঝরা, কাণ্ড পচা, পাতা হলুদ, ফাঙ্গাস ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এসব রোগবালাই দমনে ছত্রাক নাশক স্প্রে, আলো-বাতাস নিশ্চিত করা, সার প্রয়োগ নিশ্চিত করা, রোগ প্রতিরোধী জাত রোপণ করা, আক্রান্ত পাতা ও কাণ্ড পুড়িয়ে ফেলা, আগাছা দমন করা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তবে কাজু বাদামের প্রধান সমস্যা হচ্ছে গাছ হেলে পড়া বা গাছ উপড়ে যাওয়া। উন্নত জাত, উপযুক্ত কল্যাম করা, অধিকতর লাম্বা শিকড়ের চারা তৈরি করা এবং ব্যবস্থাপনা যেমন ঠেস বা পালা দেয়া পদ্ধতি ব্যবহার করে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হয়।

৩.৭.৫ প্রকল্প সহায়তা

রোগ-বালাই, পোকামাকড় ও চারা মরে যাওয়া সমস্যা উল্লেখ করার মতো। এ ব্যাপারে পরামর্শ পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞেস করা হলে ৯০% উত্তর দাতা বলেন, সহযোগিতা পাওয়া যায় এবং বাকী ১০% সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে জানান। তবে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় বিভিন্ন কৃষকের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা যায় যে, সিলেটে মনিটরিং ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। বেশিরভাব কৃষকরা বলেছেন যে, গত দুই বছরে কোন কর্মকর্তা তাদের বাগান পরিদর্শন বা কোনো পরামর্শ দিতে আসেনি। তারা প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, তারা তাদের বাগান ধ্বংস করে অন্য ফসল চাষ করবে।

সারণী-২৫: প্রকল্পের সহায়তা বিষয়ক তথ্য

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতা কৃষকে সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৯৫	৯০
না	১১	১০
মোট	১০৬	১০০

৩.৭.৬ কাজুবাদাম ও কফি ফসলের লাভ/ক্ষতি বিষয়ে কৃষকের তথ্য

কাজুবাদাম এখনো তেমন ফলন দেয়নি। পুরোপুরি ফলন পেতে আরো ২/৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে কফির ফলন শুরু হয়েছে এবং কফি চাষী কিছুটা লাভবান হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে নির্বাচিত ১০৬ জন কৃষকের মধ্যে ৬৯ জন (৬৫%) কৃষক বলছে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়ার ফলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তাদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই নিজস্ব কফি শপ দিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন করতে পেরেছে। অনেকে খুচরা বাজারে ও পাইকারী বাজারে কফি বিক্রি করে ভালো আয় করেছে। প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে নির্বাচিত ১০৬ জন কৃষকের মধ্যে ৭০ জনই (৬৬%) বলেন যে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের কর্মসংস্থান হয়েছে, পুরুষদের বেকারত্ব দূর হয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

৩.৭.৭ জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ে পর্যালোচনা

প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলে কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে:

ইতিবাচক প্রভাব: কৃষক ও গবেষকদের মতে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার ধারণা অনুযায়ী, পাহাড়ে কাজুবাদাম ও কফি চাষ ভূমি ক্ষয় রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। গাছের মাধ্যমে পরিবেশ বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। কফি গাছ বীজ থেকে মোট ২-৫ টন/বিঘা কার্বন ডাই অক্সাইড আটকে রাখে (Sequesterate)। কাজুবাদাম গাছ মোট ১.৩-৩.৩ টন/বিঘা কার্বন ডাই অক্সাইড আটকে রাখে। তাই গাছ দুটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নেতিবাচক প্রভাব: কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় নির্গত খোসা ও তেল পোড়ানোর ফলে নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব পড়ার ঝুঁকি থাকে। এছাড়া নির্বিচারে পাহাড় কাটা বা প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে বাগান করার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

পাহাড় বা পর্বতের ঢালে কফি সহজেই ভালোভাবে জন্মাতে পারে। তাই পাহাড় কেটে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই। টেকসই পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও উন্নত প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এই ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

৩.৭.৮ প্রকল্পের ব্যয়-সুবিধা অনুপাত (Cost-benefit Analysis)

কাজুবাদাম ও কফির আয়-ব্যয় (cost-benefit) বিশ্লেষণ করতে হলে কমপক্ষে ৫-৬ বছরের খরচ এবং আয়ের তথ্য প্রয়োজন। সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করে দেখা যায় যে প্রকল্পের শুরু (২০২১-২০২২ অর্থবছর) থেকে ৩-৪ বছর পর কাজুবাদাম এবং কফির ফলন পাওয়া শুরু হয়। অতএব এ ধরনের ফসলের আয়-ব্যয় হিসেব বিশ্লেষণ করতে হলে অবশ্যই ৬-৭ বছরের উৎপাদন খরচ এবং ফলনের তথ্য দরকার।

কাজুবাদাম

কাজুবাদামের ক্ষেত্রে ২০২৫ সালের বাংলাদেশী গবেষণায় কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন খরচ (৫-২৫ বছর গড়ে) প্রায় ৩০০-৩৫০ টাকা কেজি এবং বিক্রয় মূল্য ৫০০-৬০০ টাকা কেজি (কাঁচা কাজুবাদামের ক্ষেত্রে)। তথ্য সূত্র: Assessing the Socioeconomic Potential of Cashew Nut Farming in Rangamati, Bangladesh – 2025 (AgEcon Search)।

কফি

কফির ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী কেজি প্রতি কফির উৎপাদন খরচ ১৫০-২৫০। কাঁচা কফির বিক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ৩৫০-৫০০ টাকা। কেজি প্রতি নীট লাভ ১০০-৩০০ টাকা। তথ্যসূত্র: The Daily Star, 15 May 2026.

৩.৭.৯ পরামর্শক দল কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

ক. পরামর্শক দল কর্তৃক প্রকল্পের পাহাড়ি এলাকার কার্যক্রম পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

খাগড়াছড়ির রামগড়, বারি স্টেশন পরিদর্শন (২২ জুন ২০২৬):

প্রকল্পের পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য পরামর্শক দলের টিম লিডার (ড. মো: ইউসুফ আলী), কৃষি অর্থনীতিবিদ (ড. মো: আব্দুর রশীদ), গবেষণা সহায়ক মো: আশরাফুল ইসলাম আনোয়ার এবং মো: ফেরদৌস আহমেদ গত ২২ তারিখে খাগড়াছড়ির রামগড় বিএআরআই স্টেশনের কফি চাষি, শ্রমিক, বৈজ্ঞানিক সহকারী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রাইসুল ইসলাম রাসেলের সাথে বৈঠক করেন। পরামর্শক দল কফি ও কাজুবাদাম বাগান পরিদর্শন কৃষকের সাথে কফি ও কাজু বাদাম চাষ, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। আলোচনায় কফি ও কাজুবাদাম চাষে সমস্যা এবং সম্প্রসারণের সুযোগ সম্পর্কে জানা যায়। কফি গাছে এ বছর কেবল ভালোভাবে ফল ধরতে শুরু করেছে, তাই শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-মে) সেচ সমস্যা ছাড়া তারা এখনো তেমন কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীন হননি। পরামর্শক দল বারির অন-স্টেশনে বড় আকারের কফি বাগানও পরিদর্শন করেন। তারা দেখতে পান যে, কফির গাছগুলো স্বাস্থ্যকর, সতেজ এবং কৃষক জানায় যে তারা প্রচুর পরিমাণে কফি বেরি (ফল) উৎপাদন করছে। 'বারি কফি ২' (অ্যারাবিকা) জাতের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক। রাইসুল ইসলাম রাসেল কেআইআই জরিপের উত্তর দেন এবং ফসলের সম্প্রসারণ এগিয়ে নেওয়ার জন্য কিছু বিষয়ে পরামর্শ দেন। তিনি কফি ও কাজুবাদাম উভয় চাষেই রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। কফির ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখাই চাষিদের প্রধান সমস্যা, কারণ তাদের সেচের সুযোগ সীমিত। অন্যদিকে, কাজুবাদাম গাছগুলো হেলে পড়া এবং উপড়ে যাওয়ার প্রতি সংবেদনশীল।



খাগড়াছড়ির রামগড়, বারি স্টেশনে কফি বাগান পরিদর্শন

পরিদর্শনে এক পর্যায়ে প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদে দায়িত্ব পালনকারী সাবেক প্রকল্প পরিচালক ড. আলতাফ হোসেনের সাথে আলোচনা করা হয়। তিনি কেআইআই-এর মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করেন এবং সেমি-স্ট্রাকচার প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রশ্নগুলোর সুন্দর ও সুনির্দিষ্ট উত্তর দেন। তিনি বলেন, প্রকল্পের শুরু থেকেই কিছু বড় সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমন: কোনো বৈচিত্র্যময় জার্মপ্লাজম ছিল না; চাষী, বৈজ্ঞানিক সহকারী ও বিজ্ঞানীদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না; এবং বিজ্ঞানীদের ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের চাষিদের মাঠের ট্রায়ালগুলো তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ ছিল না। যদিও প্রকল্পের শেষ সময়ে এসে প্রশিক্ষণের অংশটি চালু করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মাঠ কর্মীদের যাতায়াত কিছুটা সীমিত ছিল। কফি এবং কাজুবাদাম উভয়ই বাংলাদেশে নতুন ফসল, তাই বিজ্ঞানী, সহকারী এবং চাষিদের এই চাষাবাদ, ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন সম্পর্কে প্রায় কোনো ধারণাই নেই। তদুপরি, উভয় ফসলই দীর্ঘমেয়াদী (৩০-৫০ বছর স্থায়ী) এবং রোপণের ৩-৪ বছর পর মাত্র ফল ধরতে শুরু করে। তিনি আশা করেন কৃষকরা কফি ও কাজু বাদাম চাষ করে লাভবান হবেন। তারপর নতুন প্রকল্প পরিচালক এবং সিএসও (বারি) ড. আব্দুস সাত্তারের সাথে আর্থিক দিকসহ প্রকল্পের অগ্রগতির বর্তমান অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন। কর্মচারীরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না, অর্থাৎ তহবিল অবমুক্তি মসৃণ এবং সময়মতো ছিল না। অবমুক্ত হওয়া দুটি জাত 'বারি কফি ১' (রোবাস্টা) এবং 'বারি কফি ২' (অ্যারাবিকা)-এর কফি চারা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তারা জানান। তারা আরোও বলেন যে, বারির কাজুবাদামের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং জাতগুলো অবমুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

২৩ জুন ২০২৬ সকালে ড. আলতাফ হোসেন এবং কিছু মাঠ কর্মীর সক্রিয় অংশগ্রহণে পরামর্শক দল খাগড়াছড়ি বারির কফি ও কাজুবাদাম পরীক্ষা, জার্মপ্লাজম কেন্দ্র এবং বিশাল চারা উৎপাদন এলাকা পরিদর্শন করেন। উভয় জাতের কয়েক লক্ষ কফির চারা ডিএই, ব্যবসায়ী বা চাষিদের কাছে সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। কিছু গ্রাফটেড (কলম)

চারার পাশাপাশি কয়েক হাজার কাজুবাদামের চারাও সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সকাল ১০:০০ টা থেকে ১১:০০ টা পর্যন্ত পরামর্শক দল তিন পার্বত্য জেলায় কফি ও কাজুবাদামের সমস্যা ও সম্ভাবনা খুঁজে বের করার বিষয়ে কৃষক, বিজ্ঞানী, মাঠকর্মীদের নিয়ে একটি দলগত আলোচনার (এফজিডি) আয়োজন করেন, যেখানে এগারো জন মাঠ কর্মী ও বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। দলগত আলোচনায় প্রকল্প কর্মীরা তাদের সীমাবদ্ধতা ও বিভিন্ন সমস্যার কথা পরামর্শক দলকে অবহিত করেন যেমন, চাষিদের ট্রায়াল পরিদর্শনের জন্য প্রকল্প থেকে কোনো খরচ দেওয়া হয় না, এমনকি ফসল দুটি তাদের জন্য নতুন হওয়ায় এই দুটি ফসলের ওপর তাদের জ্ঞানও সীমিত ছিল। কফি চাষের প্রধান সমস্যা হলো শুষ্ক মৌসুমে সেচের অভাব, তাছাড়াও মিলিবাগ (ছাতরা পোকা) আক্রমণ, ডাল শুকিয়ে মরে যাওয়া (ডাই ব্যাক), মূল পচা এবং ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব। বর্ষা মৌসুম ও বেরি সংগ্রহের পর চাষিদের গোবর ও সার প্রয়োগে অনিহা। এছাড়া কিছু দুর্গম এলাকায় কফি বেরি বা পাল্ল করা কফি বীজ বিক্রির জন্য বিপণন একটি সমস্যা। কাজুবাদামের প্রধান সমস্যা হলো, গাছ হেলে পড়া, এমনকি উপড়ে যাওয়া, বিশেষ করে যখন খুঁটি দেওয়া হতো না। কাজুবাদামের ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ এখনো সঠিকভাবে শেখা বাকি আছে। কাজুবাদাম বিপণন কিছুটা সহজ, কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) এলাকায় পাকিস্তান আমল (১৯৬২-১৯৬৮ সালের রোপণ) থেকে অনেক পুরনো গাছ রয়েছে এবং কাজুবাদাম চাষে তারা মোটামুটি অভ্যস্ত।

সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:৩০ টা পর্যন্ত পরামর্শক দল খাগড়াছড়ি বারি স্টেশন দ্বারা স্থাপিত কফি ও কাজুবাদাম চাষের বিভিন্ন চাষিদের মাঠ পর্যায়ে ট্রায়াল পরিদর্শন করেন। তারা খাগড়াছড়ির আলুটিলায় জিতেন ত্রিপুরার কফি শপ পরিদর্শন করেন। জিতেন ত্রিপুরা বারির একজন কফি চাষি এবং কফি প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তিনি আলুটিলা এলাকায় থাকেন যা একটি পর্যটন কেন্দ্র। এ কথা চিন্তা করে তিনি তার নিজ বাসস্থানের কাছে একটি কফি শপ দেয়ার পরিকল্পনা করেন। পরে তিনি একটা কফি শপ দেন। তিনি নিজের বাগান এবং অন্যান্য বাগান থেকে কফি বিন সংগ্রহ করেন, তা প্রক্রিয়াজাত ও গুড়ো করে তার কফি শপে ব্যবহার করছেন। কখনো কখনো দিনে ২০০ কাপ কফি বিক্রি হয়। প্রতি ছোট কাপ কফির জন্য ৩০ টাকা নেন। এতে তার প্রতি মাসে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা আয় হয়। তিনি তার "রোবাস্টা কফি শপ" নিয়ে খুবই খুশি এবং গর্বিত।



বিকেলে পরামর্শক দল বারি দ্বারা প্রবর্তিত কফি শপের আরেকজন উদ্যোক্তা জামাল মিয়র দোকান পরিদর্শন করেন। তিনি খাগড়াছড়ি বারি স্টেশনে একজন বাবুর্চি ছিলেন এবং কফি বেরিগুলোকে কীভাবে বাজারজাতকরণ উপযোগী মানসম্মত কফি পাউডারে প্রক্রিয়াজাত করতে হয় তা খুব ভালোভাবে শিখেছেন। তিনি তার স্ত্রী ও মেয়ের সহায়তায় খাগড়াছড়ি জেলা শহরে "জামালস কফি শপ" পরিচালনা করেন। কফিপ্রেমী তরুণ ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা নিয়মিত তার কফি শপে আসেন এক কাপ কফি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর ম্যাক্স উপভোগ করতে। তিনি প্রতি কাপ কফির জন্য ৭০ টাকা নেন। তিনি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকার মানুষের কাছে প্রতি কেজি ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা দরে কিছু কফি পাউডারও বিক্রি করেন।

রাইখালি, রাঙামাটির পরিদর্শন (২৪ জুন ২০২৬):

২৪ জুন সকালে পরামর্শক দল রাঙামাটির রাইখালির বারি ফার্ম পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখানে কাজুবাদামের জার্মপ্লাজম পাওয়া যায় এবং যেখান থেকে কাজুবাদামের নতুন জাত অবমুক্ত করা হবে। দুপুরে পরামর্শক দল রাইখালি পৌঁছায় এবং কাজুবাদাম ও কফির অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে চাষি, বৈজ্ঞানিক সহকারী ও বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করেন। এই স্টেশনটি



দুর্বল শিকড় ব্যবস্থার কারণে হেলে পড়া এবং উপড়ে যাওয়া গাছ, রাইখালী, রাঙামাটি

কাজুবাদাম ও কফির চারাও উৎপাদন করে। সেখানে আলোচনায় জানা যায়, কাজুবাদাম গাছের প্রধান সমস্যা হলো এর দুর্বল শিকড় ব্যবস্থার কারণে হেলে পড়া এবং উপড়ে যাওয়া। প্রকল্পে ভ্রমণ খরচের অভাবে চাষীদের মাঠ পর্যবেক্ষণ ব্যাহত হয়েছিল। বর্তমানে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। স্টেশন প্রধান ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমানের সহায়তায় বিজ্ঞানী মাহমুদুল হাসান আমাদের কেআইআই -এর উত্তর দেন।

বিকেলে পরামর্শক দল অন-ফার্ম রিসার্চ ডিভিশন, বারি, বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং বিকেল ৫:৩০ টায় পৌঁছান। পরামর্শক দল স্টেশন প্রধান ড. সেলিম আহমেদ এবং তার প্রকল্প সহকর্মীদের সাথে কাজুবাদাম ও কফি চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় কফি বিপণনে কিছু সমস্যার কথা জানা যায়, তবে কাজুবাদামে কোনো সমস্যা নেই, কারণ পাকিস্তান আমল থেকেই এখানে স্থানীয় কাজুবাদাম উৎপাদিত হচ্ছে এবং এর একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিপণন চ্যানেল রয়েছে। তাছাড়া, বড় বড় কোম্পানিগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরবর্তী বিপণনের জন্য কাজুবাদামের কাঁচা ফল সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসছে।

২৫ জুন ২০২৬ সকালে পরামর্শক দল কাজুবাদাম ও কফি চাষের সম্ভাবনা ও সমস্যা বোঝার জন্য চাষি, উদ্যোক্তা এবং কর্মরত কর্মীদের সাথে একটি দলগত বৈঠকের (এফজিডি) আয়োজন করেন। আলোচনায় কফি ও কাজুবাদাম চাষের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানা যায়। কফি চাষে ডাই ব্যাক (ডাল শুকিয়ে মরে যাওয়া) রোগ একটি সমস্যা, পাশাপাশি মাঝে মাঝে মিলিবাগের আক্রমণও ঘটে। কফি বেরি কেবল আসতে শুরু করেছে, তারা এখনো এর প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিচালনা করেনি, তাই আরও ভালো বোঝাপড়া, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং মূল্য সংযোজনের (value addition) জন্য প্রকল্পটি চালু রাখা প্রয়োজন। বৈঠক শেষ করে পরামর্শক দল একটি প্রাকৃতিক বর্ণারূপ পর্যটন কেন্দ্রের কাছে চাষি সাতুলিয়ান বমের কফি বাগান পরিদর্শন করেন। টিম লিডার ব্যক্তিগতভাবে সাতুলিয়ান বম কে কীভাবে টয়লেট টিস্যু পেপার দিয়ে ঘষে বা কোনো ধরনের দস্তানা (গ্লাভস) ব্যবহার করে শারীরিকভাবে (IPM) মিলিবাগের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা শিখিয়ে দেন। সাতুলিয়ান বমের কফি গাছগুলো বিক্ষিপ্তভাবে মিলিবাগ এবং ডাই ব্যাক রোগে আক্রান্ত। পরামর্শক 'বারি কফি ২' বা অ্যারাবিকার চারা উৎপাদনের জন্য আবুল খায়ের কোম্পানির নার্সারিও পরিদর্শন করেন। চাষিদের চুক্তিবদ্ধ চাষি (contact growers) হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের মাঝে বিতরণ ও বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রায় ৬০,০০০ চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে, চারাগুলো অল্প পরিমাণ মাটির মাধ্যমে বড় করা হচ্ছে, যা গাছের বেঁচে থাকা এবং প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই, কীভাবে ভালো শিকড় বিশিষ্ট মানসম্মত চারা উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় নার্সারিয়ান (LSP) এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। দুপুরে পরামর্শক দল পাহাড়ি এলাকার তথ্য অনুসন্ধান শেষ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

প্রকল্পের পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ

কফি (Coffee)

মাঠ পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ

- ১) তিন জেলাতেই বারি কফি-২ বা অ্যারাবিকা (BARI Coffee 2/Arabica) ভালো ফলন দিচ্ছে, যদিও খাগড়াছড়িতে বারি কফি-১ বা রোবাস্টাও (BARI Coffee 1 / Robusta) ভালো করছে।
- ২) অধিকাংশ স্থানেই কফি রোপণের ৩ বছর পর ফলন আসা শুরু হয়।
- ৩) শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর থেকে মে) বেশিরভাগ পাহাড়ি এলাকায় সেচ একটি বড় সমস্যা।
- ৪) কফি গাছ বিক্ষিপ্তভাবে মিলিবাগ (Mealybug) পোকাকার আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে।
- ৫) কফি গাছের কিছু ডালে ডাই ব্যাক (Die back) রোগ দেখা গেছে।
- ৬) কতিপয় স্থানে কফি গাছে শিকড় পচা (Root rot) রোগ দেখা গেছে।
- ৭) মিলিবাগ বা ডাই ব্যাক রোগ ভৌত বা রাসায়নিকভাবে দমন করার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান খুবই সীমিত।
- ৮) কফি চেরি/বেরি প্রক্রিয়াকরণের ওপর বাস্তবমুখী (Hands-on) প্রশিক্ষণ এবং কিছু যন্ত্রপাতি সহজলভ্য হওয়ায় খাগড়াছড়িতে কফি শপের উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

-) খাগড়াছড়িতে কফির একটি ভালো বিপণন চ্যানেল (Marketing Channel) তৈরি হয়েছে, তবে বান্দরবান ও রাঙামাটিতে এর এখনও অভাব রয়েছে।
-) বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে কফি তিন পার্বত্য জেলায় নিজের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যদিও ফসল ব্যবস্থাপনা, গুণগত প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক বিপণন বিষয়ে এখনো জ্ঞানের অভাব রয়েছে।
-) বেসরকারি খাতের (আবুল খায়ের গ্রুপ) কফি চারাগাছের মান ভালো নয়, যা চূড়ান্তভাবে ফসলের ফলন এবং দীর্ঘস্থায়িত্বকে ব্যাহত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরামর্শ

-) সামগ্রিক ফসল ব্যবস্থাপনা (সার প্রয়োগ, সেচসূচি, মালচিং, আগাছা দমন, বালাই ব্যবস্থাপনা, ছায়ার প্রভাব-উপযুক্ত ছায়া প্রদানকারী গাছ, ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ) নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী (২-৩ বছর) অন-স্টেশন (গবেষণা কেন্দ্র) এবং অন-ফার্ম (কৃষকের মাঠ) ট্রায়াল বা পরীক্ষা প্রয়োজন।
-) যেখানে সম্ভব, বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক (সংযোগকারী পাইপসহ) সরবরাহ করা প্রয়োজন।
-) এলাকাভিত্তিক উপযোগী জাতের আরও বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য আরও জিন পুল (Genetic pool) অনুসন্ধান করতে হবে।
-) আম বাগানের ভেতর সাথী ফসল হিসেবে চাষের ক্ষেত্রে-আমের গাছে কীটনাশক স্প্রে করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে কফি বেরি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
-) সুস্থ চারা তৈরির জন্য স্থানীয় নার্সারি মালিক (LSP) এবং লিড কৃষকদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
-) দক্ষ প্রক্রিয়াকরণের জন্য লিড কৃষক, এলএসপি এবং উদ্যোক্তাদের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।
-) কফি বেরি প্রক্রিয়াকরণের ধাপে ধাপে (খেসা ছাড়ানো থেকে গুড়ো করা পর্যন্ত) জোরালো বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
-) খরচ কমানোর পাশাপাশি গুণগত মান বাড়াতে দেশের ভেতরেই বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হবে। এ কাজে বারি (BARI) ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য) সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
-) স্পটেই পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃষকদের মাঠে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন বাড়াতে হবে।
-) নিরাপদ কফি উৎপাদনের জন্য আইপিএম (IPM/সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা) চালু করা প্রয়োজন।
-) কফি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি প্যাকেজ তৈরির জন্য অন-স্টেশন এবং অন-ফার্ম পরীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কাজুবাদাম (Cashew Nut)

মাঠ পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ

-) তিন পার্বত্য জেলা এবং বারির তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে খাগড়াছড়ি ও রাইখালিতে কাজুবাদাম গাছ বেশ দৃশ্যমান।
-) জাত অবমুক্তকরণের পর অবিলম্বে কৃষকের মাঠে কাজুবাদাম পরীক্ষা ও প্রদর্শন করা উচিত।
-) ঝড়ে কাজুবাদাম গাছ হেলে পড়া (Lodging) এবং উপড়ে যাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা এবং এটি এর বিস্তার ও স্থায়িত্বের জন্য একটি হুমকি।
-) দীর্ঘমেয়াদী ফসল হিসেবে, রোপণের ৩/৪ বছর পর ফল ধরে। তাই কৃষকরা কেবল ফল পেতে শুরু করেছেন।
-) বান্দরবানে কাঁচা কাজুবাদাম বিপণন ব্যবস্থা টেকসই, কারণ এখানকার পুরনো গাছগুলো ভালো পরিমাণে বাদাম উৎপাদন করে। কিছু প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের এজেন্ট বান্দরবান, বিশেষ করে থানচি উপজেলা থেকে এগুলো সংগ্রহ করে।
-) নতুন ফসল হিসেবে বাজারজাতকরণযোগ্য কাজুবাদামের দক্ষ প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে গবেষক এবং কৃষকদের জ্ঞান খুবই সামান্য।
-) পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজুবাদাম চাষ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে এখনও দীর্ঘ পথ বাকি।

পরামর্শ

- ১) প্রতিটি চারার উন্নত মূল বা শিকড় ব্যবস্থার পাশাপাশি হেলে পড়া ব্যবস্থাপনার পরীক্ষা নেওয়া দরকার; গভীর প্রধান মূল (Tap root) বিশিষ্ট গাছের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফটিং বা কলম পরীক্ষা করা যেতে পারে।
- ২) উন্নত মূল ব্যবস্থার পাশাপাশি ভালো ফলনশীল আরও জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity) খুঁজে বের করতে হবে।
- ৩) মেশিনের সাহায্যে বড় আকারে বাদাম প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি, স্থানীয়ভাবে হাতে চালিত ছোট যন্ত্রপাতি তৈরি ও সহজলভ্য করতে হবে যাতে ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের বাড়িতেই কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত করতে পারেন এবং সুবিধা পান। এ কাজে বারির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য) সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ৪) কাজুবাদাম উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি প্যাকেজ তৈরির জন্য অন-স্টেশন এবং অন-ফার্ম পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

খ. প্রকল্পের সমতলভূমি এলাকা পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের সমতল ভূমি এলাকা মধুপুর (টাঙ্গাইল) পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য পরামর্শক দলের টিম লিডার (ড. মো: ইউসুফ আলী) ও কৃষি অর্থনীতিবিদ (ড. মো: আব্দুর রশীদ)-এর সমন্বয়ে ২৮ জুন ২০২৬ সকাল ৭:৩০ টায় টাঙ্গাইলের মধুপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সকাল ৯:১৫ মিনিটের দিকে টাঙ্গাইল ওএফআরডি (OFRD), বারি কার্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে গবেষণা সহায়ক ড. এম আশিকুর রহমানের সাথে মধুপুরে কফি ও কাজুবাদাম চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি লিখিত উত্তর দিয়ে তাদের কেআইআই -তে সাহায্য করেন। পরামর্শক দল ১০:৩০ টায় মধুপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সকাল ১১:৩০



মধুপুর, টাঙ্গাইলে কৃষকের কফি বাগান পরিদর্শন ও আলোচনা

টার দিকে সেখানে পৌঁছান। সেখানে চাষী কাউসার হোসেন লেনিনের উঠানে গাছের ছায়ায় একটি দলগত বৈঠক (এফজিডি) আয়োজন করেন। চাষী তার রোপণ করা কাজুবাদাম ফল দিয়ে পরামর্শক দলকে আপ্যায়ন করেন। তার বাড়িটি কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি হাব (কেন্দ্র) হবে, কারণ তিনি বারি থেকে বিভিন্ন কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিন পেয়েছেন। তবে কাজুবাদাম এবং কফি উভয়ের জন্যই জীবন্ত নমুনা সহ চাষীদের ব্যবহারিক প্রদর্শনী প্রয়োজন। লেনিনের বাগানে ২.৪ একর জমিতে ৬০০টি কাজুবাদাম গাছ রয়েছে, যেগুলোর বৃদ্ধি চমৎকার দেখাচ্ছে। ফল এই প্রথমবার মাত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এই বাগান থেকে ভালো পরিমাণে কাজুবাদাম ফল সংগ্রহ করা যেতে পারে। পরামর্শক দল প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পবিত্র কুমারের নির্দেশনায় কফি বাগানের কিছু চাষীদের মাঠও পরিদর্শন করেন। কফি বেরি এ বছর কেবল ফলন এসেছে। চাষী কাজুবাদাম ও কফি চাষে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রধান সমস্যাগুলো ছিল ডাই ব্যাক রোগ এবং মূল পচা, যার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। শ্রমিকের সংকট এবং কম তদারকির কারণে একজন নারীর (নার্গিস বেগম) কফি ক্ষেতের আগাছা সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয়নি। সমস্ত কফি ও কাজুবাদাম বাগান দেখভাল করার জন্য প্রকল্প কর্মীদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। পরামর্শক দল গারো বাজার এলাকার একজন অগ্রগামী শীর্ষ কফি চাষি সানোয়ার সাহেবের বাগানও পরিদর্শন করেন। তিনি কফি বিন পাল্লিং এবং শুকানোর পরপরই ঢাকার নিরাপদ খাদ্যের দোকানে (Safe food shop) এবং কিছু চিকিৎসকের কাছে বিক্রি করছেন। তারা এটি ওষুধি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। তিনি এটি প্রতি কেজি ২২০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। সানোয়ার যেমনটা জানিয়েছেন, তিনি তার পণ্যের ব্র্যান্ডিং অর্জন করেছেন এবং তাই ভালো মূল্য পাচ্ছেন। পরামর্শক দল সন্ধ্যায় সমতল ভূমি এলাকার তথ্য সংগ্রহ শেষে টাঙ্গাইল ত্যাগ করেন।

২৯ জুন ২০২৬ তারিখে পরামর্শক দল বারির উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. কাওসার আহমেদ এবং বিজ্ঞানী ড. আশরাফুল আলমের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারপর পরামর্শকবৃন্দ প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কৃষকদের সাথে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে দলীয় আলোচনা করেন। আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন যে গাজীপুর স্টেশনে অ্যারাবিকা (বারি কফি ২) ভাল পারফর্ম করেছে, যেখানে ‘বারি কফি ১’ বা রোবাস্টারের পারফরম্যান্স খারাপ এবং কার্যত কোনো ফলন দেয়নি। তাই কফির



পরামর্শক দল কর্তৃক মধুপুর, টাঙ্গাইলে কাজুবাদাম প্রদর্শনী পরিদর্শন

জাতের অঞ্চলভিত্তিক সুপারিশের জন্য আগামী বছরগুলোতে অঞ্চলভিত্তিক আরও বেশি অন-ফার্ম গবেষণা স্থাপন করতে হবে বলে পরামর্শক দল মতামত ব্যক্ত করেন। ২০২৪ সালে, এই স্টেশনটি ২৩ কেজি শুকনো কফি ফলন পেয়েছিল এবং গত বছর (২০২৫) ২৮ কেজি শুকনো কফি উৎপাদন করতে পেরেছিল। তারা সফলভাবে এটি প্রক্রিয়াজাত করেছে এবং ব্যবহার করেছে, যদিও শুকানো এবং গুড়ো করার ক্ষেত্রে আরও নিখুত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণের জন্য আরও ফসল কাটার পরবর্তী (post harvest) গবেষণা প্রয়োজন। এ বছর তারা ২,০০০টি কাজুবাদাম উৎপাদন করতে পেরেছে এবং সেগুলো চারা উৎপাদনের জন্য বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পরামর্শক দল তাদের কাজুবাদাম ও কফির ট্রায়াল ফিল্ড পরিদর্শন করেন, বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক। তবে কিছু কফি গাছে ডাইব্যাক রোগ পাওয়া গেছে।

সমতল এলাকা (গাজীপুর এবং মধুপুর) মাঠ পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ

কফি (Coffee)

- । মধুপুরে কৃষকের মাঠে, বিশেষ করে বারি কফি-২ বা অ্যারাবিকাতে বেরি (ফল) আসতে শুরু করেছে।
- । মাঠজুড়ে মাঝারি আকারে ডাই ব্যাক রোগ দেখা গেছে।
- । কিছু কৃষকের মাঠে পুষ্টির অভাব এবং দুর্বল আগাছা ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা গেছে।
- । প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা কৃষকদের মাঠ কম তদারকি এবং অনিয়মিত পরিদর্শনের লক্ষণ রয়েছে।
- । কিছু ক্ষেত্রে কৃষক নির্বাচন এবং স্থান নির্বাচন সঠিক ছিল না।
- । মধুপুরের যেসকল কৃষক আগাম বেরি উৎপাদন করেছিলেন। বেরি সংগ্রহের পর কী করতে হবে তা না জানার কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়। প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সময়মতো কৃষকদের তথ্য জানাতে বা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- । মধুপুরে এখনও সঠিক ক্রেতার অভাব রয়েছে। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ এখনও কম। কিছু অগ্রসর কৃষক পাল্লিং (খোসা ছাড়ানো) করার পর নিজস্ব গোপন চ্যানেলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য হিসেবে কফি বাজারজাত করছেন।
- । গাজীপুরে বারি সদর দপ্তরে চমৎকার ফসল ব্যবস্থাপনা দেখা গেছে এবং বারি কফি-২ এ ভালো ফলন এসেছে।
- । গাজীপুর এইচআরসি (HRC) কেন্দ্র চূড়ান্ত পর্যায় (অর্থাৎ রোস্টিং এবং গ্রাউন্ডিং/গুড়ো করা) ছাড়া প্রক্রিয়াকরণের অন্যান্য ধাপে দক্ষতা অর্জন করেছে।
- । গাজীপুরে বারি কফি-২ এ প্রচুর ফলন হচ্ছে, কিন্তু বারি কফি-১ এ সামান্য বা কোনো ফলন হয়নি।
- । গাজীপুরের জন্য কৃষক (শ্রীপুর, কাপাসিয়া) এবং মাঠ নির্বাচন ও তদারকি উপযুক্ত ছিল না।
- । গাজীপুর কেন্দ্রে কফি প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রপাতি পৌঁছেছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাজুবাদাম (CashewNut)

- ১) মধুপুরে কৃষক কাউসার হোসেন লেলিনের প্লটে ২.৪ একর জমিতে ৬০০টি গাছ নিয়ে একটি ভালো কাজুবাদাম বাগান দেখা গেছে। বাদাম ধরা শুরু হয়েছে এবং অল্প ফলন দিচ্ছে; দীর্ঘমেয়াদী ফসল হিসেবে আগামী বছরগুলোতে ভালো ফলন আশা করা যাচ্ছে।
- ২) বারি, গাজীপুরে কাজুবাদামের পারফরম্যান্স ভালো। তারা ২০০০টি বাদাম পেয়েছেন, যা চারা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ৩) মধুপুরের কৃষকের কাছে কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রপাতি পৌঁছেছে, কিন্তু প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে কোনো বাস্তব জ্ঞান নেই।

পরামর্শ

- ১) পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি প্যাকেজ তৈরির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা ট্রায়াল গ্রহণ করা দরকার।
- ২) বারি সদর দপ্তর যেখানে জায়গা ফাঁকা আছে, সেখানে রাস্তার পাশে রোপণের জন্য এই বড় পাতা বিশিষ্ট গাছটি ব্যবহার করতে পারে।
- ৩) কাঁচা বাদাম ছোট পরিসরে প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রপাতিও তৈরি করতে পারে।

প্রকল্পের উন্নত পারফরম্যান্সের জন্য সাধারণ পরামর্শসমূহ

- ১) প্রকল্পের মেয়াদ দীর্ঘমেয়াদী (কমপক্ষে ১০ বছর) হওয়া উচিত, যেহেতু কফি বেরি বা কাজুবাদাম রোপণের তিন বছর পর আসতে শুরু করে এবং ৭-৮ বছর থেকে ২০ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ফলন দেয়।
- ২) ব্যাক-আপ হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য একজন পিডি (Project Director) এবং একজন ডিপিডি (Deputy Project Director) থাকা উচিত। সেই সাথে নতুন ফসল হিসেবে দুইজন প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা (Technical Adviser) থাকা উচিত।
- ৩) প্রকল্পের কার্যক্রম সূচারু ও সময়মতো পরিচালনার জন্য বারির উচিত অন্যান্য সরকারি সংস্থার পিডি মহোদয়দের মতো ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের পিডি মহোদয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা সমস্ত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।
- ৪) কফি এবং কাজুবাদাম উভয়ই বাংলাদেশে সাধারণত নতুন ফসল, তাই সমস্ত অংশীজনদের (Stakeholders) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রকল্প শুরুর দিকে বারির অংশে প্রশিক্ষণের কোনো খাত বা বরাদ্দ ছিল না।
- ৫) এই নতুন উচ্চমূল্যের ফসলের সফল ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদনের জন্য মাঠ তদারকি, পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত কৃষকদের মাঠ পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি। তাই টিএ/ডিএ (TA/DA) এবং পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা উচিত। বর্তমান প্রকল্পে এমন কোনো বরাদ্দ নেই, যার কারণে পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত ছিল না।
- ৬) প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনার জন্য বিজ্ঞানী/বৈজ্ঞানিক সহকারী/দক্ষ শ্রমিকদের পাশাপাশি প্রধান কেন্দ্রগুলোতে কয়েকজন মেকানিক কাম প্রসেসর নিয়োগ করা উচিত।
- ৭) যেহেতু প্রকল্পের স্টাফরা অস্থায়ী (প্রতিষ্ঠানের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই), তাই তাদের বেতন সরকারি স্কেলে না হয়ে অনেক বেশি (এককালীন/ল্যাম্পসাম) হওয়া উচিত। এটি অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত স্টাফদের কাছ থেকে উন্নত সেবা নিশ্চিত করবে।
- ৮) পাহাড়ি এলাকার জন্য অতিরিক্ত পরিবহন খরচ প্রয়োজন, কারণ এগুলো দুর্গম এবং যাতায়াত কিছুটা কঠিন এবং প্রায়শই সমতল ভূমির চেয়ে ব্যয়বহুল।
- ৯) ফসল এবং প্রক্রিয়াকরণ/বিপণন দেখে শেখার জন্য স্টাফ/কৃষক/উদ্যোক্তাদের জন্য এক্সপোজার ভিজিট (Exposure visit) কাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ১০) উপযুক্ত উৎপাদন প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিকীকরণের উপায়গুলো দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অন্যান্য কৃষক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিজ্ঞানীদের সাথে সফল উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি শেয়ার করতে প্রতিটি স্থানে মাঠ দিবস/কৃষক দিবস/প্রদর্শনী আয়োজনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ১১) এই দুটি অর্থকরী ফসলের উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য ভবিষ্যৎ প্রকল্পে এমএস/পিএইচডি (MS/PhD) পর্যায়ে গবেষণার সুযোগসহ গভীর গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৩.৮ এফজিডিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

সর্বশেষ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার আওতায় ৫টি উপজেলায় FGD পরিচালিত হয়েছে। উপজেলাগুলো হলো: টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর, সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, রাঙ্গামাটি জেলার রাইখালি, খাড়াছড়ি জেলার রামগড়, সদর উপজেলা। FGD পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, স্বল্প সময়ে একটি এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবী/সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মত বিনিময় করে উক্ত এলাকার প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র তুলে আনা। FGD পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প থেকে সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির ও মতামতের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি FGD-তে ১২-১৩ জন বিভিন্ন পেশাজীবীর/ উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন উপকারভোগী কৃষক (মহিলা ও পুরুষ), উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রকল্প এলাকার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। FGD-তে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের সাথে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল কফি ও কাজুবাদাম শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ, সঠিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন সমস্যা, ব্যবসায়িক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে জানা। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে উপস্থিত উপকারভোগী/পেশাজীবীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।



এফজিডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিম্নে দেয়া হলো:

- শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর থেকে মে) মাটির আর্দ্রতার সীমাবদ্ধতা কফি গাছ টিকিয়ে রাখতে এবং ভালো ফলন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। কিন্তু পাহাড়ের ঢালে সেচের সুযোগ খুবই সীমিত, তাই বড় প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক দিয়ে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা (Rainwater harvesting) একটি ভালো বিকল্প।
- মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করতে, আগাছা দূর করতে এবং সেচের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে কফি গাছের গোড়ায় মালচিং (শুকনো খড়, শুকনো আগাছা বা পলিথিন মালচ ব্যবহার করে) করা উচিত।
- যেখানে প্রবাহমান ঝর্ণা (ছড়া) বা খাল রয়েছে, সেখানে সোলার পাম্প বা এলএলপি (খচ/লো লিফট পাম্প) ব্যবহার করতে হবে।
- পাহাড়ি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে মিলিবাগের আক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে যা গাছের বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে।
- পাহাড়ি এলাকার পাশাপাশি সমতল এলাকাতেও ডালের ডাই ব্যাক রোগ সাধারণ বিষয়।
- পাহাড়ি এলাকায় যেখানে পানি দ্রুত নেমে যায় না, সেখানে ফুট রট (Foot rot/গোড়া পচা) রোগ দেখা গেছে।
- মধুপুরের মতো কিছু পাহাড়ি ও সমতল এলাকায় কফির দুর্বল আন্তঃপরিচর্যা ব্যবস্থাপনা দেখা গেছে, কারণ কৃষকরা অন্যান্য ফসলের মতো অবিলম্বে ফলন আশা করেন।
- কৃষকের কফি মাঠে ছাঁটাই (Pruning) এবং সার/গোবর প্রয়োগ, সেচের অভাবের কথা জানা গেছে, বিশেষ করে বারি কফি-১ (রোবাস্টা) এর জন্য।
- কফি সহজেই আনারস, কলা, সর্জিনা, ফাঁকা আম বাগান বা যেকোনো কম ছায়া বিশিষ্ট কাঠের গাছের সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।
- বারি কফি-১ (রোবাস্টা) এর তুলনায় বারি কফি-২ (অ্যারাবিকা) সব স্থানেই ভালো ফলাফল দিচ্ছে। তবে খাগড়াছড়িতে বারি কফি-১ ভালো করছে।
- মধুপুর ও আরোও কিছু এলাকার কৃষকরা এখনও কফির পাল্লিং এবং কফি বেরির পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে খুব কম জানেন, তাই সদ্য সংগৃহীত বেরি বিক্রি করে কম দাম পাচ্ছেন।
- বিভিন্ন স্থানে ক্রেতাদের ওপর নির্ভর করে তাজা বেরি ১২০-২০০ টাকা/কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চূড়ান্ত গুঁড়ো কফি ২০০০-২৫০০ টাকা/কেজি দরে বিক্রি হয়। পাল্লড ও শুকনো কফি ৬০০ টাকা/কেজি দরে বিক্রি হয়,

পার্চমেন্ট এবং শুকানোর পর গ্রিন বিন (সবুজ কফি বিন) ১৩০০ টাকা/কেজি দরে বিক্রি হয়। তবে মধুপুরের কিছু অগ্রসর কৃষক ব্র্যান্ডের দোকানে/চিকিৎসকদের কাছে নিরাপদ খাদ্য হিসেবে শুধু পাল্লড শুকনো কফি ২০০০-২২০০ টাকা/কেজি হারে বিক্রি করেন।

- খাগড়াছড়িতে কিছু কোম্পানির এজেন্ট, মধ্যস্থত্বভোগী, স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং কফি শপের মাধ্যমে কফির বিপণন চ্যানেল গড়ে উঠেছে। অন্যান্য এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কফির বিপণন চ্যানেল গড়ে তুলতে হবে।
- খাগড়াছড়িতে এবং রাঙামাটিতে বেশ কয়েকটি কফি শপ স্থাপিত হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কফি নিয়ে আরও শপ স্থাপন করা প্রয়োজন, কারণ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পরেই এই এলাকাটি পর্যটকদের প্রধান কেন্দ্র।
- কৃষক এবং উদ্যোক্তারা কফি উৎপাদন ও বিপণনে উৎসাহী।
- কাজুবাদামের প্রধান সমস্যা হলো, গাছ হেলে পড়া এবং অগভীর মূলের কারণে মাঝে মাঝে গাছ উপড়ে যাওয়া।
- কৃষকরা যারা কিছুটা ফলন পেয়েছেন তারা বেশিরভাগই তাজা কাজুবাদাম ফল ১৮০-২০০ টাকা/কেজি দরে বিক্রি করেছেন, কারণ তারা প্রক্রিয়াকরণ জানেন না।
- বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলায় প্রচুর সংখ্যক পুরনো কাজুবাদাম গাছ রয়েছে। প্রতি বছর এই এলাকার কৃষকরা প্রায় তিন (৩) কোটি টাকা মতো কাজুবাদাম বিক্রি থেকে থাকেন। অন্যান্য পার্বত্য জেলা এবং সমতল ভূমির তুলনায় বান্দরবান অঞ্চলে কাজুবাদাম বিপণন সহজ।
- কাজুবাদাম গাছ সহজেই আনারস এবং অন্যান্য দূরত্বের ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।
- কাজুবাদাম গাছে সেচের সমস্যা কম। এখন পর্যন্ত সেখানে পোকাকার আক্রমণ খুবই সীমিত।

৩.৯ কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

সর্বশেষ মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১১টি উপজেলায় বিএআরআরআই এবং হার্টিকালচার সেন্টারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে KII পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি KII-তে নির্বাচিত প্রশ্নমালা/গাইডলাইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও পরামর্শক দল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে অনুসন্ধানী পরামর্শ ও আলোচনার আয়োজন করেন, যেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিটি KII-এ ১ জন উত্তরদাতা ছিলেন। এজন্য প্রয়োজনীয় যাচাইপত্র/নির্দেশাবলী প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে।



বারি সদর দপ্তরের পরিচালক ড. কাওসার আহমেদ এবং বিজ্ঞানী ড. আশরাফুল আলমের সাথে পরামর্শকবৃন্দের আলোচনা

KII থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিম্নে দেয়া হলো:

- বাংলাদেশে নতুন হওয়ায় এই দুটি উচ্চমূল্যের ফসল সম্পর্কে জ্ঞান অগভীর বা সীমিত।
- তিন পার্বত্য জেলা এবং কিছু সমতল এলাকায় এই দুটি ফসলের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।
- তাজা অবস্থায় বা প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় বিক্রি করলে ভালো অর্থনৈতিক রিটার্ন পাওয়া যায়। তবে ভ্যালু এডিশন বা মূল্য সংযোজনের কারণে প্রক্রিয়াজাত কফি বা কাজুবাদাম থেকে উচ্চ রিটার্ন আসে।
- কফি এবং কাজুবাদামের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ওপর আরও গবেষণার প্রয়োজন।
- প্রক্রিয়াকরণকে সহজ এবং কম ব্যয়বহুল করতে কফি ও কাজুবাদামের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি তৈরি করা অপরিহার্য।
- প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য কফি এবং কাজুবাদামের বিপণনের ওপর ভ্যালু চেইন (Value chain) গবেষণা প্রয়োজন।

- নতুন ফসল হওয়ায় গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের জন্য গভীর ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা জরুরি। কিন্তু প্রকল্পের শুরুতে বারির অংশে প্রশিক্ষণের কোনো বিধান ছিল না।
- টিএ/ডিএ-র জন্য কোনো তহবিল ছিল না কিন্তু নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।
- তহবিল ছাড়া নিয়মিত ছিল না, প্রায়শই অনেক দেরি হতো যা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রমের সময়োপযোগী পদক্ষেপকে ব্যাহত করেছে।
- চারা উৎপাদন, গবেষণা প্লট স্থাপন, কৃষকদের সাথে নিয়মিত তদারকি ও যোগাযোগ এবং বিভিন্ন কোম্পানির বিপণন এজেন্টদের সাথে লিঙ্কেজ তৈরির জন্য প্রতিটি দুর্গম এলাকার জন্য জনবল খুবই সীমিত।
- চলমান কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর (বিনা খরচে মেয়াদ বৃদ্ধি/No-cost extension) বাড়ানো উচিত এবং ফসলের দীর্ঘমেয়াদী জীবনচক্রের কারণে ফসলের স্থায়িত্ব ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য প্রকল্পের ২য় পর্যায় আরও পাঁচ (৫) বছরের জন্য অনুমোদন করা উচিত।

৩.১০ ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাহাড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, খাগড়াছড়ি এবং ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে ১২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে ঢাকার বিএআরসি (BARC)-তে 'কফি ও কাজু বাদাম গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (বিএআরআই অঙ্গ)'-এর কার্যক্রমের চূড়ান্ত মূল্যায়নের ওপর একটি ভ্যালিডেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ মনজুরুল কাদির এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকার বিএআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মোঃ আবদুস সালাম। কর্মশালাটি সম্বলনা ও সেই সাথে স্বাগত বক্তব্যও প্রদান করেন অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও সিএড. মো. আবদুস সাত্তার, সিএসও, পাহাড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, খাগড়াছড়ি। এতে বিএআরআই-এর ৪৫ জন উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কৃষক ও উদ্যোক্তাবৃন্দ, মূল্যায়ন দলের পরামর্শকগণ এবং কনসাল্টিং ফার্মের নির্বাহী জনাব এম. এ. মান্নান উপস্থিত ছিলেন।



কর্মশালায় পরামর্শক দলের টিম লিডার ড. মো: ইউসুফ আলী প্রতিবেদনের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তাছাড়াও সমাজবিজ্ঞানী (ড. মো: আব্দুর রশিদ), উদ্যানতত্ত্ববিদ ড. মো. মহি উদ্দিন এবং ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল -এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মো: আব্দুল মান্নান) সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করেন ও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

কর্মশালার প্রধান প্রধান আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলো:

- । প্রতিবেদন উপস্থাপন ও প্রতিবেদনের ওপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন
- । প্রকল্পের ফলাফল/ফাইন্ডিংস উপস্থাপন
- । প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ
- । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পাহাড়ি ও সমতলা এলাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা
- । কফি ও কাজুবাদাম চাষের প্রধান সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা
- । প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ তুলে ধরা এবং
- । সাধারণ পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা।

কর্মশালা হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা/পরামর্শগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- । কৃষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং এটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে
- । সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষে বেশি নজর দেয়া প্রয়োজন
- । প্রকল্প কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কাজ জোরদারের জন্য টিএ/ডিএ দেয়া প্রয়োজন
- । কফি ও কাজুবাদামের ব্রান্ডিং করতে হবে
- । মার্কেট সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে
- । কফি এবং কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে
- । প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের অপরিপূর্ণতা আছে
- । বাজারজাতকরণ এবং ভ্যালুচেইন ডেভেলপ করতে হবে
- । প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতায়ন করতে হবে
- । ক্রয়সংক্রান্ত জিনিসগুলোর বর্তমান অবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- । রুট পদ্ধতি এবং গ্রাফটিং পদ্ধতি নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন
- । প্রসেসিং প্রযুক্তি দরকার যা বারি কর্তৃক উদ্ভাবন করে ডিএই কে সরবরাহ করতে হবে বলে
- । কৃষক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রসেসিং-এর প্রযুক্তি দরকার
- । আমদানী কমানোর জন্য দেশীয় কফি ও কাজুবাদাম চাষীকে আরো সুবিধা প্রদান করে এ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে। স্বল্পসুদে কৃষকের ঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে কফি ও কাজুবাদাম চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ জোরদার ও উন্নত হবে, উৎপাদন বাড়বে এবং দেশীয় উৎপাদিত কফি ও কাজুবাদাম দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হবে
- । কৃষক পর্যায়ে কফি ও কাজু বাদাম চাষের আরো উন্নত প্রযুক্তি দরকার এবং সেজন্য বারিকে আরো গবেষণা করতে হবে
- । পাহাড়ি এলাকায় কফি এবং কাজুবাদামের চাষ এলাকা আরো বৃদ্ধি করা দরকার
- । প্রতিবেদনের স্ট্রাকচার ToR অনুযায়ী অথবা আইএমইডি'র স্ট্রাকচার অনুসরণ করা যেতে পারে
- । ফিজিবিলিটি স্টাডি ছিল কি না তা উল্লেখ করতে হবে যদি না থাকে ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ফিজিবিলিটি স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করতে হবে। প্রকল্পের এক্সিট প্লানে তা উল্লেখ করতে হবে
- । চারা তৈরি পলিবাগের সাইজ আরো বড় (কমপক্ষে ১৪ ইঞ্চি) করতে হবে
- । প্রসেসিং এর জন্য মেশিন সংক্রান্ত গবেষণা দরকার। R&D এর সুযোগ আছে
- । কফি ও কাজুবাদামের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করতে হবে
- । বারি'র সকল পাহাড়ি অঞ্চলকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা
- । পাহাড়ি অঞ্চলভেদে প্রসেসিং প্রযুক্তি দরকার সে অনুযায়ী কাজ করা
- । পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে চিন্তা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে
- । ভবিষ্যৎ প্রকল্প করলে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প করতে হবে এবং সেখানে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই থাকতে হবে
- । চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে হার্টিকালচার সেন্টারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- । শেরপুর একং বিনাইগাতিতে কফি চাষের সুযোগ আছে তাই এই দুই জেলাকে প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে
- । প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান থাকতে হবে

৩.১১ কাজুবাদাম ও কফি চাষে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলার উপায়

কাজুবাদাম এবং কফি চাষে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বা সীমাবদ্ধতা আছে। কীটপতঙ্গ ও রোগের শিকার, অনাকাঙ্ক্ষিত আবহাওয়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণে স্থানীয় জ্ঞানের অভাব, সেইসাথে ফসলে সেচের জন্য ইনপুট, প্রযুক্তি এবং পানির অভাব, কম ফলন এবং নিম্ন মানের পণ্য প্রধানত কাজুবাদাম ও কফি চাষের সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করে। নিম্নে কাজুবাদাম ও কফি চাষের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা বর্ণনা করা হলো।

৩.১১.১ কাজুবাদাম ও কফি চাষে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ

কফি ও কাজুবাদাম চাষের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- উন্নত মানের চারা ও প্রযুক্তির সীমিত প্রাপ্যতা
- খরা ও সেচের সমস্যা
- নতুন ফসল হওয়ায় সর্বোপরি প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব
- প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ সমস্যা
- কৃষকের আর্থিক সমস্যা
- নতুন ফসল হওয়ায় পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ
- পাহাড়ি এলাকায় মনিটরিং কাজে যাতায়াতের সমস্যা
- প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অপরিপািততা
- বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের সীমাবদ্ধতা
- কৃষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন
- অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও যোগাযোগ সমস্যা।

৩.১১.২ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

কফি ও কাজুবাদাম চাষের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক সোলার পাম্প স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে
- সংযোগ পাইপসহ প্লাস্টিকের পানির ট্যাংক বসানো যেতে পারে
- সর্বোপরি প্রযুক্তি জ্ঞানের উপর দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- উন্নত মানের চারা সরবরাহ করতে হবে
- প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সরবরাহ করতে হবে
- বাজার তৈরি ও মার্কেট লিঙ্কেজ স্থাপন করতে হবে
- সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে
- মনিটরিং ব্যবস্থা যোরদার করতে হবে এবং
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলা করে কাঙ্ক্ষিত ফলন অর্জন করতে পারলে দেশে আমদানি নির্ভরতা কমনোর মাধ্যমে পাহাড়িসহ সমতল অঞ্চলে কাজুবাদাম ও কফি চাষে জড়িত কৃষক-কৃষাণীদের আয় বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে; সেই সাথে বৈদেশিক মূদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

৩.১২ কাজুবাদাম ও কফি চাষের ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল-রাজমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান-দীর্ঘদিন ধরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি এলাকার অনাবাদি ও পতিত জমির কার্যকর ব্যবহার, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার কাজুবাদাম ও কফি চাষ উন্নয়ন, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের (বিএআরআই উল্লেখযোগ্য) যৌথ উদ্যোগে এ প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কৃষির বহুমুখীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১২.১ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো পার্বত্য অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদামের উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষের এলাকা সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য জেলা ও দেশের অন্যান্য উপযোগী জেলাসহ ৪টি বিভাগের ১১টি জেলার ২২টি উপজেলাকে প্রকল্পে এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- । কাজুবাদাম ও কফির উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- । চাষের এলাকা প্রায় ২,০০০ হেক্টর থেকে ৬,০০০ হেক্টরে উন্নীত করা;
- । প্রায় ৪৯,৫০০ কৃষক-কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- । প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- । রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলে কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, প্রদর্শনী প্লট, নার্সারি স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ এবং চারা বিতরণের মাধ্যমে কফি ও কাজুবাদাম চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি বিভাগ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ সম্প্রসারণে কাজ করেছে। ২০২৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় প্রশাসন কফি ও কাজুবাদাম চাষকে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং কৃষকদের এই ফসলের দিকে আগ্রহী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

৩.১২.২ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়া, উচ্চতা, মাটির গঠন এবং বৃষ্টিপাত কফি ও কাজুবাদাম চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অঞ্চলে আরাবিকা ও রোবাস্টা উভয় ধরনের কফি চাষের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে উৎপাদিত কফির মান আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখিয়েছে। বিশ্ববাজারে কফি ও কাজুবাদামের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কফি আমদানি করে। স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি উচ্চমানের কফি ও প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম রপ্তানির মাধ্যমে নতুন রপ্তানি খাত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এছাড়া কফি ও কাজুবাদাম উভয়ই বহুবর্ষজীবী বৃক্ষজাত ফসল। ফলে একবার বাগান প্রতিষ্ঠিত হলে বহু বছর ধরে উৎপাদন পাওয়া যায়। এতে কৃষকের দীর্ঘমেয়াদি আয় নিশ্চিত হয়। পাহাড়ি এলাকায় পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নেও এসব ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ব্র্যান্ডিং এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এসব উদ্যোগ সফল হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভবিষ্যতে দেশের প্রধান কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদন অঞ্চলে পরিণত হতে পারে।

৩.১২.৩ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রভাব

কৃষকের আয় বৃদ্ধি: কফি ও কাজুবাদাম উচ্চমূল্যের অর্থকরী ফসল। প্রচলিত জুম চাষ বা কম লাভজনক ফসলের তুলনায় এসব ফসল থেকে বেশি আয় করা সম্ভব। ফলে কৃষকদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: চারা উৎপাদন, বাগান পরিচর্যা, ফল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং বিপণনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে নারী ও যুবকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দারিদ্র্য হ্রাস: প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য কমানো। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে এবং পরিবারভিত্তিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ: কফি ও কাজুবাদাম বৃক্ষভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার অংশ। এসব গাছ পাহাড়ের মাটিক্ষয় রোধ করে, সবুজায়ন বৃদ্ধি করে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। কাঠভিত্তিক বন উজাড়ের পরিবর্তে অর্থকরী বৃক্ষচাষ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

নারীর ক্ষমতায়ন: বাগান ব্যবস্থাপনা, ফল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এর ফলে পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নও ঘটছে।



উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজুবাদাম ও কফি চাষ উন্নয়ন, গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাংলাদেশের কৃষি খাতে একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। অনুকূল জলবায়ু, বিপুল পতিত জমি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এ দুই ফসল পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। যথাযথ পরিকল্পনা, গবেষণা, বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা অব্যাহত থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে।

৩.১৩ কাজুবাদাম ও কফির প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও মার্কেট লিংকেজ

কাজুবাদাম আমাদের দেশে উৎপন্ন হলেও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে খোসাসহ বাদাম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অন্য দিকে আবার কাজুবাদাম বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। তবে দেশে বিচ্ছিন্নভাবে দেশীয় এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে কিছু কিছু বাদাম প্রক্রিয়াজাত করা হলেও এগুলোর গুণাগুণ তেমন ভালো নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করা হলে বাদামের বাণিজ্যিক মূল্য বেড়ে যাবে। তখন দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে আকর্ষণীয় মূল্যে কাজুবাদাম বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। এতে দেশের যেমন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হবে; সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

চা-কফি উৎপাদন ও আমদানির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এক দশক ধরে দেশে চায়ের চাহিদা প্রতি বছর পাঁচ শতাংশ হারে বাড়ছে। ইতিমধ্যে কফির বাজার ৫৬ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ চায়ের চেয়ে কফির চাহিদা ১১ গুণ বেড়েছে। অনেকের কাছে এক কাপ চা ছাড়া সকাল শুরু হয় বলে মনে হয় না। কিন্তু এখন কফির কাপগুলোও প্রবলভাবে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। তার মানে কফির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়ছে। আর এর বাজারও প্রসারিত হচ্ছে। খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তনকে পুঁজি করে প্রধান শিল্প গ্রুপগুলো এ বাজারে প্রবেশ করেছে। আমদানির পাশাপাশি তাদের কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে কফি চাষে বিনিয়োগ করছে।

বাংলাদেশে স্থিতিশীল কফি বাজার সুইস বহুজাতিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি নেসলে এর হাত ধরে শুরু হয়, যারা ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো এখানে কফি বাজারজাত করেছিল। এর আগে কফি এলোমেলোভাবে আমদানি করা হতো। কফি যখন সবেমাত্র এখানে বাজারজাত করা শুরু করেছিল তখন এর চাহিদা ছিল সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৩ সালে ১৩৯ টন কফি আমদানি করা হয়েছিল। সেই সময়ে বাজারের ৬৭ শতাংশ নেসলের আধিপত্য ছিল এবং কফির অর্থ কেবল ছিল ইনস্ট্যান্ট কফি।

এ শতাব্দীর প্রথম দশকেও কফির বাজার তেমন বাড়েনি। আর বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রকৃদ্ধি ছিল প্রায় আট শতাংশ। পরের দশক থেকে মূলত কফির চাহিদা আকাশচুম্বী। ইনস্ট্যান্ট কফির পাশাপাশি কফির বৈচিত্র্য বাজারে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শিল্প উদ্যোক্তারাও বিভিন্ন জায়গায় নতুন আউটলেট স্থাপনে বিনিয়োগ করেছেন। এর মধ্যে নর্থ এন্ড, গ্লোরিয়া জিস, ক্রিমসন কাপ, বারিস্তা, বাতেল এবং সেগাফ্রেডো উল্লেখযোগ্য। এমনকি ছোট উদ্যোক্তারাও শপিংমলের কোণে, চারপাশে ক্যাফে খুলেছেন এবং সর্বত্র কফি প্রেমীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিকে, বড় বড় শিল্পের পাশাপাশি সাধারণ উদ্যোক্তারাও কফি চাষে এগিয়ে আসছেন। আমদানি, কৃষিকাজ এবং বিক্রয় আউটলেট স্থাপনের জন্য একই সাথে গতিশীল হওয়া, কফি বাজারে একটি উত্থান চলছে বলে মনে হচ্ছে। আমদানি তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ২০১২ সালে ২৬৪ টন কফি আমদানি করেছিল। এক দশকের ব্যবধানে গত বছর আমদানি বেড়েছে ১,৭৪৫ টন। সেই হিসাব অনুযায়ী বলা যেতে পারে, কফির বাজার বার্ষিক গড়ে ৫৬ শতাংশ হারে সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ থেকে কফি আমদানি করে এবং, শীর্ষ দশ কফি উৎপাদনকারী দেশের আটটি সেই তালিকায় রয়েছে। তবে ৮৮ শতাংশ কফি আসছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল ও ভিয়েতনাম থেকে।

নেসলে-এর পর বাজারে আরো তিনটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান সংগঠন প্রাণ-আরএফএল, আবুল খায়ের এবং বেক্সিমকোসহ প্রায় ২৫০ টিরও বেশি কোম্পানি এখন কফি আমদানি ও বাজারজাত করছে। এর মধ্যে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ ২০১৩ সালে এই ব্যবসায় ফিরে আসে। কিন্তু তারা ২০১৭ থেকে বড় আকারে কফি আমদানি ও বিপণন শুরু করে। তারা গত বছর দেশে বাজারজাতকৃত মোট কফির ছয় শতাংশ বাজারজাত করেছিল। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ঐতিহাসিকভাবে চায়ের প্রতি অভ্যস্ত এ দেশের মানুষ এখন কফির দিকে ঝুঁকছে। এই পরিবর্তন জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফল। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কফি পান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তিনি আরও বলেন, প্রাণ-আরএফএল বাজারের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জাতের কফি বাজারজাত করার পরিকল্পনা করছে।

আবুল খায়ের গ্রুপ এএমএ ব্র্যান্ডের ইনস্ট্যান্ট কফি বাজারজাত করছে এবং বর্তমানে ভাল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বেক্সিমকো গ্রুপ কফি বাজারে সর্বশেষ সংযোজন। বেক্সিমকো ফুডস গ্রুপ ‘বাতেল’ নামের ব্র্যান্ডের কফি বাজারজাত করছে। রাজধানীর বাতেলের আউটলেটে বিক্রি হচ্ছে এই কফি। এর বাইরে এসএমবি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড সাপ্লাই

ম্যাককফি কফি বাজারজাত করেছে এবং ওমেগা ডিস্ট্রিবিউশন কফিকো এবং তোরাবিকা ব্র্যান্ডের কফি বাজারজাত করেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পার্বত্য অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে কফি চাষ করে আসছে আবুল খায়ের গ্রুপ। নর্থ এন্ড কোম্পানি প্রায় এক দশক ধরে কফি চাষে পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকদের সাহায্য করেছে। তারা নিজেদের ক্যাফেতে পার্বত্য অঞ্চলের কফি ব্র্যান্ডিং করেছে। প্রকৃতপক্ষে নর্থ এন্ড কোম্পানি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত কফি বাজারজাতকরণ শুরু করেছে। তারা কফি প্যাকেজিং করে ‘হিল ট্র্যাঙ্ক ব্রান্ড’ নামে বাজারজাত করেছে। আমদানিকারকরাই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কফি সংগ্রহ করতে চান। বাজার ভালো হওয়ায় কৃষকরাও এ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। ফলস্বরূপ, প্রতি বছর যেমন চাষের পরিধি বাড়ছে, তেমনি কফি চাষীদের সংখ্যাও বাড়ছে।

তিন পার্বত্য জেলা ছাড়াও টাঙ্গাইল, রংপুর ও নীলফামারী জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এখন বাণিজ্যিকভাবে কফির চাষ শুরু হচ্ছে। বর্তমানে, রোস্টেড এবং নন-রোস্টেড কফি আমদানিতে শুষ্ক হার ২.৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের প্যাকেটের উপর ৮৯ শতাংশ, যেখানে বাল্ক বা লট আমদানিতে এটি প্রায় ৫৯ শতাংশ। তবে ইনস্ট্যান্ট কফির ক্ষেত্রে, প্যাকেজড এবং বাল্ক আমদানি উভয়ের ক্ষেত্রেই শুষ্ক ৮৯ শতাংশ। যেসব প্রতিষ্ঠান কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেছে তারা এসব কারণে লাভবান হচ্ছে না। সুতরাং, খুচরো প্যাকেজ সরাসরি আমদানির অনুমতি না দিয়ে, যারা দেশের অভ্যন্তরে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করছেন তাদের সুবিধা প্রদান করলে নতুন বিনিয়োগ আনবে বলে বিনিয়োগকারীরা জানান।

কাজুবাদাম এবং কফি বিপণন প্রক্রিয়া

বিপণন কৌশল উৎপাদন পরিকল্পনা থেকে শুরু করা আবশ্যিক। কাজুবাদাম এবং কফির মতো নতুন উদ্ভাবিত ফসলের জন্য যা বহু-পর্যায়ে ফসল-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া খাওয়া যায় না। কাঁচা কাজুবাদাম বা কফি বিক্রি করলে খুব কম দাম পাওয়া যায়। সুতরাং, ফল এবং বেরি ফসলের উৎপাদনকারী যত বেশি প্রক্রিয়াজাত ও গ্রিডিং করবে তত বেশি দাম অর্জন করা যাবে। এই প্রেক্ষাপটে যদি ফসলগুলো একটি কমপ্যাক্ট ব্লকে উৎপাদিত হয় তবে ক্রয়কারী সংস্থাগুলোর পক্ষে উৎপাদকদের অ্যাক্সেস করা সহজ হবে। যদি এটি বিক্ষিপ্ত ব্লকে উৎপাদিত হয় তবে সেক্ষেত্রে কৃষকদের একটি গ্রুপ তৈরি করতে হবে এবং একটি মাস ও দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কালেকশন পয়েন্টে বা "সংগ্রহকেন্দ্রে" তাদের পণ্য জমা করতে হবে যা গ্রুপ নেতার দ্বারা ক্রেতার কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ব্লক বা বিক্ষিপ্ত উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকদের গ্রুপ গঠন ক্রেতার (Buyer)-এর কাছে প্রবেশ করতে এবং ন্যায্যমূল্য পেতে সহায়তা করবে। এ বিষয়ে DAE স্থানীয় কর্মকর্তা বিপণন বিভাগের স্থানীয় স্টাফদের সহায়তায় (যদি পাওয়া যায়) নির্দিষ্ট এলাকার জন্য স্থানীয় কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদন গ্রুপের জন্য বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং সভাপতি ও সচিব নিয়ে একটি স্থানীয় গ্রুপ গঠন করতে পারেন। কাজুবাদাম ও কফির বাজারজাতকরণের ব্যাপারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা; উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান; কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা; কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সার্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। তাছাড়াও কৃষি পণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করাও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্ব। তাই ‘কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের’ কাজুবাদাম ও কফির শিল্প স্থাপন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে একযোগে কাজ করলে প্রকল্পের কার্যক্রম আরো টেকসই হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে যদি এটি সম্ভব না হয় তবে DAE কিছু পার্বত্য বা সমতল জেলায় কাঁচা কাজুবাদাম ফল এবং কফি বেরি কেনার জন্য সমস্ত আগ্রহী বিপণন সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে।

৩.১৪ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan)

টেকসই পরিকল্পনা হলো এমন একটি নীতিমালা যা প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকার কৌশল বর্ণনা করে। এটি প্রকল্পের কার্যক্রমের স্থায়িত্ব, আর্থিকভাবে টিকে থাকা এবং সাংগঠনিক স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি-তে টেকসই পরিকল্পনা থাকলে দাতা সংস্থা/সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের তহবিল অর্থায়নে উৎসাহিত হয়। কারণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সুবিধা দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকা এবং সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের টেকসই পরিকল্পনা থাকলে প্রকল্পের সমাপ্তির পর এর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে জনসাধারণ প্রকল্প হতে সুবিধা ভোগ করতে পারেন। কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম সুদূর প্রসারী। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সাসটেইনেবিলিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে প্রকল্পের আওতাধীন কার্যক্রমগুলো এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ডিএই এবং বিএআরআই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট টেকসই পরিকল্পনা (Sustainable Plan) ডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজুবাদাম এবং কফি উভয়ই চিরহরিৎ এবং দীর্ঘমেয়াদি ফসল। কাজুবাদাম গাছের উৎপাদনশীল সময়কাল ৩০-৫০ বছর, অন্যদিকে কফি গাছের উৎপাদনশীল সময়কাল ২০-৩০ বছর। কাজুবাদাম ও কফির ওপর চলমান সরকারি (এণ্ডই) প্রকল্পটির মেয়াদ মাত্র পাঁচ বছর (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬)। বিশ্বজুড়ে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ (১-২ বছর) এবং দেশের পার্বত্য জেলাগুলো থেকে অল্প কিছু জার্মপ্লাজম সংগ্রহের পর চারা তৈরি করা হয়, যা পরবর্তীতে কৃষকদের মাঝে বিতরণ এবং অন-স্টেশন গবেষণার জন্য নেওয়া হয়। এভাবে কৃষকের মাঠে কার্যকরভাবে পৌঁছাতে দুই বছর সময় লেগে গেছে।

কাজুবাদাম ও কফির ফলন কেবল আসতে শুরু করেছে। কৃষকরা কফি গাছ থেকে মাত্র দুই মৌসুমে কিছু ফল (বেরি) পেয়েছেন। কাজুবাদাম ও কফি-উভয়েরই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে আরও ২-৪ বছর সময় লাগতে পারে। শুধু কফির ক্ষেত্রে কৃষকরা প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কীভাবে গুঁড়ো বা গ্রাউন্ড কফি তৈরি করতে হয় তা শিখতে পেরেছেন। কিন্তু কাজুবাদামের ক্ষেত্রে খাওয়ার উপযোগী বাদাম পেতে যে পোস্ট-হারভেস্ট বা সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রয়োজন, তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাদাম পাওয়া এখনও শুরু হয়নি।

তাছাড়া, এসব ফসল নতুন হওয়ায় বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের উভয় গাছের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। যেমন- গাছে সেচ, আগাছা দমন, জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, ছাঁটাই (প্রুনিং), পোকা-মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনার মতো নানা সমস্যার সমাধান শেখা প্রয়োজন। আর কাজুবাদামের ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে গাছের প্রধান সমস্যা-হেলে পড়া (lodging) এবং উপড়ে পড়া ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে সামলাতে হয় তা জানতে হবে।

কাজেই, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, নতুন জাত উদ্ভাবন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের ওপর জোর দিয়ে গবেষণা খামারে (অন-স্টেশন) এবং কৃষকের মাঠে প্রকল্পের কার্যক্রম অন্তত আরও ৬ বছর চালিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে- যার মধ্যে ১ বছর (২০২৬-২৭) কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়া মেয়াদ বৃদ্ধি (no-cost extension) মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখতে পরবর্তী ৫ বছর প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় (২০২৭-২০৩২) হিসেবে পরিচালিত হতে পারে।

সম্ভবত, এই উপায়ে তিনটি পার্বত্য জেলা, দেশের অন্যান্য ছোট পাহাড়ি এলাকা এবং মধুপুর গড়াঞ্চলে এই ফসলগুলোকে টেকসই ও বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) অঞ্চলের বৃক্ষশূন্য পাহাড় এবং জুম চাষের এলাকায় এই ফসলগুলো ফলানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

দুটি উদ্ভিদের মধ্যে কফি গাছ আংশিক ছায়া পছন্দ করায় এটি উপযুক্ত দূরত্বে লাগানো আম বাগানের ভেতরে আন্তঃফসল (intercrop) হিসেবে দারুণ উপযোগী। এছাড়া আনারস, কলা, কচু জাতীয় ফসল, সাজনা এবং আরও কিছু মৌসুমি ফসলের সাথেও আন্তঃফসল হিসেবে কফির চমৎকার সমন্বয় ঘটে।

যদি কোনো বাধা ছাড়া এই ফসলগুলোর সঠিক পরিচর্যা করা হয়, তবে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করেও কৃষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য তা কয়েক দশক ধরে ভালো মুনাফা বয়ে আনতে পারে বলে আশা করা যায়। কারণ কম শ্রম খরচের দরুন বাংলাদেশের কাজুবাদাম ও কফির উৎপাদন খরচ কম হবে, যা বিশ্ব বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবে।

তাছাড়া, এটি আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে; কারণ উভয় ফসলই উপযোগীকরণ বা খাওয়ার উপযোগী করতে বিভিন্ন ধাপের প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয়। ফলে এটি আরও মৌসুমি কর্মসংস্থান ও আয় তৈরি করবে এবং পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে। অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে এটি স্থানীয় পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে, কারণ দুটি ফসলই চিরহরিৎ এবং প্রতি বিঘা/বছরে ২-৪ টন কার্বন ডাই অক্সাইড (CO₂) সমপরিমাণ কার্বন শোষণ করতে পারে। যার ফলে এটি কার্বন চক্রের ভারসাম্য বজায় রাখবে, যা বনভূমি, জলজ জীব ও সামগ্রিক ইকোসিস্টেমস-কে সুস্থ রাখতে সহায়তা করবে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের কার্যক্রম বিএআরআই এর রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা আরডিপিপিতে উল্লেখ আছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে ৩০ লক্ষ টাকা গবেষণায় এবং ১০ লক্ষ টাকা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজন হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে আহরণকৃত সকল সম্পদ বিএআরআই-এর সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং সরকারি বিধান অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার জন্য মাঠ পর্যায়ে জনবল এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা আছে। বিশেষত উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হবে। এছাড়াও, প্রকল্পের উদ্ভাবন ও কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য প্রকল্প শেষ হওয়ার পর রাজস্বখাত হতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তাছাড়াও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নত জাতের ও উচ্চমানের বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা, বেসরকারি পর্যায়ে ফসল সংরক্ষণ প্রযুক্তি হস্তান্তর, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, বৃষ্টির পানি ও সৌরশক্তির ব্যবহার, বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রাখা হবে।

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আববাবপত্র/যানবাহন/নির্মাণ ও পূর্ত কাজসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির পর তা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্র, বিভাগ, আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্রসমূহের গবেষণাগারে, অফিস কক্ষ এবং গবেষণা মাঠ সংশ্লিষ্ট অফিসে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনসমূহ ফসলের গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রকল্প সমাপ্তির পরেও দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে উদ্ভাবিত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহ চাষীদের কাছে হস্তান্তরের জন্য বিজ্ঞানীদের চলাচলের কাজে ব্যবহৃত হবে। তবে, কাজু বাদাম ও কফি দীর্ঘমেয়াদী ফসল হওয়ায় এই অর্ধেক হয়ে থাকা গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কাজগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য তা যথেষ্ট হবে না। এই প্রেক্ষাপটে, অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং প্রথম পর্যায়ে মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বাড়ানোর উচিত।

প্রকল্পটি শুরু করার সময় কোন ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয় নাই। তবে ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নেয়ার সময় অবশ্যই ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে বলে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়।

৩.১৫ কেইস স্টাডি (সফলতার গল্প)

প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত ৫ জন কৃষক/কিষানীর সম্পর্কে ৫টি কেইস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে। এই কেইস স্টাডিগুলোতে প্রকল্পের কারণে তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কেইস স্টাডি সমৃদ্ধ করতে যথাসম্ভব বিশদ তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। কেইস স্টাডির তথ্য সংগ্রহে একটি গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কেইস স্টাডি উপস্থাপন করা হলো:



সফলতার গল্প-১



খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় এক কৃষক থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার সফলতার গল্প

জিতেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গ্রাম: আলুটিলা, উপজেলা: মাটিরাঙ্গা, জেলা: খাগড়াছড়ি পেশায় একজন কৃষক এবং উদ্যোক্তা। তার বয়স ২৮ বছর। পরিবারের সদস্য ৫ জন। তিনি অনার্স পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছেন। বলতে গেলে তিনি একজন শিক্ষিত কৃষক এবং উদ্যোক্তা। তাদের পারিবারিক ৩ একর পরিমাণ কৃষি উপযোগী জমি রয়েছে। তিনি লেখা-পড়ার পাশা-পাশি বাবার সাথে কৃষি বাগান দেখাশোনার কাজও করেছেন। তিনি প্রকল্প শুরুর আগে বেকার ছিলেন এবং তার ব্যক্তিগত আয়ের কোন সুযোগ ছিল না। তার ভাব্য মতে, ছোট বেলা হতেই প্রতিবেশী এক বড় ভাইয়ের স্থানীয় জাতের স্বল্প পরিসরে কফি চাষ দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

জিতেন্দ্র লাল ২০২১ সালে বারি'র কফি চাষ সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে তিনি বারি অফিসে যোগাযোগ করেন এবং কফি চাষ সম্পর্কে জানা ও চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি ৩০০ চারা নিয়ে তার নিজস্ব ১.৫ একর জমিতে রোপন করেন। তারপর ২০২২ সালে সালে পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র তথ্য কাজু বাদাম ও কফি প্রকল্পের আওতায় ২,১০০টি কফি চারা (এ্যারাবিয়া/রোবাস্টার) রোপণের মাধ্যমে তার কফি চাষের যাত্রা শুরু হয়। প্রারম্ভিক সময়ে প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী সহায়তা, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, চাষ পদ্ধতি, সার, কিটনাশক ইত্যাদি পেয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত কফি বাগান পরিচর্যা করেছেন।

২০২৫ সালে প্রথম ফসল সংগ্রহ করেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপে পা রাখেন। কফি বাগান থেকে তিনি বছরে প্রায় ১০০ কেজি কফি হার্ভেস্ট করেন। সংগৃহীত কফি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সহায়তায় সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কফির পাউডার তৈরি করেন। প্রতি কেজি সংগৃহীত কফি হতে প্রায় ২০০ গ্রাম কফি পাউডার তৈরি করা যায়। সেই হিসেবে এই কফি প্রক্রিয়াজাত করে প্রায় ২০ কেজি কফির গুড়া তৈরি করতে পারেন। কফির গুড়া ২৫০০-৩০০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেন।

প্রস্তুতকৃত কফি পাউডার নিজেই ড্রিংকস কফি হিসেবে বিক্রির চিন্তা করেন। সেইথেকে আলু টিলা পর্যটন কেন্দ্রে ২০২৫ সালে "রোবাস্টা কফি হাউজ" নামে একটি গোসারী শপ স্থাপন করেন। এই দোকানে প্রধান পণ্যই হলো তার বাগানের নিজস্ব উৎপাদিত ড্রিংকস কফি। প্রতিদিন প্রায় ৩০-৪০ কাপ কফি বিক্রি হয় এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন - চিপস, চকলেট, বিস্কুট, সফট ড্রিংকস, বোতলজাত পানি এবং ফলের ভিতর পাহাড়ী কলা ইত্যাদিও বিক্রি হয়। অক্টোবর-মার্চ পর্যন্ত ৬ মাস ড্রিংকস কফির ব্যবসায় আশানুরূপ অর্থনৈতিক সফলতা এনে দিয়েছে। প্রতি কাপ কফির মূল্য ৪০ টাকা এবং খরচ হয় ৫-৬ টাকা (দোকান ভাড়া, নিজস্ব শ্রম ইত্যাদিসহ)। এতে শুধু কফি বিক্রি থেকে মাসে প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকা (খরচ বাদে) আয় হয়। প্রকল্পে যুক্ত হয়ে তিনি লাভবান হয়েছেন এবং তার জীবন যাত্রার মান পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে।

জিতেন্দ্র লাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতির সহায়তাসহ পরিশ্রম ও পরিবেশ অনুকূল থাকলে কফি বিক্রির আয় হতে সফলতা আসবে। তিনি তার "রোবাস্টা কফি হাউজ" নিয়ে খুবই খুশি এবং গর্বিত।

সাকসেস স্টোরি

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বিএআরআই



সফলতার গল্প-২



বান্দরবন দুর্গোম
পাহাড়ের উচু টিলায়
এক কৃষকের কফি
চাষে সফলতার গল্প

মেনয়াং শ্রো, উপজেলা বান্দরবন সদর, জেলা বান্দরবন, বয়স ৬৪ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইসএসসি। পরিবার নিয়ে ওয়াইজংশন গ্রামে পাহাড়ের টিলায় বসবাস। ২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা নিয়ে তার পরিবার এবং বসবাস। বর্তমানে আমবাগান, কফি ও কাজুবাদামের চাষ করেন। তার ৫০০ শতাংশ জমি আছে। এই ৫০০ শতাংশ জমিতে তিনি চাষাবাদ করেন। তার সকল জমি পাহাড়ি টিলার উপর। তার আয়ের উৎস প্রধানত কৃষি। কৃষি জমিতে যে ফসল পেয়ে থাকেন তা দিয়ে তার পরিবার খুব ভালোভাবে চলে যায়।

তার সেই ৫০০ শতাংশ জমিতে মূলত আমবাগান করে থাকেন। প্রকল্পের সহায়তা ও পরামর্শ নিয়ে তিনি ২০২২ সালে আমগাছের সাথেই ৩০০ শতাংশ জমিতে কাজুবাদাম এবং ২০০ শতাংশ জমিতে কফি চাষ শুরু করেন। প্রকল্প থেকে উন্নতমানের চারা সংগ্রহ করেন। প্রকল্প থেকে কফি ও কাজুবাদামের আধুনিক চাষের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণও নেন। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সার ও অন্যান্য উপকরণ পেয়েছেন। নিয়মিত কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ যেমন সেচ ও বাগান পরিচর্যা বিষয়ে, রোগবালাই ও আগাছা দমন, ফসল তোলা ও হারভেস্টিং, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পেয়েছেন যার জন্য তিনি সফলভাবে কফি ও কাজুবাদাম চাষ করতে পেরেছেন।

বর্তমানে প্রতিটা কফি গাছ থেকে বছরে ৫০০-৬০০ গ্রাম কফি প্রসেস কফি ও কাজুবাদাম সংগ্রহ করতে পারছেন যার পরিমাণ আরো বারবে। তিনি তার নিজস্ব বাগান থেকে উৎপাদনের পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকের কাছ থেকে কফি ও কাজুবাদাম ক্রয় ও প্রসেস করে সেটা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। এতে করে তিনি কফি থেকে বছরে প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা এবং কাজুবাদাম থেকে বছরে প্রায় ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করেন। গাছ পূর্ণমাত্রায় ফলন দেয়া শুরু করলে বছরে ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় করার সম্ভাবনা তার রয়েছে।

এই কফি ও কাজুবাদাম চাষ করে তার আয় বেড়েছে এবং এটি তার অর্থনৈতিক সফলতা এনে দিয়েছে এবং তার জীবন যাত্রার মান পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে। সংসারের খরচ, সন্তানদের লেখাপড়া ও চিকিৎসার ব্যয় সহজেই বহন করতে পারছেন। নিয়মিত সংরক্ষণ করতে পারছেন এবং আর্থিকভাবে আগের তুলনায় বেশি স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। স্থানীয়ভাবে একজন সফল চাষী হিসেবে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন এবং স্থানীয় জনসাধারণের কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাগান পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ কার্যক্রমে তার সাথে স্থানীয় মানুষ যুক্ত হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এই প্রকল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা সফল চাষাবাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত জাতের চারা ও সঠিক পরিচর্যা উৎপাদন ও ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন ও কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ সমস্যা দ্রুত সমাধানে সহায়তা করে।

কফি ও কাজুবাদাম দীর্ঘমেয়াদী লাভজনক ফসল তাই কৃষকের উচিত ধৈর্যসহকারে তার বাগানের নিয়মিত পরিচর্যা করা।

সাকসেস স্টোরি

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, বারি



সফলতার গল্প-৩



একজন বাবুর্চি থেকে
সুন্দর কফি শপের
মালিক: জামালের স্বপ্ন

জামাল মিয়া ১৯৬৬ সালে ময়মনসিংহ জেলার একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি ছেলেবেলা থেকেই কাজের সন্ধান করতে থাকেন। তিনি ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (BAU) শামসুল হক হলের একজন মেস বয় (Mess boy) হিসেবে কাজ শুরু করেন। সৌভাগ্যবশত, ১৯৮০-এর দশকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BARI) কিছু চাকুরিজীবী বিজ্ঞানী এমএস (MS) ডিগ্রির জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। জামাল অত্যন্ত বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে তাঁদের সেবা করেন। জামালের চমৎকার রান্নার গুণে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তাঁরা জামালকে খাগড়াছড়ির পাহাড়ি গবেষণা কেন্দ্রের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (BARI) নিয়ে আসেন। জামাল সেখানে বাবুর্চি হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং ২০২৫ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যান। তিনি সমস্ত ছায়া এবং পরিদর্শনে আসা অতিথিদের কাছে একজন সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী বাবুর্চি হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে তাঁর ভালো কাজের কারণে তিনি বারির (BARI) ছায়া স্টাফ হন এবং অবসর গ্রহণের পর পেনশন পাচ্ছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিয়ে করেন এবং দুই কিশোরী কন্যার বাবা হন।

খাগড়াছড়িতে স্থানীয় কফি গাছের কিছু জার্মপ্লাজম রয়েছে, যা থেকে কিছু কফি চেরি (ফল) উৎপাদিত হয় যা দেখে উৎসাহিত হন। জামাল ২০১০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি যুক্ত করার পাশাপাশি কফি চেরি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিখতে শুরু করেন। ২০২১ সালে কাজুবাদাম ও কফি প্রকল্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে, বারির (BARI) খাগড়াছড়ি কেন্দ্রটি বারির গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান কার্যালয় (HQ) হয়ে ওঠে। জামাল আরও বেশি গাছ, বেশি কফি চেরি এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পান; তিনি পাল্লিং (টম্ফরহম), গ্রিন বিন (মৎববহ নবধহ) তৈরি, রোস্টিং (roasting) ও গ্রাইন্ডিং (grinding)-এর পাশাপাশি গরম এবং সুস্বাদু কফি পরিবেশনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

২০২৫ সালে অবসরের পর, তিনি কফি বিপণনে একজন উদ্যোক্তা হওয়ার এবং পাঁচ মাস আগে খাগড়াছড়ি জেলা শহরে একটি সুন্দর কফি শপ দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নের মতোই, তিনি একটি প্রত্যস্ত পাহাড়ি শহরে প্রথমবারের মতো একটি কফি শপ স্থাপন করার উদ্যোগ নেন যা "জামালস সিএইচটি কফি শপ" নামে পরিচিত।

তাঁর মেয়ে ও স্ত্রী তাঁকে বিভিন্ন ম্যানুয়াল, অর্ডার করা, ফুড প্যাক তৈরি এবং কফি পরিবেশন করতে সাহায্য করেন। তিনি স্থানীয় কফি চাষীদের কাছ থেকে তাজা কফি চেরি সংগ্রহ করেন, তা প্রক্রিয়াজাত করেন এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকার অভিজাত ক্রেতাদের কাছে প্রতি কেজি ২২০০-২৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। জামাল জিতেন ত্রিপুরার মতো অন্যান্য সহকর্মী উপজাতীয় কফি চাষীদের প্রতিও সদয়, যাঁদের কফি উৎপাদন ও দোকান রয়েছে কিন্তু তা প্রক্রিয়াজাত এবং মিশ্রণ করতে পারেন না; জামাল তাঁর যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁদের ভালো মানের কফি তৈরি করতে সাহায্য করেন।

তিনি এক কাপ স্ট্যান্ডার্ড কফি ৭০ টাকায় বিক্রি করেন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আগামী দিনগুলোতে তিনি আরও বেশি বিক্রির আশা করছেন। এখন, অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাঁদের পরিবার নিয়ে তাঁর দোকানে সময় কাটান এবং কফি পান করেন। জামালের আশা, ভবিষ্যতে তার এই কফি শপ পাহাড়ি এলাকার জনগণ ও ভ্রমণপিপাসুদের কাছে জনপ্রিয় হবে।

সাকসেস স্টোরি

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প, কিএআরআই

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা বা SWOT বিশ্লেষণ হলো একটি পরিকল্পনা কৌশল যা প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি/হুমকি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। এটি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা নিরূপণে সাহায্য করে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা করে সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণের জন্য KII-এর মাধ্যমে বিএআরআই এবং হটিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্পের দলিলাদি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল দিক (Strengths), দুর্বল দিক (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) উপাদানসমূহ নির্ণয় করেছে। সে অনুযায়ী নিম্নে SWOT মেট্রিক্স উল্লেখ করা হলো।

	সবল দিক (Strengths)	দুর্বল দিক (Weaknesses)
	- যথা সময়ে অর্থবরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে; - মাঠ পর্যায়ে ডিএই এর জনবল বিদ্যমান; - পাহাড়ি অঞ্চলের পতিত জমি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের ফলে শস্য চাষের নিবিড়তা বাড়বে; - বিএআরআই উদ্ভাবিত ফসলের জাত ও প্রযুক্তি প্রচার ও প্রসারে ভিজ্যুয়াল এবং প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান চলবে; এবং - প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই পরিকল্পনা (Sustainable Plan) গ্রহণ করার নির্দেশনা ডিপিপিতে উল্লেখ আছে।	- প্রকল্পের কার্যক্রম প্রধানত পার্বত্য এলাকায় হওয়ায় তদারকি সমস্যা হয়েছে; - সময়মতো এবং যথাযথ সেচ ও পরিচর্যার অভাবে কিছু ফসল নষ্ট/ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; - সবার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সুবিধা না থাকা; - কফি ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা সীমাবদ্ধতা; - কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের অপরিপূর্ণতা; - কাজুবাদাম চাষে ঋণ সুবিধা না থাকা; - রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নেই; এবং - সর্বোপরি গবেষণালব্ধ জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির অভাব।
	সুযোগ (Opportunities)	ঝুঁকি (Threats)
	- পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ক্ষয়রোধ, পরিবেশবান্ধব এবং লাভজনক ফসলের সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; - পাহাড়ি এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে কৃষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে; - কফির বাজারজাতকরণে বেসরকারি কোম্পানির উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে; - নতুন কর্মসংস্থান এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; - প্রকল্পের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে অবকাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; - পরীক্ষামূলক এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; - স্থানীয়ভাবে কফি ও কাজুবাদামের উৎপাদন এবং ব্যবহারের ফলে বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে; এবং - এ প্রকল্পের কারণে পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।	- পাহাড়ি ধসে এবং ভূমি ক্ষয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে; - অনুন্নত বাজার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির ঝুঁকি রয়েছে; - আমদানিকৃত বীজ গবেষণাগারে পরিক্ষীত না হয়ে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে, ফলে মাঠ পর্যায়ে রোগ/পোকামাকড় আক্রমণ এবং আবহাওয়াজনিত কারণে ফসলের উৎপাদন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে; - পণ্য বিক্রয়ে বিদেশী পণ্যের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে; - প্রত্যন্ত অঞ্চলে সময়মতো সেচের ব্যবস্থা না থাকায় চারা মারা যাওয়া ও উৎপাদন কম হওয়ার ঝুঁকি আছে; এবং - কৃষকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বর্ষার পর কফি/কাজুবাদামের বাগানে যথাসময়ে আগাছামুক্ত না করার ফলে ফসলের কাক্ষিত উৎপাদন কমে যেতে পারে।

SWOT বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সবল দিক (Strengths): গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের যৌথ উদ্যোগের ফলে এ প্রচলিত কাজুবাদাম এবং কফি ফসল দুটি দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি, কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও কাজুবাদাম ও কফির উচ্চমূল্য এবং বৈদেশিক বাজারে চাহিদা বেশি থাকায় রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রা আয় করা যাবে বলে আশা করা যায়।

সুযোগ সৃষ্টি (Opportunities): প্রকল্পটির মাধ্যমে কৃষি পূর্ণবাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ক্ষয়রোধ, পরিবেশবান্ধব এবং লাভজনক ফসলের সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষির উৎপাদনের অবকাঠামো গড়ে তোলা, নতুন কর্মসংস্থান এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে কফি ও কাজুবাদামের উৎপাদনের ফলে বিদেশ হতে আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দুর্বল দিক (Weaknesses): প্রকল্পটির প্রধান দুর্বলতা হলো, পূর্বে এ ধরনের কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা নেই। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কোনো যথাযথ উৎপাদন প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে।

ঝুঁকি (Threats): প্রকল্পটির প্রায় ৮০%-৮৫% কার্যক্রম পাহাড়ি অঞ্চলে। পাহাড়ি ধসে এবং ভূমি ক্ষয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। এছাড়াও অনুন্নত যোগাযোগ এবং বাজার ব্যবস্থাপনার কারণে কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির ঝুঁকি রয়েছে। আমদানিকৃত বীজ/চারা গবেষণাগারে পরিক্ষীত না হয়ে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে বিরূপ কৃষি পরিবেশ এবং আবহাওয়াজনিত কারণে রোগ/পোকামাকড় এবং কাক্ষিত উৎপাদন না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

SWOT মেট্রিক্স বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবল দিক (Strengths) এবং সুযোগ (Opportunities) সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি কিছু দুর্বল দিক (Weaknesses) এবং ঝুঁকির (Threats) আশংকা রয়েছে। দেশে কাজুবাদাম ও কফি ফসলের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল দুটির আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে দুর্বল দিক হচ্ছে, পাহাড়ি এলাকায় কাজুবাদাম ও কফি চাষ এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তাছাড়াও উপকারভোগী কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে গড়ে উঠেননি। উপরন্তু ফসল দুটির প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা অপ্রতুল। উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলা করে প্রকল্পের কাক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রকল্প পরিচালক ও বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শসহ জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিএই, বিএআরআই এবং হটিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা এবং সদর দপ্তরের প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, মত বিনিময়, সরাসরি সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও মাঠ জরিপের পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হলো।

- ৫.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত (তবে বরাদ্দ ঠিক রেখে প্রকল্পের মেয়াদ আরো এক বছর বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে)। প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থান ৫,৩৩০.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট প্রকৃত ব্যয় ৪,৫৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%। প্রকল্পের পাহাড়ি ও সমতল এলাকার কাজুবাদাম ও কফি বাগান, জার্মপ্লাজম সেন্টার, গ্রাফটিং হাউজ, বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম এবং স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পটি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.১, পৃষ্ঠা-২৭)।
- ৫.২ ক্রয় কার্যক্রমে সরকারের ক্রয় নির্দেশনা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও পিপিআর-২০২৫) অনুসরণ করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমের আওতায় বিএআরআই এর অধীনে ৪৪টি প্যাকেজে ক্রয় কার্যক্রম প্রায় শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম মহাপরিচালক, বিএআরআই এর অনুমোদন ক্রমে দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন দেয়া হয়েছে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.২, পৃষ্ঠা-৩২-৩৫)।
- ৫.৩ বিএআরআই অঙ্গে ২টি কফি এবং ২টি কাজুবাদামের জাত উদ্ভাবন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে হয়েছে। এপর্যন্ত কফির দুটি নতুন জাত (বারি কফি-১ ও বারি কফি-২) অনুমোদন পেয়েছে এবং কৃষকদের মধ্যে এটি বিতরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কাজুবাদামের একটি নতুন অগ্রবর্তী লাইন নির্বাচন করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাত হিসেবে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (তথ্যসূত্র: সাব-অধ্যায় ৩.৭.৪, পৃষ্ঠা-৫৩)।
- ৫.৪ সেচের সীমাদ্বারা এবং খরার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফির চাষে সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্তু জমিতে ভালো ফলন পেতে হলে সোলার পাম্পের সাহায্যে সেচ সুবিধা গড়ে তোলা প্রয়োজন (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.১৮, পৃষ্ঠা-৯২)।
- ৫.৫ কাজুবাদাম ও কফি উভয়ই উচ্চ মূল্যের ফসল এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন। ফলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এবং জীবন-জীবিকার মান উন্নত হচ্ছে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.২১, পৃষ্ঠা-৯৫)।
- ৫.৬ কফি বর্তমানে বিক্ষিপ্তভাবে কৃষকের মাঠে চাষ হচ্ছে। উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধা গড়ে তুলতে পারলে কৃষকরা এর সঠিক বাজারমূল্য পাবেন। এতে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন, সেইসাথে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.২২, পৃষ্ঠা-৯৬)।
- ৫.৭ মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, বর্তমানে কফি ফসল উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি যেমন পালপিং মেশিন, শুকানো মেশিন, পার্চমেন্ট মেশিন, রিমুভার মেশিন, রোস্টার মেশিন এবং গ্রাইন্ডিং এর অপরিপূর্ণতা রয়েছে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.১৮, পৃষ্ঠা-৯২)।
- ৫.৮ দেশে কাজুবাদাম ও কফির প্রসেসিং কারখানা গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বিদেশ থেকে কাঁচা কাজুবাদাম ও কফি আমদানি করে তা আন্তর্জাতিক মানের প্রসেস ও প্যাকেটজাত করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং প্রাইভেট সেক্টরে কাজুবাদাম ও কফির প্রসেসিং কারখানা গড়ে তোলার জন্য সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.২২, পৃষ্ঠা-৯৬)।

- ৫.৯ কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান; কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে একযোগে কাজ করলে প্রকল্পের কার্যক্রম আরো টেকসই হবে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.২২, পৃষ্ঠা-৯৬)।
- ৫.১০ পাহাড়ি এলাকায় কাজুবাদাম ও কফি চাষ বেশি সম্ভাবনাময়। পাহাড়ি এলাকায় কাজুবাদাম পূর্বে থেকে চাষ হচ্ছে এবং ছোট আকারে হলেও সেখানে ক্রেতা আছে এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমতলভূমি এলাকা যেমন, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ জেলায় কাজুবাদাম ও কফি চাষ একেবারেই নতুন। কৃষক এখনো ফসল উত্তোলন করেনি এবং সেখানে কোন বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি এবং কোন প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাও নেই। অগ্রহী উদ্যোক্তাও নেই। তাই সমতলভূমি এলাকার স্থানীয় পর্যায়ে বাজারজাতকরণ এটা বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় পর্যায়ে এবং জেলা ভিত্তিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই জরুরি। সেই সাথে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিভিন্ন উপায়ে প্রচারণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.১৪, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩)।
- ৫.১১ সিলেটে কফি ও কাজুবাদাম চাষীদের অবহেলিত মনে হয়েছে। চাষীদের সাথে আলাপ করে জানা যায় গত দুই বছরে কোন কর্মকর্তা কৃষকের সাথে সাক্ষাৎ করেন নাই এবং তার কোনো পরামর্শ পাননি। কৃষকরা হতাশ হয়ে কফি এবং কাজুবাদাম গাছ কেটে অন্য ফসল চাষ করার পরিকল্পনা করেছিল। পরামর্শক দলের সদস্য তাদেরকে আশা দিয়েছেন যে, অতি শিগ্রই প্রকল্পের কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রকল্পের সব এলাকায়ই মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।
- ৫.১২ পার্বত্য অঞ্চলে ও সমতলে কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এ অঞ্চলে নতুন নতুন বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে অনাবাদি জমিকে আবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এতে কাজুবাদাম ও কফির দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে (বিস্তারিত: অনুচ্ছেদ ৩.১৪, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩)।
- ৫.১৩ কাজুবাদাম ও কফি কৃষক পর্যায়ে দুটি নতুন ফসল। এদের কাজিক্ত ফলন পেতে ৪/৫ বছর সময় লাগে। তাই দেশের চাহিদা পূরণ এবং পরবর্তীতে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য সমতল এলাকায় অনাবাদি জমি কাজুবাদাম এবং আন্তঃফসল হিসেবে কফি চাষ সম্প্রসারণের জন্য সুদুপ্রসারি উদ্যোগ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উপসংহার

সুপারিশমালা

পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে সুপারিশমালা দেয়া হলো।

- ১.১ প্রকাশনাসহ কফি এবং কাজুবাদাম উভয়েরই নিরাপদ উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ তৈরি করতে দীর্ঘমেয়াদী অন-স্টেশন এবং অন-ফার্ম ফসল ব্যবস্থাপনা গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।
- ১.২ উচ্চ রিটার্ন বা লাভ পাওয়ার জন্য উভয় ফসলের প্রক্রিয়াকরণ সহজ এবং কম ব্যয়বহুল করতে স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি তৈরি/উৎপাদন করতে হবে।
- ১.৩ উৎপাদনের পাশাপাশি ন্যায্য ও টেকসই বিপণন চ্যানেল এবং ভ্যালু চেইন গবেষণা করা দরকার।
- ১.৪ কফিতে গাছ প্রতি প্রত্যাশিত উৎপাদনের জন্য সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে কৃষকের মাঠে।
- ১.৫ কৃষকের মাঠ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা আরোও জোরদার করতে হবে।
- ১.৬ দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য কফি এবং কাজুবাদামের এলাকাভিত্তিক আরও উপযুক্ত জাত অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে জার্মপ্লাজম আমদানি/অভিযোজনের মাধ্যমে জিন পুল সমৃদ্ধ করতে হবে।
- ১.৭ যেহেতু সমতল ভূমি এলাকার চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ বেশি সম্ভাবনাময় তাই পাহাড়ি এলাকায় কফি ও কাজু বাদাম চাষে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং আরো বেশি পরিমাণ জমি প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।
- ১.৮ গাছ হেলে পড়া/উপড়ে যাওয়া রোধ করতে কাজুবাদামের মূলের শারীরবৃত্তবিদ্যা (Root physiology) অধ্যয়নের পাশাপাশি গ্রাফটিং বা কলমের বিকল্প এবং দীর্ঘ মূল বিশিষ্ট চারা উৎপাদন নিয়ে কাজ করতে হবে।
- ১.৯ ফসল রোপণের শুরু থেকে এবং ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে, ফসল কাটার পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি সমস্ত অংশীজনদের জন্য গভীর এবং বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ/এক্সপোজার ভিজিট/মাঠ দিবস/কৃষক দিবস নিশ্চিত করতে হবে।
- ১.১০ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানী ও কর্মচারীদের পরিবহন এবং টিএ/ডিএ-র জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।
- ১.১১ বর্তমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের স্টাফরা মূল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হন না, তাই অস্থায়ী প্রকল্পের বিজ্ঞানী ও স্টাফদের কাছ থেকে আরও ভালো পারফরম্যান্স পাওয়ার জন্য তাদের বেতন ও সম্মানী সরকারি বেতন স্কেলের মতো না হয়ে অনেক বেশি (এককালীন/ল্যাম্পসাম) হওয়া উচিত।
- ১.১২ স্বচ্ছতার সাথে মানসম্মত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রম সময়মতো শেষ করা নিশ্চিত করতে অন্যান্য সরকারি সংস্থার মতো বারি-র পিডি-কে সমস্ত ক্ষমতাসহ ক্ষমতায়ন করা উচিত।
- ১.১৩ অর্থনৈতিক, পুষ্টিগত এবং পরিবেশগত দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনাময় ফসল হিসেবে, বর্তমান অর্থবছর ২০২৬-২৭ এ এক বছরের বিনা খরচে মেয়াদ বৃদ্ধির (No cost extension) পাশাপাশি উন্নত গবেষণা, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের ওপর জোর দিয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায় (আরও ৫ বছর: ২০২৭-২০৩২) অনুমোদন করা উচিত।

উপসংহার

“কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাথমিক অগ্রগতি সন্তোষজনক। তবে প্রকল্পের মেয়াদাকালে সব লক্ষ্য অর্জন করতে হলে গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগিক গবেষণা, সম্প্রসারণ কাজ, প্রশিক্ষণ বাগান পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জোরদার করে কাজুবাদাম ও কফির কাঙ্ক্ষিত ফলন অর্জন করতে হবে। সকল অঙ্গ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে পাহাড়িসহ সমতল অঞ্চলের কাজুবাদাম ও কফির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেই সাথে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। উক্ত কফি ফসলটির চাষাবাদে সাথী ফসল হিসাবে (কৃষি বনায়ন প্রজাতি) চাষ করা যায়, যেমন; আনারস, কচু, সাজনা, কলা, সুপারী ইত্যাদি। আমদানি নির্ভরতা কমানোর মাধ্যমে পাহাড়িসহ সমতল অঞ্চলের কাজুবাদাম ও কফি চাষে জড়িত কৃষক-কৃষাণীদের আয় বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটির মাধ্যমে পাহাড়িসহ সমতল এলাকার কৃষক বিশেষত মহিলাদের সংগঠিত করা এবং কাজুবাদাম ও কফি চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ফলে অদূরভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকার কৃষকগণ কাজুবাদাম ও কফি ফসল উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফসল বাজারে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার একটা অপার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সংযুক্তিসমূহ:

সংযুক্তি ১: প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

সংযুক্তি ২: প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়কালে অংগের কাজ ও ব্যয়ের তথ্য (২০২৬-২০২৭)

সংযুক্তি ৩: সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের তালিকা

সংযুক্তি ৪: প্রকল্পে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা, স্থান ও তার বর্তমান অবস্থা

সংযুক্তি ৫: ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ এবং প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ

তথ্যসূত্র:

১. আরডিডিপি, ফেব্রুয়ারি ২০২১
২. অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুন ২০২৬
৩. ToR
৪. বেইজলাইন সার্ভে প্রতিবেদন, মে ২০২২
৫. প্রোগেস মনিটরিং রিপোর্ট, মার্চ ২০২৪
৬. মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন ২০২৩
৭. নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০২৪
৮. মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর আইএমইডি'র প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, জুলাই ২০২৬
৯. ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি
১০. অডিট সংক্রান্ত দলিলাদি
১১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন
১২. মাঠ জরিপ, জুন ২০২৬



ফরম ১: মাঠ জরিপ (কৃষক সাক্ষাৎকার)

কাজু বাদাম এবং কফি গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি অংগ)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা অবশ্যই কৃষক (মহিলা/পুরুষ) হতে হবে যিনি প্রকল্পের কাজুবাদাম ও কফি চাষের সাথে জড়িত)

মানসম্পন্ন কফি ও কাজু বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কৃষি মন্ত্রণালয় “কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করেছে যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ ২১ জেলার ৬৮টি উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন। সেই সাথে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বানিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাক্সিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনার সাথে কিছুক্ষন আলোচনা করব। আশাকরি আপনারা সঠিক উত্তর ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১.০ উত্তরদাতার (কৃষক) সাধারণ তথ্য:

১.১	উত্তর দাতার পরিচিতি:	ক. নাম		খ. লিঙ্গ:	পুরুষ ☐	মহিলা ☐	গ. বয়স	
১.২	কৃষকের ধরন:	ক. ক্ষুদ্র চাষী	☐	খ. মাঝারী চাষী	☐	গ. বর্গা চাষী	☐	চ. শিক্ষার স্তর
১.৩	পিতার/স্বামীর নাম:		মাতার নাম:					
১.৪	ঠিকানা:	ক. গ্রাম		খ. ইউনিয়ন				
		গ. উপজেলা		ঘ. জেলা		ঙ. মোবাইল নম্বর		
১.৫	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	ক. পুরুষ সদস্য		খ. মহিলা সদস্য		গ. মোট সদস্য		
১.৬	মোট জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ক. কাজুবাদাম চাষ		খ. কফি চাষ		গ. নন-শেড		
		গ. শেড		ঘ. নন-শেড				

২.০ কাজুবাদাম ও কফি প্রদর্শনী পুট বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

২.১	কোন বছরে আপনি কাজুবাদাম ও কফি চাষ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন	
২.২	পূর্বে কাজুবাদাম/কফি ফসল চাষ করেছেন কি? (✓ দিন)	হ্যাঁ ☐ না ☐
	হ্যাঁ হলে কোন ফসল? (✓ দিন)	কাজুবাদাম ☐ কফি ☐
২.৩	কি পদ্ধতিতে কাজুবাদাম/কফি চাষ করছেন? (✓ দিন)	শেড ☐ নন-শেড ☐
২.৪	কোন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং সুবিধা বেশি (✓ দিন)	শেড ☐ নন-শেড ☐

কেন গ্রহণযোগ্য তার কারণ বলুন

- ২.৫ কাজুবাদাম/কফি চাষ করে বছরে মোট আয় কত টাকা? কাজুবাদাম টাকা কফি টাকা
- ২.৬ কাজুবাদাম/কফির গাছ প্রতি কত ফলন পেয়েছেন? কাজুবাদাম কেজি কফি কেজি
- ২.৭ কাজুবাদাম/কফি কি কাজে ব্যবহার করেন (✓ দিন) নিজে খান বিক্রি করেন উভয়ই
- ২.৮ আপনার এলাকার জনগণ কি কাজুবাদাম বা কফি চাষে উৎসাহী (✓ দিন) হ্যাঁ না
- ২.৯ কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য দিন?

ফসল/প্রদর্শনী প্লটের নাম	পূর্বে কোন ফসল ছিল	জাতের নাম	জমির ধরণ	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	কোন ধরণের সার ব্যবহার করেছেন	চারা/কলম লাগানোর সময়	কোন সময় এবং কয়টি সেচ দিয়েছেন	ফসল উত্তোলনের সময়	চারার দূরত্ব কত (সে.মি)	ফলন গাছ প্রতি/ ডেসিমাল	সর্বমোট আয় গাছ প্রতি/ ডেসিমাল
কাজুবাদাম											
কফি											
উভয়ই											

- ২.১০ কোন ধরণের সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করেন? ক) সোলার খ) গভীর নলকূপ গ) খাল/পুকুর

- ২.১১ যদি সোলার পাম্প ব্যবহার করেন সেটা কি সচল আছে? ক) হ্যাঁ ক) না

যদি সচল না থাকে তবে সেটা কবে থেকে অচল এবং জানানোর পরে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কি না?

- ২.১২ কোন ধরণের সার ব্যবহার করেন

- ২.১৩ কাজুবাদাম/কফি ফসলের কি ধরণের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণ করে?

ক্ষতিকারক পোকামাকড়	রোগবালাই

- ২.১৪ ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

পোকামাকড় দমনে	রোগবালাই দমনে

- ২.১৫ ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে প্রকল্প থেকে কোন পরামর্শ/সহায়তা পেয়েছেন কি? (✓ দিন) হ্যাঁ না

- ২.১৬ কাজুবাদাম কফি ফসলের চারা প্রাপ্তি ক) সহজ খ) অনিশ্চিত

৩.০ প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী :

৩.১ আপনি কি কাজুবাদাম ও কফি ফসল উৎপাদনের উপর কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

৩.২ প্রশিক্ষণ পেয়ে তা কি কাজুবাদাম ও কফি চাষে প্রয়োগ করেছেন? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩.৩ যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা কি যুক্তিযুক্ত বা উপযোগী (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪.০ কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে:

৪.১ আপনার কি কাজুবাদাম বা কফি চাষ সম্প্রসারণের জন্য জমি আছে? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে ভবিষ্যতে কাজুবাদাম বা কফি আরো বেশি জমিতে উৎপাদন করবেন? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪.২ আপনা এলাকাবাসী কি কাজুবাদাম বা কফি চাষে উৎসাহী (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কেন?

--

৪.৩ কাজুবাদাম ও কফি চাষ কি অন্য ফসলের মত লাভজনক? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কেন?

--

৪.৪ কাজুবাদাম ও কফি চাষ কি আপনার এলাকায় আরো বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা আছে? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কারণসমূহ বলুন

--

৫.০ কাজুবাদাম ও কফি ফসল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

ফসলের নাম	বছরে কতবার সেচ দিয়েছেন	বছরে কতবার বাগান পরিষ্কার করেছেন	বছরে কতবার রোগবালাই/পোকামাকড় দমন করেছেন	
কাজুবাদাম				
কফি				

৬.০ কাজুবাদাম ও কফি চাষে সমস্যা প্রসঙ্গে:

৬.১ আপনি কি কাজুবাদাম বা কফি চাষে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? (✓ দিন)

হ্যাঁ

☐

না

☐

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে তাহলে
কি কি সমস্যার সম্মুখীন
হয়েছেন তা বলুন
(রোগবালাই, পোকামাকড়,
সেচ, চারা প্রাপ্তি,
বাজারজাতকরণ, জ্ঞানের
অভাব, আর্থিক সমস্যা)

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

৭.০ কাজুবাদাম ও কফি ফসলের লাভ/ক্ষতি বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

ফসলের নাম	শতাংশে খরচ কত	শতাংশে লাভ কত	শতাংশে ক্ষতি কত
কাজুবাদাম			
কফি			

৮.০ কাজুবাদাম ও কফির লাভ/ক্ষতি, আর্থসামাজিক, পুষ্টি উন্নয়ন ও মহিলাদের কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

৮.১ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে কি? (✓ দিন)

হ্যাঁ

☐

না

☐

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের উন্নতি হয়েছে তা
বর্ণনা করুন

৮.২ প্রকল্প কার্যক্রমে ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে কি না? (✓ দিন)

হ্যাঁ

☐

না

☐

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের কর্মসংস্থান হয়েছে?

৮.৩ প্রকল্পের ফলে জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন হয়েছে কি? (✓ দিন)

হ্যাঁ

☐

না

☐

৮.৪ প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ আছে কি? (✓ দিন)

হ্যাঁ

☐

না

☐

৮.৫ প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? (✓ দিন)

হ্যাঁ

☐

না

☐

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

৯.০ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

৯.১ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে জলবায়ু ও পরিবেশের উপর কোন প্রভাব:

ক. ইতিবাচক

খ. নেতিবাচক

খ. কোন পরিবর্তন নেই

৯.২ প্রকল্প এলাকায় জীব বৈচিত্র্যের প্রভাব:

ক. ইতিবাচক

খ. নেতিবাচক

খ. কোন পরিবর্তন নেই

১০.০ প্রকল্প সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

১০.১ প্রকল্প হতে কি কি সহায়তা পেয়েছেন? (✓ দিন)

ক. প্রযুক্তিগত সহায়তা

খ. নতুন জাত

গ. কৃষিতান্ত্রিক সহায়তা

ঘ. প্রশিক্ষণ

ঙ. ভ্রমণ (প্রদর্শনী পরিদর্শন)

চ. অন্যান্য

ছ. নগদ সহায়তা

(১) বিনামূল্যে চারা/জাত

(২) সার/সেচ

(৩) আগাছানাশক

(৪) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১০.২ আপনি কোন ঋণ নিয়েছেন কি না? (✓ দিন)

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ হলে কোথা থেকে ঋণ নিয়েছেন?

১১.০ কৃষকের জমিতে (বিএআরআই এর) গবেষণা প্রদর্শনী প্লটের তথ্য

১১.১ এই প্লটের উপযুক্ততা পরীক্ষা থেকে কোন তথ্য
সংগ্রহ করা হচ্ছে (এসএও এর সাহায্য নিন)

১১.২ কারা তথ্য সংগ্রহ করেন: কৃষক নিজেই/এসএও

১১.৩ আপনার জমির জন্য আপনি কোন ধরনের কফি
সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেন- রোবাস্ট/আরবিকা

১১.৪ আপনি BARI কফি-১ ভ্যারাইটির নাম শুনেছেন? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১.৫ কাজুবাদাম এবং কফি দুটি উদ্ভিদের মধ্যে কোনটি বেশি সম্ভাবনাময়? (✓ দিন)

কাজুবাদাম ☐ কফি ☐

১১.৬ প্রতি মাসে কতবার বিজ্ঞানী/এসএও আপনার প্লট পরিদর্শন করেছেন?

১১.৭ কাজুবাদাম/কফির গাছ প্রতি কি পরিমাণ ফলন পেয়েছেন?

কাজুবাদাম কেজি কফি কেজি

১১.৮ কাজুবাদাম/কফি কি কাজে ব্যবহার করেন (✓ দিন)

নিজে খান ☐ বিক্রি করেন ☐ উভয়ই ☐

১১.৯ আপনার এলাকার জনগণ কি কাজুবাদাম বা কফি চাষে উৎসাহী (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

১২.০ প্রকল্পে সম্পর্কে মতামত:

প্রকল্পের কার্যক্রম কিভাবে আরো সম্প্রসারণ এবং টেকসই করা যায় তা উল্লেখ করুন?

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আবারো আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(তথ্য সংগ্রহকারী তথ্যদাতার সহযোগিতায় অবশ্যই কাজুবাদাম ও কফি প্রদর্শনী প্লটের ছবি তুলবেন এবং তা প্রদর্শনী প্লটের নাম, স্থান অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম

তথ্য সংগ্রহের তারিখ

সুপারভাইজারের নাম

স্বাক্ষর



ফরম ২: দলীয় আলোচনা (এফজিডি)
কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প
 সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাতকারের প্রশ্নমালা
 (উত্তরদাতাগণ অবশ্যই কৃষক (মহিলা/পুরুষ) হতে হবে যারা প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত)

মানসম্পন্ন কফি ও কাজু বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কৃষি মন্ত্রণালয় “কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করেছে যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের বারি অংগের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ ৯টি জেলার ২২টি উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন; টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহভোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ; ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যের উৎপাদন, বানিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার; কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি সেই সাথে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বানিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাক্সিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনার সাথে কিছুক্ষন আলাপ আলোচনা করব। আশাকরি আপনারা সঠিক উত্তর ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

অংশগ্রহণকারীগণের পরিচয় পর্ব (অংশগ্রহণকারীগণ সবার পরিচয় দিবেন এবং তথ্য সংগ্রহকারী তা তালিকাবদ্ধ করবেন)

১. অংশগ্রহণকারীগণের সাধারণ তথ্য:

১.১ জেলার নাম		১.২ উপজেলার নাম					
১.৩ ইউনিয়নের নাম		১.৪ গ্রামের নাম					
১.৫ হার্টিকালচার সেন্টারের নাম		১.৬ মোট অংশগ্রহণকারী	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>ক) পুরুষ</td> <td> </td> <td>খ) মহিলা</td> <td> </td> </tr> </table>	ক) পুরুষ		খ) মহিলা	
ক) পুরুষ		খ) মহিলা					

২. আপনারা কবে থেকে কাজুবাদাম/কফি চাষ করেন?

৩. আপনারা কাজুবাদাম ও কফির চারা কিভাবে ব্যবস্থা করেন?

যদি ক্রয় করে থাকেন সেটা কোথা থেকে?

৪. কেউ কি কাজুবাদাম ও কফির চারা তৈরি করছেন? (✓ দিন) হ্যাঁ ☐ না ☐

৫. আপনারা কখন চারা পেয়েছেন? (মাস/বছর) কখন রোপণ করেছেন? (মাস/বছর)

৬. কৃষক বা পরিবার প্রতি কয়টি কাজুবাদাম/কফির চারা পেয়েছেন

৭. কৃষক প্রতি কাজুবাদাম/কফি চাষের জমি কতটুকু (শতাংশ)?

৮. কি পদ্ধতিতে কাজুবাদাম/কফি চাষ করছেন? (✓ দিন) শেড নন-শেড

৯. কোন পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং সুবিধা বেশি (✓ দিন) শেড নন-শেড

কেন গ্রহণযোগ্য তার কারণ বলুন

১০. প্রতি পরিবার/কৃষক কি ধরনের কতটুক সার পেয়েছেন এবং সেটা কোথা থেকে?

১১. সেচযন্ত্র ব্যবহার? ক) সোলার % খ) গভীর নলকূপ % গ) পুকুর/ডোবা/খাল

১২. কাজুবাদাম/কফি চাষে বছরে কতবার সেচ প্রদানে সমস্যা হয়?

১৩. আপনারা কি কাজুবাদাম ও কফি ফসল উৎপাদনের উপর কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? (✓ দিন) হ্যাঁ না

হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

১৪. প্রশিক্ষণ পেয়ে তা কি কাজুবাদাম ও কফি চাষে প্রয়োগ করেছেন? (✓ দিন) হ্যাঁ না

১৫. যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা কি যুক্তিযুক্ত বা উপযোগী বলে আপনারা মনে করেন? (✓ দিন) হ্যাঁ না

১৬. কাজুবাদাম/কফি ফসলে কি ধরনের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণ করে?

পোকামাকড়	রোগবালাই

১৭. ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বি ব্যবস্থা নেন?

পোকামাকড়	রোগবালাই

১৮. ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে প্রকল্প থেকে কোন পরামর্শ পেয়ে থাকেন? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৯. কাজুবাদাম/কফি ফসল উত্তোলন করেছেন?

কত কেজি উৎপাদন করেছেন?

কাজুবাদাম

কেজি

কফি

কেজি

২০. কাজুবাদাম/কফি কোথায় বিক্রি করেন?

২১. কেজি প্রতি মূল্য কত? টাকা/কেজি

কাজুবাদাম

কফি

২২. কাজুবাদাম/কফি চাষ কি লাভজনক? (✓ দিন)

হ্যাঁ ☐ না ☐

কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

খুব লাভজনক

মাঝারী লাভজনক

কম লাভজনক

২৩. স্থানীয় ক্রেতা কম হওয়ার কারণে কি ফসলোত্তর কোন ক্ষতি হয়?

২৪. আপনার মতে কি কাজুবাদাম/কফি চাষ আরো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন?

২৫. কাজুবাদাম/কফি চাষে প্রধান প্রধান সমস্যা কি কি?

২৬. অন্যান্য মতামত যদি থাকে?

উপস্থিত কৃষকের নামের তালিকা:

ক্রমিক নং	উপস্থিত কৃষকদের নাম	উপজেলার নাম	হটিকালচার সেন্টারের নাম	মোবাইল নং
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
০৬				
০৭				
০৮				
০৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আবারো আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(তথ্য সংগ্রহকারী তথ্যদাতার সহযোগিতায় অবশ্যই দলীয় আলোচনার ছবি তুলবেন এবং তা স্থান অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম

তথ্য সংগ্রহের তারিখ

সুপারভাইজারের নাম

স্বাক্ষর



ফরম ৩.১: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) - প্রকল্প পরিচালক (বিএআরআই)

কাজু বাদাম এবং কফি গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লিড এজেন্সি) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কেআইআই প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা- প্রকল্প পরিচালক, বিএআরআই)

মানসম্পন্ন কফি ও কাজু বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কৃষি মন্ত্রণালয় “কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করেছে যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ ২১টি জেলার ৬৮টি উপজেলা ও অন্যান্য উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন। সেই সাথে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বানিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ীসহ অন্যান্য উপযোগী অঞ্চলে উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক যেমন প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও আপনার পরামর্শ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কিছুক্ষন আলাপ আলোচনা করব। আশাকরি আপনি সঠিক উত্তর ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১.০ উত্তরদাতা/প্রকল্প পরিচালকের সাধারণ তথ্য:

কর্মকর্তার নাম		পদবি	
অফিসের নাম		বিভাগের নাম	
জেলার নাম		উপজেলার নাম	
মোবাইল নং			

২.০ প্রকল্প বিষয়মক তথ্য: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

[টিক দিন ✓]

২.১ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অঙ্গের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে কী?	হ্যাঁ	☐	না	☐
না হয়ে থাকলে কারণ বলুন				
২.১ প্রকল্পের বেজলাইন সমীক্ষা হয়েছিল কী?	হ্যাঁ	☐	না	☐

৩.০ প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি:

৩.১ প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের তহবিল বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল কী?	হ্যাঁ	☐	না	☐
উত্তর না হলে কারণ উল্লেখ করুন				

৩.২	বরাদ্দকৃত তহবিল ১০০% ব্যবহার করা হয়েছে কী?	হ্যাঁ	☐	না	☐
	উত্তর না হলে কারণ কী?				
৩.২	জুন ৩০, ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি কত?	আর্থিক অগ্রগতি	টাকা	%	ভৌত অগ্রগতি %

৪.০ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ

৪.১ অবকাঠামো বাস্তবায়ন শেষে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সঠিক ভাবে করা হয়েছে কি না?

হ্যাঁ

☐

না

☐

উত্তর না হলে কারণ কি?

৫.০ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ অগ্রগতি

৫.১ কতগুলো কাজুবাদাম ও কফির জাত সংগ্রহ করা হয়েছে?

কাজুবাদাম

কফি

৫.২ এর মধ্যে কতগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ (characterization) করা হয়েছে?

কাজুবাদাম

কফি

৫.৩ কয়টি জাত অবমুক্ত (release) করা হয়েছে

কাজুবাদাম

কফি

৫.৪ জাতের নাম কি কি

কাজুবাদামের জাত

কফির জাত

৫.৫	কতগুলো জাতের চারা বীজ থেকে বর্ধন করা হয়েছে	কাজুবাদাম		কফি	
		জাতের নাম	সংখ্যা	জাতের নাম	সংখ্যা

৫.৬ কতগুলো জাতের চারা কলম করা হয়েছে	কাজুবাদাম		কফি	
	জাতের নাম	সংখ্যা	জাতের নাম	সংখ্যা

৫.৭ বর্তমানে বিতরণের জন্য কত চারা তৈরি আছে	কাজুবাদাম		কফি	
	জাতের নাম	সংখ্যা	জাতের নাম	সংখ্যা

৫.৮ কতগুলো কাজুবাদাম ও কফির জাতের উৎপাদন প্রযুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে?	কাজুবাদাম		কফি	
---	-----------	--	-----	--

৫.৯ সব থেকে ভাল জাতের বিঘা প্রতি ফলন কত?	কাজুবাদাম		কফি	
--	-----------	--	-----	--

৫.১০ প্রতিটি কফি ও কাজুবাদাম চারার মূল্য কত?	কাজুবাদাম	টাকা -	কফি	টাকা -
--	-----------	--------	-----	--------

৫.১০ কাজুবাদাম ও কফির বাজার দর	কাজুবাদাম (টাকা/কেজি)		কফি (টাকা/কেজি)	
	বাগান থেকে সংগ্রহ করা		বাগান থেকে সংগ্রহ করা	
	প্রোসেস করা		প্রোসেস করা	

৬.০ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণা				
৬.১ মোট কত জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	বিজ্ঞানী	বৈজ্ঞানিক সহকারী	হাতে কলমে চারা/কলম ও ফল প্রোসেস করা	
৬.২ কতজন বিজ্ঞানী, সহকারী বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী ও কৃষক উৎপাদন প্রযুক্তি ও প্রোসেসিং এর উপর দক্ষতা অর্জন করেছেন?	বিজ্ঞানী	বৈজ্ঞানিক সহকারী	হাতে কলমে চারা/কলম ও ফল প্রোসেস করা	
৬.২ কতজন ব্যবসায়ী ও কৃষক এ ধরনের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়েছে?				%
৬.৩ গবেষণা মাঠে কতটি গবেষণা করেছেন?				
৬.৪ কতটি বারিতে রিপোর্ট করেছেন?				
৬.৫ কতটি পাবলিশ করেছেন?				
৬.৬ কৃষকের মাঠে কতগুলো প্রদর্শনী করেছেন?				
৬.৭ কতগুলো প্রদর্শনীর উপাত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছেন?				
৬.৮ এর মধ্যে কতজন এবং কত % কৃষক বাগান সঠিকভাবে পরিচর্যা করেছে				

৬.৯ কেউ কি বাগান কেটে ফেলেছেন	হ্যাঁ		না	
৬.১০ বিঘা প্রতি কৃষকের উৎপাদন, খরচ, ফলন এবং লাভ কেমন?				
৬.১১ এ পর্যন্ত বারি তার নিজস্ব গবেষণা বাগানে কত কেজি কাজুবাদাম ও কফি উৎপাদন করেছে?	কাজুবাদাম (মোট কেজি)	কফি (মোট কেজি)		

৭.০ ল্যাব স্থাপন ও উন্নয়ন				
৭.১ ল্যাব ভবন, যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণভাবে তৈরি ও সংগ্রহ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ		না	
না হয়ে থাকলে কারণ বলুন				
৭.২ ল্যাবের যন্ত্রপাতি এখন কাজে লাগানে হচ্ছে কি না?	হ্যাঁ		না	
না হয়ে থাকলে কারণ বলুন				

৭.৩ ল্যাবের জন্য কতজন দক্ষ টেকনিশিয়ান তৈরি করা হয়েছে ?	
--	--

৮.০ মার্কেটিংয়ের চ্যালেঞ্জ	
৮.১ মার্কেটিং এর চ্যালেঞ্জগুলো কি কি	
৮.২ মধ্যস্থতোগীদের ভূমিকা কি	

৮.৩ কতভাগ প্রোডাক্ট সরাসরি ফ্যাক্টরীর এজেন্টকে দেয়া যাচ্ছে?	
--	--

৯.০ প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও ভিজিট				
৯.১ আপনি ও আপনার সহযোগীরা সপ্তাহে কত দিন মাঠ ভিজিট করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন				

৯.২ সহযোগীরা কি নিজেরা ডেটা সংরক্ষণ করেছে	হ্যাঁ		না	
---	-------	--	----	--

১০.০ ওয়ার্কসপ/সেমিনার				
১০.১ কতগুলো প্রযুক্তি ডেলিভারী ওয়ার্কসপ/সেমিনার করা হয়েছে?				
১০.২ এতে কতজন করে সম্প্রসারণ কর্মী, ব্যবসায়ী ও কৃষক অংশগ্রহণ করেছে?				
১০.৩ সম্প্রসারণ কর্মী, ব্যবসায়ী ও কৃষকের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি	হ্যাঁ		না	

১০.৪ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকলে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?				
১০.৫ প্রযুক্তি ডেলিভারীতে ডিএই এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছিল কি?	হ্যাঁ		না	
১০.৬ আপনাদের/প্রকল্পের কাজে কতভাগ কৃষক ও ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট				

১১.০ ভবিষ্যত গবেষণা				
১১.১ ভবিষ্যতে কি ধরনের গবেষণা প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন				
১১.২ গত পাঁচ বছরে অন-স্টেশনে (on-station) এ কতগুলো গবেষণা করা হয়েছে?				
১১.৩ নতুন কোন এলাকায় সম্প্রসারণ করতে চান কি না? এবং কোন কোন এলাকা উপযুক্ত				
১১.৪ এ ধরনের নতুন প্রকল্প এর যৌক্তিকতা তুলে ধরুন সংক্ষেপে				
১১.৫ বাজেট কত হতে পারে				
১১.৬ দাতা সংস্থার সাথে কল্যাবোরেশন করা যেতে পারে কি না?				

১২.০ কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্প্রসারণে সমস্যাগুলো কি কি?				

--

১৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে মনে করেন

১৪.০ প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ
১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল দিকগুলো কি কি?
১৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বল দিকগুলো কি কি?
১৪.৩ প্রকল্পের কারণে কি কি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন?
১৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো কি কি?

১৫.০ প্রকল্প উন্নয়নের সুপারিশ
১৫.১ ভবিষ্যতে এজাতীয় প্রকল্প আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			তারিখ	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			তারিখ	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		



ফরম ৩.২: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) - হার্টিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা (উদ্যানতত্ত্ববিদ)

কাজু বাদাম এবং কফি গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই অংগ)

মাঠ পর্যায়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে কেআইআই প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতাগণ অবশ্যই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে হবে)

মানসম্পন্ন কফি ও কাজু বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কৃষি মন্ত্রণালয় “কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করেছে যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বারি অংগের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ ৯টি জেলার ২২টি উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন; টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ; ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যের উৎপাদন, বানিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার; কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি সেই সাথে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বানিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাজিত জনগোষ্ঠীর (target population) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনার সাথে কিছুক্ষন আলোচনা করব। আশাকরি আপনারা সঠিক উত্তর ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য:

উপজেলার নাম

জেলার নাম

কর্মকর্তার নাম

অফিসের নাম

পদবী

মোবাইল নং

২. আপনি এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে কবে থেকে জড়িত?

৩. আপনার এলাকার ফসল উৎপাদনে ভূমির ধরণ কি? (✓ দিন)

পাহাড়ী		উচু জমি		নন-রাইস	
---------	--	---------	--	---------	--

৪. আপনার এলাকার জমি কি কাজুবাদাম/কফি চাষের উপযুক্ত?

হ্যাঁ

না

আনুপাতিক হার কত? %

কাজুবাদাম

কফি

৫. আপনার উপজেলায় ডিএই এর মাধ্যমে কতগুলো কাজুবাদাম/কফি প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হয়েছে? কাজুবাদাম

কফি

গাছের সংখ্যা:

কাজুবাদাম

কফি

জমির পরিমাণ (ডেসিমাল)

৬. জাতসম্বলিত কতগুলো মাতৃবাগান আছে? কাজুবাদাম কফি
৭. আপনার উপজেলায় প্রতি বছর কি পরিমাণ চারা তৈরি হয়? কাজুবাদাম কফি
৮. আপনার উপজেলায় সেন্টার হতে এ বছর মোট চারা সরবরাহ করা হয়েছে?
- সর্বশেষ মৌসুম কাজুবাদাম কফি গত বছর কাজুবাদাম কফি
৯. কাজুবাদামের গ্রাফটিং তৈরি ও সরবরাহ করা হয় কি? হ্যাঁ না
১০. গত বছর আপনার সেন্টার হতে কাজুবাদাম এবং কফির চারা বিক্রয় করে কত আয় করছেন? টাকা
১১. আপনার উপজেলায় কাজুবাদাম এবং কফির চারা/গ্রাফটিং তৈরি করার কোন উদ্যোক্তা আছে? সংখ্যা
১২. আপনার এলাকায় কাজুবাদাম এবং কফি চাষ কি লাভজনক? হ্যাঁ না
১৩. আপনার এলাকায় কত বছর ধরে কৃষকগণ কাজুবাদাম এবং কফির চাষ করছে?
১৪. কাজুবাদাম এবং কফির চাষের উৎপাদন খরচ কত? কাজুবাদাম/ডেসিমাল কফি/ডেসিমাল
১৫. উৎপাদনের পরিমাণ কাজুবাদাম (কেজি/গাছ/ডেসিমাল) কফি (কেজি/গাছ/ডেসিমাল)
১৬. পূর্ণমাত্রায় ফলন আসতে কত বছর লাগে কাজুবাদাম কফি
১৭. প্রতি চারার দাম কত কাজুবাদাম কফি
১৮. আপনার উপজেলায় কাজুবাদাম/কফি সম্ভাবনা কতটুকু? কম মধ্যম খুব কম
১৯. এই প্রকল্প থেকে আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না
২০. প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

--

২১. যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

২২. প্রশিক্ষণ আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে উচ্চমূল্যের কাজুবাদাম ও কফি শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

২৩. মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন?

২৪. কোন ধরনের প্রধান ফসল প্রদর্শনী বেশী সফল হয়েছে? (টিক ✓ দিন) কাজুবাদাম ☐ কফি ☐

২৫. আপনি কি কোন কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সময়ের দায়িত্বে ছিলেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২৬. কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২৭. আপনার মতে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশী কার্যকর?

২৮. বিভাগ জেলা পর্যায়ে কর্মশালা/ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে কতটি কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন? টি

২৯. আপনার মতে কর্মশালা/ওয়ার্কশপগুলো বাস্তবধর্মী ছিল? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩০. আপনি প্রকল্পের কি কি ভাল/সবল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

ক)

খ)

গ)

৩১. আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দুর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

ক)

খ)

গ)

৩২. প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন ?

ক)

খ)

গ)

৩৩. এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ক)

খ)

গ)

৩৪. ভবিষ্যত প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ক)

খ)

গ)

৩৩. উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অন্য কোন মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

তথ্য প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

ফরম ৪: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)

কাজু বাদাম এবং কফি গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই অংগ)

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্রয় সংক্রান্ত সাক্ষাতকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা অবশ্যই প্রকল্পের ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমে সাথে জড়িত এমন ব্যক্তি হতে হবে)

মানসম্পন্ন কৃষি ও কাজু বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কৃষি মন্ত্রণালয় “কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করেছে যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের বারি অংগের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ ৯টি জেলার ২২টি উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন; টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহভোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ; ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যের উৎপাদন, বানিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার; কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি সেই সাথে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বানিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাজীত জনগোষ্ঠীর (৪৫তমবঃ ঢড়টমধঃৱড়হ) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনার সাথে কিছুক্ষন আলাপ আলোচনা করব। আশাকরি আপনারা সঠিক উত্তর ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১.০ উত্তরখ্যাদাতার সাধারণ তথ্য:

কর্মকর্তার নাম

অফিসের স্থান

પદવી

মোবাইল নং

প্রকল্পে কর্মরত সময়

ই-মেইল নং

২.০ দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)

[illegible]

৩.০ ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ বিষয়ে

৩.১ যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ - ২০০৬ ও পিপিআর - ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.২ দরপত্র কি সঠিক সময়ে ডাকা হয়েছিল না কোন কারণে বিলম্ব করা হয়েছিল ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি বিলম্ব হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ অনুগ্রহ করে বলুন

৩.৩ দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা/ওয়েবসাইটের নাম ও তারিখ

৩.৪ ক্রয় কার্যক্রমের ধাপগুলো সঠিকভাবে মানা হয়েছে কি না ?

৩.৫ কি ধরনের দরদাতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল?

৩.৬ দরপত্র যাচাই এর জন্য কোন যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছিল কি না? সে সম্পর্কে বলুন

৩.৭ সরবরাহকারী কোম্পানী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহ করেছে?

৩.৮ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি?
হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.৯ ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি?
অনুগ্রহ করে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে ডকুমেন্ট সরবরাহ করুন?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.৯ ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আপত্তি আছে কি?
আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে কতটি নিষ্পত্তি হয়েছে?

১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

8.০ আপনার কোন মতামত থাকলে বলুন

পরামর্শক দল পণ্য ক্রয়ের দলিলাদি পরীক্ষাসহ প্রত্নিকায় দরপত্র প্রকাশের পেপারকাটিং, কার্যাদেশ, পণ্য সরবরাহের চালান ইত্যাদি প্রকল্প অফিস থেকে অবশ্যই সংগ্রহ করবেন।

আমাকে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		তারিখ	
প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর (ডিএই)			



ফরম-৫: কেইস স্টাডি গাইডলাইন

কাজু বাদাম এবং কফি গবেষণা, উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) (লিড এজেন্সি) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

মাঠ পর্যায়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে কেইস স্টাডি বিষয়ক গাইডলাইন

(উত্তরদাতাগণ অবশ্যই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে হবে)

মানসম্পন্ন কফি ও কাজু বাদাম উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, কৃষি মন্ত্রণালয় “কাজুবাদাম ও কফির গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” গ্রহণ করেছে যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের বারি অংগের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য ও পাহাড়ী অঞ্চলসহ ৯টি জেলার ২২টি উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যকরণ, মূল্যায়ন, সংরক্ষণ এবং উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন; টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ; ফলাফল মূল্যায়ন ও গুণগত মানসম্পন্ন কাজুবাদাম এবং কফি জাতীয় পণ্যের উৎপাদন, বানিজ্যিকীকরণ ও প্রযুক্তির বিস্তার; কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের গবেষণা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল তৈরি সেই সাথে কাজুবাদাম এবং কফি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বানিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কাজ্জিত জনগোষ্ঠীর (ঋণমবঃ চুড়চুঃধঃরঃহঃ) কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনার সাথে কিছুক্ষন আলোচনা করব। আশাকরি আপনারা সঠিক উত্তর ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

দআপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তর দাতার নাম ও ব্যক্তিগত তথ্য:

উত্তর দাতার নাম		জেলার নাম	
উপজেলার নাম		হটিকালচার সেন্টারের নাম	
পদবী		মোবাইল নং	

- পটভূমি/পারিবারিক ইতিহাস (বর্তমানে ও পূর্বে কাজের ধরণ, পরিবারের সদস্য, কৃষি জমির পরিমাণ (পাহাড়ী/সমতল ভূমি) শিক্ষা, আয়ের উৎস ইত্যাদি)

২. আপনি কোন ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত (কাজুবাদাম/কফি শস্য) এবং জমির পরিমাণ কত?

৩. আপনার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করুন (কাজুবাদাম/কফি শস্য উৎপাদনের পূর্বে)

৪. আপনি প্রকল্প থেকে কি ধরনের সহযোগিতা (বীজ, চারা, কলম, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ইত্যাদি) পেয়েছেন যা আপনা জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে?

৫. প্রকল্প সহযোগিতায় কাজুবাদাম/কফি শস্য শস্য উৎপাদন করে প্রতি বছর কতটাকা আয় করছেন?

৬. কাজুবাদাম/কফি শস্য উৎপাদন করে আপনি কি সফলতা পেয়েছেন যাকে আপনি আপনার পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, ও জাতীয়ভাবে সফলতা মনে করছেন?

৭. কেস স্টাডি হতে শিক্ষণীয় বিষয়

আপনার এবং আপনার প্রদর্শনীর কিছু ছবি নিব আমাকে সাহায্য করুন
(তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার/কৃষকের ও তার প্রদর্শনী প্লটের কিছু সুন্দর ছবি তুলবে)

সময় মূল্যবান তথ্য দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ !!

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

তারিখ

সংযুক্তি-২: প্রস্তাবিত বর্ধিত সময়কালে অংগের কাজ ও ব্যয়ের তথ্য (২০২৬-২০২৭)

ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)		
							ক	অ	প্র	ক	অ	প্র	ক	অ	প্র	ক	অ	প্র	ক	অ	প্র	ক	অ	প্র	ক	অ	প্র
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
	(ক) রাজস্ব																										
	ক) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবল																										
৩২১১১৩১	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারিসাচ ফেলো	জন	২৭.০১	৪	১২৭.৪৯	০.০২৪	০.০০	০.০০	০.০০	১০.২৩	৮.০২	০.১৯	২০.৫৭	১৬.১৩	০.৩৯	২২.৬০	১৭.৭৩	০.৪২	২১.৭৮	১৭.০৮	০.৪১	২২.৮১	১৭.৮৯	০.৪৩	২৯.৫০	২৩.১৪	০.৫৫
৩২১১১৩১	বৈজ্ঞানিক সহকারি/ফ্যাসিলিটেটর	জন	১৪.৫২	১০	১৬৯.৫৪	০.০৩২	০.০০	০.০০	০.০০	১৪.১৯	৮.৩৭	০.২৭	২৯.০৩	১৭.১২	০.৫৪	২৯.০৩	১৭.১২	০.৫৪	২৯.০৩	১৭.১২	০.৫৪	৩১.১১	১৮.৩৫	০.৫৮	৩৭.১৫	২১.৯১	০.৭০
৩২১১১৩১	অদক্ষ শ্রমিক	জন	১২.০০	১২	১৭২.১৮	০.০৩২	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৫২	৭.৮৫	০.২৫	২৮.৯০	১৬.৭৮	০.৫৪	২৮.৯০	১৬.৭৮	০.৫৪	২৯.৪৪	১৭.১০	০.৫৫	৩২.৫৪	১৮.৯০	০.৬১	৩৮.৮৮	২২.৫৮	০.৭৩
	উপমোট জনবল:	জন		২৬	৪৬৯.২১	০.০৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭.৯৪	৮.০৯	০.৭১	৭৮.৫০	১৬.৭৩	১.৪৭	৮০.৫৩	১৭.১৬	১.৫১	৮০.২৫	১৭.১০	১.৫১	৮৬.৪৬	১৮.৪৩	১.৬২	১০৫.৫৩	২২.৪৯	১.৯৮
	খ) সাধারণ গবেষণা / ফান্ডট্রায়াল																										
৩২৫১১০৫	জৈব ও অজৈবসার	টন	০.১৬	২৫০	৬০.০০	০.০১১	১.৫০	২.৫০	০.০৩	৫.৬০	৯.৩৩	০.১১	১১.০০	১৮.৩৩	০.২১	৯.১০	১৫.১৭	০.১৭	২.৫০	৪.১৭	০.০৫	২০.৩০	৩৩.৮৩	০.৩৮	১০.০০	১৬.৬৭	০.১৯
৩২৫১১০৭	কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক	থোক		থোক	১১.০০	০.০০২	০.২৫	২.২৭	০.০০	১.৫০	১৩.৬৪	০.০৩	১.০০	৯.০৯	০.০২	১.৫০	১৩.৬৪	০.০৩	০.৫০	৪.৫৫	০.০১	১.২৫	১১.৩৬	০.০২	৫.০০	৪৫.৪৫	০.০৯
৩২৫৭১০৩	চটের বস্তা	সংখ্যা (হাজার)	০.৮৩	৬	৬.০০	০.০০১	০.২৫	৪.১৭	০.০০	১.০০	১৬.৬৭	০.০২	১.৫০	২৫.০০	০.০৩	১.৫০	২৫.০০	০.০৩	০.৫০	৮.৩৩	০.০১	০.২৫	৪.১৭	০.০০	১.০০	১৬.৬৭	০.০২
৩২৫৭১০৩	সাইনবোর্ড এবং লেবেল	সংখ্যা	০.০০	৮০০০	৮.০০	০.০০২	০.২৫	৩.১৩	০.০০	১.০০	১২.৫০	০.০২	১.৫০	১৮.৭৫	০.০৩	১.৫০	১৮.৭৫	০.০৩	০.৫০	৬.২৫	০.০১	১.৭৫	২১.৮৮	০.০৩	১.৫০	১৮.৭৫	০.০৩
৩২৫৭১০৩	পলিথিন	কোজ	০.০০	১০০০	৬.০০	০.০০১	০.১৫	২.৫০	০.০০	০.৫০	৮.৩৩	০.০১	১.০০	১৬.৬৭	০.০২	০.৯০	১৫.০০	০.০২	০.৪০	৬.৬৭	০.০১	১.১৫	১৯.১৭	০.০২	১.৯০	৩১.৬৭	০.০৪
৩২৫৭১০৩	বাঁশ	সংখ্যা	০.০০	১২৫০	৬.০০	০.০০১	০.২৫	৪.১৭	০.০০	১.০০	১৬.৬৭	০.০২	১.৫০	২৫.০০	০.০৩	১.৫০	২৫.০০	০.০৩	০.৬০	১০.০০	০.০১	০.১৫	২.৫০	০.০০	১.০০	১৬.৬৭	০.০২
৩২৫৭১০৩	ত্রিপল, সুতলী এবং অন্যান্য	থোক		থোক	৫.০০	০.০০১	০.১০	২.০০	০.০০	০.৫০	১০.০০	০.০১	০.৫০	১০.০০	০.০১	০.৬০	১২.০০	০.০১	০.২০	৪.০০	০.০০	১.১০	২২.০০	০.০২	২.০০	৪০.০০	০.০৪
৩২৫৭১০৩	বীজ সংরক্ষণ পাত্র/ড্রাম	সংখ্যা	০.০২	১০০	৩.০০	০.০০১	০.১০	৩.৩৩	০.০০	০.৮০	২৬.৬৭	০.০২	০.৩০	১০.০০	০.০১	০.৫০	১৬.৬৭	০.০১	০.৩০	১০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	৩৩.৩৩	০.০২

সাবকোড ইকনমিক	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	এক ক দর	পরিমা ণ	মোট ব্যয়	ওজ ন (wt.)	আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
								অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৯	৩০
৩২৫৬১ ০৫	ল্যাবরেটরী খুচরা যন্ত্রাংশ	থোক		থোক	২২.০০	০.০০ ৮	১.০০	৪.৫৫	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	৪০.৯১	০.১৭	৭.০০	৩১.৮২	০.১৩	৩.০০	১৩.৬৪	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	৯.০৯	০.০৪
৩২১১১২ ৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা	০.৩৬	৭০	১৩.৫০	০.০০ ৩	০.২৫	১.৮৫	০.০০	৪.৭৫	৩৫.১৯	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭.৫০	৫৫.৫৬	০.১৪	১.০০	৭.৪১	০.০২
৩২৪৩১ ০১	তৈল, জ্বালানী, লুব্রিকেন্ট	থোক		থোক	৭০.০৮	০.০১ ৩	০.৫০	০.৭১	০.০১	১০.০০	১৪.২৭	০.১৯	১৬.৭৩	২৩.৮৭	০.৩১	১২.০০	১৭.১২	০.২৩	৪.৮০	৬.৮৫	০.০৯	১৭.৭৩	২৫.৩০	০.৩৩	৮.৩২	১১.৮৭	০.১৬
৩২১১১০ ৭	হায়ারিং (গাড়ি)	সংখ্যা	২৫.০০	১	১৩.৩৪	০.০০ ৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৫০	২৬.২৪	০.০৭	৫.২০	৩৮.৯৮	০.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৬৪	৩৪.৭৮	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭১ ০১	পরামর্শক সেবা (পূত ও নিয়ন্ত্রণ)	জন	২৫.০০	১	২০.৫৪	০.০০ ৮	০.০০	০.০০	০.০০	৯.৭৪	৪৭.৪২	০.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৮০	৩.৮৯	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	৪৮.৬৯	০.১৯
৩২৫৬১ ০২	রিয়েল্টে/কেমিক্যাল	থোক		থোক	২২.০০	০.০০ ৮	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০	১৩.৬৪	০.০৬	১০.০০	৪৫.৪৫	০.১৯	৪.০০	১৮.১৮	০.০৮	২.০০	৯.০৯	০.০৪	১.০০	৪.৫৫	০.০২	২.০০	৯.০৯	০.০৪
৩২৫১১ ০৯	প্রজনন বীজ/চারা/কলম উৎপাদন	থোক		থোক	১৩২.০০	০.০২ ৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৭৫	১০.৪২	০.২৬	২৩.৩০	১৭.৬৫	০.৪৪	২৫.০০	১৮.৯৪	০.৪৭	১০.০০	৭.৫৮	০.১৯	৪৩.৯৫	৩৩.৩০	০.৮২	১৬.০০	১২.১২	০.৩০
৩২৫৬১ ০২	গ্যাস (হিলিয়াম, নাইট্রোজেন এবং মিথেন)	থোক		থোক	১.২৩	০.০০ ০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০	৪০.৬৫	০.০১	০.৭৩	৫৯.৩৫	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫১১ ০৯	জাম প্লাজম সংগ্রহ (দেশি ও বিদেশী) (25০ প্রকার জাম প্লাজম প্রতিটির 10০টি করে)	সংখ্যা	০.০০	২৫০০	৬১.০০	০.০১১	১.০০	১.৬৪	০.০২	১৩.০০	২১.৩১	০.২৪	২০.০০	৩২.৭৯	০.৩৮	১৫.০০	২৪.৫৯	০.২৮	১০.০০	১৬.৩৯	০.১৯	২.০০	৩.২৮	০.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫১১ ০৯	বীজ/চারা/কলম সংগ্রহ	থোক		থোক	৬৮.০০	০.০১ ৩	১.০০	১.৪৭	০.০২	২২.০০	৩২.৩৫	০.৪১	১০.০০	১৪.৭১	০.১৯	১.০০	১.৪৭	০.০২	৫.০০	৭.৩৫	০.০৯	২১.০০	৩০.৮৮	০.৩৯	৮.০০	১১.৭৬	০.১৫
৩২৫৬১ ০৩	কনজুমেন্টাল (ব্যবহার্য)	থোক		থোক	৫.৯৩	০.০০১	০.২৫	৪.২২	০.০০	১.৫০	২৫.৩০	০.০৩	১.০০	১৬.৮৬	০.০২	১.৫০	২৫.৩০	০.০৩	০.৫০	৮.৪৩	০.০১	০.১৮	৩.০৪	০.০০	১.০০	১৬.৮৬	০.০২
৩২১১১০ ৯	অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী	সংখ্যা	৫.১৩	৩০	২০০.০০	০.০৩ ৮	৩.০০	১.৫০	০.০৬	২৭.০০	১৩.৫০	০.৫১	২৫.০০	১২.৫০	০.৪৭	৪৫.০০	২২.৫০	০.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	২৫.০০	০.৯৪	৫০.০০	২৫.০০	০.৯৪
৩২৪১১ ০১	ভ্রমণ ও যাতায়াত ভাতা	থোক		থোক	৬২.৩৯	০.০১২	১.৫০	২.৪০	০.০৩	১৫.০০	২৪.০৪	০.২৮	৯.৭৫	১৫.৬৩	০.১৮	১০.০০	১৬.০৩	০.১৯	৩.০০	৪.৮১	০.০৬	১০.১৪	১৬.২৫	০.১৯	১৩.০০	২০.৮৪	০.২৪

সার্বকোড কৃষিক্ষেত্র	ইকনমিক সার্বকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	এক ক দর	পরিমা ণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
								অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার		অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার		অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার		অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার		অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার		অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার		অঙ্গের শতক রা হার	প্রকল্পের শতক রা হার
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৪	২৫	২৬
৩২৫৭১ ০৩	ব্লক প্রদর্শনী ফিল্ড ট্রায়াল/ ভেলিডেশন	সংখ্যা	০.৬০	২৫০	২১৬.৫০	০.০৪১	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	৯.২৪	০.৩৮	৩৬.০০	১৬.৬৩	০.৬৮	৩৪.০০	১৫.৭০	০.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	৬৬.৫০	৩০.৭২	১.২৫	৬০.০০	২৭.৭১	১.১৩
৩২১১১১ ৭	ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন	থোক		থোক	১৪.১২	০.০০ ৩	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫০	১৭.৭১	০.০৫	৫.০০	৩৫.৪১	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৩৫.৪১	০.০৯	০.৬২	৪.৩৯	০.০১	১.০০	৭.০৮	০.০২
৩২১১১২ ৬	ফটোগ্রাফি, ভিডিও ও টিভি প্রোগ্রাম	সংখ্যা	০.৫৭	৪৪	২৫.০০	০.০০ ৫	০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	২৪.০০	০.১১	৮.০০	৩২.০০	০.১৫	৭.২৫	২৯.০০	০.১৪	৩.০০	১২.০০	০.০৬	০.৭৫	৩.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৫১ ০২	প্রিন্টিং, বুকলেট ও পোস্টার তৈরি ইত্যাদি	সংখ্যা	০.০০	১৬২০০	২০.০০	০.০০ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫০	১২.৫০	০.০৫	৭.০০	৩৫.০০	০.১৩	৭.৫০	৩৭.৫০	০.১৪	২.০০	১০.০০	০.০৪	১.০০	৫.০০	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১২ ৯	ভাড়া অফিস পরিচালনা	সংখ্যা	৪১.০০	১	৪২.১২	০.০০ ৮	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৪৪	১০.৫৪	০.০৮	৬.০০	১৪.২৫	০.১১	৮.১৭	১৯.৪০	০.১৫	১৫.২৩	৩৬.১৬	০.২৯	৮.২৮	১৯.৬৬	০.১৬	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (সাধারণ গবেষণা/ ফিল্ড ট্রায়াল)				১১৪.৭ ৫	০.২০ ৯	১১.৩৫	১.০২	০.২১	১৭১.০৮	১৫.৩৫	৩.২১	২১১.০১	১৮.৯৩	৩.৯৬	১৯৪.৫২	১৭.৪৫	৩.৬৫	৬৯.৮৩	৬.২৬	১.৩১	২৬১.২৪	২৩.৪৩	৪.৯০	১৯৫.৭২	১৭.৫৬	৩.৬৭
	গ) সরবরাহ সেবা																										
৩২৫৫১ ০৫	স্টেশনারিজ	থোক		থোক	১৭.৫০	০.০০ ৩	০.৭৫	৪.২৯	০.০১	৩.০০	১৭.১৪	০.০৬	৩.০০	১৭.১৪	০.০৬	৬.০০	৩৪.২৯	০.১১	২.০০	১১.৪৩	০.০৪	০.৭৫	৪.২৯	০.০১	২.০০	১১.৪৩	০.০৪
৩২৫৬১ ০৩	কম্পিউটার কনজিওমেবলস	থোক		থোক	১১.৫০	০.০০ ২	০.৫০	৪.৩৫	০.০১	৩.০০	২৬.০৯	০.০৬	১.৫০	১৩.০৪	০.০৩	৩.৫০	৩০.৪৩	০.০৭	১.০০	৮.৭০	০.০২	১.০০	৮.৭০	০.০২	১.০০	৮.৭০	০.০২
321112 0	টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল	থোক		থোক	৬.১৭	০.০০১	০.২৫	৪.০৫	০.০০	০.৫০	৮.১০	০.০১	২.০০	৩২.৪১	০.০৪	০.৭৭	১২.৪৮	০.০১	০.৫০	৮.১০	০.০১	১.১৫	১৮.৬৪	০.০২	১.০০	১৬.২১	০.০২
৩২৫২১ ০৫	মেডিক্যাল এপারেলস	থোক		থোক	৪.৭৫	০.০০১	০.২৫	৫.২৬	০.০০	০.৫০	১০.৫৩	০.০১	১.০০	২১.০৫	০.০২	১.০০	২১.০৫	০.০২	১.৫০	৩১.৫৮	০.০৩	০.৫০	১০.৫৩	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১১ ৩	গ্যাস, সেনিটরি এবং বৈদ্যুতিক মালামাল	থোক		থোক	১৭.৩৪	০.০০ ৩	০.৭৫	৪.৩৩	০.০১	১.৮৮	১০.৮৪	০.০৪	৩.৫৬	২০.৫৩	০.০৭	৫.১৪	২৯.৬৪	০.১০	১.৬০	৯.২৩	০.০৩	২.৪১	১৩.৯০	০.০৫	২.০০	১১.৫৩	০.০৪
৩২৫৫১ ০৪	ইনভেলপ, পোস্টেজ স্ট্যাম্প	থোক		থোক	৬.০০	০.০০১	০.৫০	৮.৩৩	০.০১	০.৫০	৮.৩৩	০.০১	০.৮০	১৩.৩৩	০.০২	১.০০	১৬.৬৭	০.০২	২.০০	৩৩.৩৩	০.০৪	০.২০	৩.৩৩	০.০০	১.০০	১৬.৬৭	০.০২
৩২৫৩১ ০৩	নিরাপত্তা সামগ্রী	থোক		থোক	১১.০৬	০.০০ ২	০.০০	০.০০	০.০০	১.৫০	১৩.৫৬	০.০৩	০.৭৫	৬.৭৮	০.০১	৩.২৫	২৯.৩৯	০.০৬	৩.২৫	২৯.৩৯	০.০৬	০.৩১	২.৮০	০.০১	২.০০	১৮.০৮	০.০৪
322110 6	পরিবহন ব্যয়	থোক		থোক	৩৮.০০	০.০০ ৭	১.০০	২.৬৩	০.০২	৫.৫০	১৪.৪৭	০.১০	৫.০০	১৩.১৬	০.০৯	৫.৫০	১৪.৪৭	০.১০	২.০০	৫.২৬	০.০৪	১৬.০০	৪২.১১	০.৩০	৩.০০	৭.৮৯	০.০৬
৩২৫৪১ ০২	ক্রোকারিজ ও কুকিং মালামাল	থোক		থোক	৫.৭০	০.০০১	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১৭.৫৪	০.০২	০.৫০	৮.৭৭	০.০১	১.৯০	৩৩.৩৩	০.০৪	০.৫০	৮.৭৭	০.০১	০.৮০	১৪.০৪	০.০২	১.০০	১৭.৫৪	০.০২

ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
							(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	(লক্ষ টাকা)	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
2	3	4	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৪	২৫	২৬
	সম্মানিভাতা (জনবল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী)																										
৩২৫৭২০৬	প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মচারীবৃন্দের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	জন	২.০০	৬	১২.৬৭	০.০০২	০.০০	০.০০	০.০০	২.৪৬	১৯.৪২	০.০৫	২.১৩	১৬.৮১	০.০৪	২.২০	১৭.৩৬	০.০৪	১.৭৪	১৩.৭৩	০.০৩	১.৫৭	১২.৩৯	০.০৩	২.৫৭	২০.২৮	০.০৫
৩২৫৭২০৬	বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানি (পিআইসি, পিএসসি, টিইসি ইত্যাদি)	সংখ্যা	০.৯০	২০	১৫.১৭	০.০০৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩২	২১.৮৯	০.০৬	৩.০০	১৯.৭৮	০.০৬	৩.০০	১৯.৭৮	০.০৬	০.৫০	৩.৩০	০.০১	৩.৩৫	২২.০৮	০.০৬	২.০০	১৩.১৮	০.০৪
৩২৫৭২০৬	অগ্রবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	৫.০০	১	১০.০০	০.০০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৫০.০০	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৫০.০০	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭২০৬	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১০.০০	১	১০.০০	০.০০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	১০০.০০	০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২৫৭২০৬	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	সংখ্যা	১০.০০	২	১৯.৯০	০.০০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯.৯০	১০০.০০	০.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (সরবরাহ সেবা)				১৮৫.৭৬	০.০৩৫	৪.০০	২.১৫	০.০৮	২৩.১৬	১২.৪৭	০.৪৩	২৮.২৪	১৫.২০	০.৫৩	৪৩.২৬	২৩.২৯	০.৮১	২১.৫৯	১১.৬২	০.৪১	৪৭.৯৪	২৫.৮১	০.৯০	১৭.৫৭	৯.৪৬	০.৩৩
	প্রশিক্ষণ ব্যয়																										
৩২৩১২০১	দেশে প্রশিক্ষণ	ব্যয়	১.৫৭	১০	৩৮.৫৮	০.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮.৫৮	১০০.০০	০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০
৩২৩১২০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	০.০০	০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (প্রশিক্ষণ ব্যয়)				৩৮.৫৮	০.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮.৫৮	১০০.০০	০.৭২	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১২৭	বুক, জানাল ও রিপোর্ট	সংখ্যা			৬.৫০	০.০০১	০.২৫	৩.৮৫	০.০০	১.০০	১৫.৩৮	০.০২	১.৫০	২৩.০৮	০.০৩	১.৫০	২৩.০৮	০.০৩	০.৫০	৭.৬৯	০.০১	০.৭৫	১১.৫৪	০.০১	১.০০	১৫.৩৮	০.০২
	উপমোট (বুক, জানাল রিপোর্ট)				৬.৫০	০.০০১	০.২৫	৩.৮৫	০.০০	১.০০	১৫.৩৮	০.০২	১.৫০	২৩.০৮	০.০৩	১.৫০	২৩.০৮	০.০৩	০.৫০	৭.৬৯	০.০১	০.৭৫	১১.৫৪	০.০১	১.০০	১৫.৩৮	০.০২

সারকোড সংক্রান্ত	ইকনমিক সারকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	এক ক দর	পরিমা ণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমা ণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
								অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার		অঙ্গ র শতক রা হার	প্রক ল্পের শতক রা হার
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৯	৩০
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ																										
৩২৫৮১ ০১	যানবাহন	থোক		থোক	২৯.৯৫	০.০০ ৬	০.০০	০.০০	০.০০	১.৭৮	৫.৯৪	০.০৩	৮.৫৫	২৮.৫৫	০.১৬	৬.০০	২০.০৩	০.১১	৩.৬৭	১২.২৫	০.০৭	৪.৯৫	১৬.৫৩	০.০৯	৫.০০	১৬.৬৯	০.০৯
৩২৫৮১ ০২	আবসাবপত্র	থোক		থোক	২০.০০	০.০০ ৪	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	৫.০০	০.০২	৪.০০	২০.০০	০.০৮	৩.০০	১৫.০০	০.০৬	১.৯৯	৯.৯৫	০.০৪	৫.০১	২৫.০৫	০.০৯	৫.০০	২৫.০০	০.০৯
৩২৫৮১ ০৪	অফিস যন্ত্রপাতি	থোক		থোক	১৭.৬০	০.০০ ৩	০.৪০	২.২৭	০.০১	১.০০	৫.৬৮	০.০২	৪.০০	২২.৭৩	০.০৮	৩.০০	১৭.০৫	০.০৬	১.৬০	৯.০৯	০.০৩	২.৬০	১৪.৭৭	০.০৫	৫.০০	২৮.৪১	০.০৯
৩২৫৮১ ০৫	গবেষণা যন্ত্রপাতি	থোক		থোক	১৬.০০	০.০০ ৩	০.৫০	৩.১৩	০.০১	০.৫০	৩.১৩	০.০১	৪.০০	২৫.০০	০.০৮	৩.০০	১৮.৭৫	০.০৬	২.০০	১২.৫০	০.০৪	১.০০	৬.২৫	০.০২	৫.০০	৩১.২৫	০.০৯
৩২৫৮১ ০৮	গবেষণাগার ও অফিস সংস্কার	বর্গামি		থোক	৬৯.৯০	০.০১ ৩	২.০০	২.৮৬	০.০৪	৫.৮৬	৮.৩৮	০.১১	৫.০০	৭.১৫	০.০৯	১৫.০০	২১.৪৬	০.২৮	১২.১৪	১৭.৩৭	০.২৩	১৪.৯০	২১.৩২	০.২৮	১৫.০০	২১.৪৬	০.২৮
৩২৫৮১ ০৬	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (আবাসিক)	বর্গামি		থোক	৫৯.৪২	০.০১১	১.০০	১.৬৮	০.০২	৩.৫৮	৬.০২	০.০৭	১০.০০	১৬.৮৩	০.১৯	৫.০০	৮.৪১	০.০৯	৫.৪২	৯.১২	০.১০	৫.৪২	৯.১২	০.১০	২৯.০০	৪৮.৮১	০.৫৪
৩২৫৮১ ১২	গাইডওয়ালা	রা.মি.		থোক	২১০.০০	০.০৩ ৯	০.০০	০.০০	০.০০	২৯.৪৯	১৪.০৪	০.৫৫	৫০.০০	২৩.৮১	০.৯৪	৫০.০০	২৩.৮১	০.৯৪	৭০.৫১	৩৩.৫৮	১.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	৪.৭৬	০.১৯
৩২৫৮১ ১৪	সেচ স্থাপনা	বর্গামি		থোক	৭০.০০	০.০১ ৩	২.০০	২.৮৬	০.০৪	৪.৭৫	৬.৭৯	০.০৯	১.১৫	১.৬৪	০.০২	১০.৫০	১৫.০০	০.২০	২১.৬০	৩০.৮৬	০.৪১	১৫.০০	২১.৪৩	০.২৮	১৫.০০	২১.৪৩	০.২৮
৩২৫৮১ ১৪	নিষ্কাশন স্থাপনা	বর্গামি		থোক	৭০.০০	০.০১ ৩	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৭৪	৬.৭৭	০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৫০	১৫.০০	০.২০	২৪.৭৬	৩৫.৩৭	০.৪৬	১৫.০০	২১.৪৩	০.২৮	১৫.০০	২১.৪৩	০.২৮
৩২৫৮১ ২৬	টেলিযোগাযোগ	থোক		থোক	৬.০০	০.০০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০	৮.৩৩	০.০১	২.০০	৩৩.৩৩	০.০৪	১.৫০	২৫.০০	০.০৩	১.০০	১৬.৬৭	০.০২	০.৫০	৮.৩৩	০.০১	০.৫০	৮.৩৩	০.০১
৩২৫৮১ ১২	রোড, কালভার্ট ও ড্রেন	থোক		থোক	৭৫.০০	০.০১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৫.০০	৪৬.৬৭	০.৬৬	২২.০০	২৯.৩৩	০.৪১	৩.০০	৪.০০	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	২০.০০	০.২৮
৩২৫৮১ ১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (লাইন ৩০০০ মিটার)	থোক		থোক	৩০.০০	০.০০ ৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.০০	৪৩.৩৩	০.২৪	১.০০	৩.৩৩	০.০২	৬.০০	২০.০০	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	৩৩.৩৩	০.১৯
৩২৫৮১ ০৮	অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ	থোক		থোক	১৫.০০	০.০০ ৩	০.৫০	৩.৩৩	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	৪০.০০	০.১১	৩.৫০	২৩.৩৩	০.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৩৩.৩৩	০.০৯
	উপমোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ				৬৮৮.৮ ৭	০.১২ ৯	৬.৪০	০.৯৩	০.১২	৫৩.২০	৭.৭২	১.০০	১৪২.৭০	২০.৭২	২.৬৮	১৩৪.০০	১৯.৪৫	২.৫১	১৫৩.৬ ৯	২২.৩১	২.৮৮	৬৪.৩৮	৯.৩৫	১.২১	১৩৪.৫০	১৯.৫২	২.৫২
	মোট (রাজস্ব)				২৫০৩. ৬৭	০.৪৭০	২২.০০	০.৮৮	০.৪১	২৮৬.৩ ৮	১১.৪৪	৫.৩৭	৪৬১.৯৫	১৮.৪৫	৮.৬৭	৪৫৩.৮ ১	১৮.১৩	৮.৫১	৩২৫.৮ ৬	১৩.০২	৬.১১	৪৯৯.৩ ৫	১৯.৯৪	৯.৩৭	৪৫৪.৩২	১৮.১৫	৮.৫২
	(খ) মূলধন																										

ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭					
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব				
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার						
2	3	4	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৪	২৫	২৬			
৪১১২৩০৬	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৫.০৮	৮৪	৪১৪.১৯	০.০৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	১১৮.০৯	২৮.৫১	২.২২	১৮৮.৩৩	৪৫.৪৭	৩.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮১.৭৭	১৯.৭৪	১.৫৩	২৬.০০	৬.২৮	০.৪৯
৪১২১৩১৬	মাঠ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১.৯১	২০৪	৩২৩.৮২	০.০৬১	০.০০	০.০০	০.০০	৯০.৫৪	২৭.৯৬	১.৭০	১৯৩.২৮	৫৯.৬৯	৩.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	১২.৩৫	০.৭৫
৪১১২৩১০	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১.০৭	৯৯	৯৬.৪২	০.০১৮	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭.৭৫	৪৯.৫২	০.৯০	১২.৫৬	১৩.০৩	০.২৪	৫.৯৯	৬.২১	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.১২	৩১.২৪	০.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র	সংখ্যা	০.১৭	৯৫১	১৪৮.৭১	০.০২৮	০.০০	০.০০	০.০০	২৯.৯৫	২০.১৪	০.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	৯২.৭৭	৬২.৩৮	১.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫.৯৯	১৭.৪৮	০.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০
	ভূমি উন্নয়ন, ফাংশনাল বিল্ডিং ও অন্যান্য																													
৪১১১৪	ভূমি উন্নয়ন	ঘনমিটার	০.০০	৩২০০০	৯৪.১২	০.০১৮	০.০০	০.০০	০.০০	৫১.৮৪	৫৫.০৮	০.৯৭	৪২.২৮	৪৪.৯২	০.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	গোডাউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্টেড ও কুলরুম	ব.মি.	০.৪০	৭৫০	২৯৬.৯৪	০.০৫৬	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯.৪৫	২৩.৩৯	১.৩০	১৫৭.৩৯	৫৩.০০	২.৯৫	৭০.১০	২৩.৬১	১.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র	ব.মি.	০.৫০	৬০০	২৯৪.৪৫	০.০৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮.৩৮	১৩.০৩	০.৭২	১৭০.০০	৫৭.৭৩	৩.১৯	৮৬.০৭	২৯.২৩	১.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	মাঠ অফিস	ব.মি.		২০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	আনসার ক্যাম্প	ব.মি.	০.৫৫	৫৫০	১৩৯.৮৩	০.০২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	২৮.৬১	০.৭৫	৯৯.৮৩	৭১.৩৯	১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	লেখহাউজ/সেডহাউজ/নেটহাউজ	ব.মি.	০.৩৫	৪০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	থ্রেসিং ফ্লোর (কাভারড, ওপেন)	ব.মি.	০.১৪	১০০০	১৯৩.৯৭	০.০৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	২০.৬২	০.৭৫	১৫৩.৯৭	৭৯.৩৮	২.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও পাম্পহাউজ	সংখ্যা	২০০.০০	১	৪০.০০	০.০০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৮.০০	৭০.০০	০.৫৩	১২.০০	৩০.০০	০.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজার্ভারসহ)	সংখ্যা	৪০.০০	১	১১০.০০	০.০২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১০.০০	১০০.০০	২.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	নাসারীসেড (সীডবেড সহ)	ব.মি.	০.৭৫	২০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)		
							অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের	অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের	অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের	অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের	অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের	অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের	অর্থিক	বাস্তব	প্রকল্পের
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৮	২৯	৩০
৪১১১২০১	সীমানা প্রচীর	রা.মি.	০.০৫	১৬০০	৩৬৩.০৩	০.০৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০০	১১.০২	০.৭৫	১৫২.০৩	৪১.৮৮	২.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭১.০০	৪৭.১০	৩.২১
৪১১১২০১	ইরিগেশন লাইন (ভূগভস্থ ৬"ও ৮" ডায়া)	রা.মি.	০.৩৩	১০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	সংখ্যা	৫.০০	০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ	রা.মি.	০.০৬	১০০০	১৪৯.৬০	০.০২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৭.৬০	৫১.৮৭	১.৪৬	৭২.০০	৪৮.১৩	১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	আরসিসি ট্যাংক (পানিরলাইনসহ)	সংখ্যা	০.০০	২	৬০.০০	০.০১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	১০০.০০	১.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	৫ HP (সাবমারসিবল) পাম্পপাউয়েলসহ	সংখ্যা	২৩.৩৩	৩	২০.০০	০.০০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	১০০.০০	০.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	গাডসেড	সংখ্যা	১০.০০	৪	৫.০০	০.০০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৪০	৬৮.০০	০.০৬	১.৬০	৩২.০০	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	ওয়াচটাওয়ার	সংখ্যা	০.৮৩	৬	৩৫.০০	০.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	৫৭.১৪	০.৩৮	১৫.০০	৪২.৮৬	০.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	গাইডওয়ালা	রা.মি.	২০০.০০	০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	জেনারেটর ১০০ কেভিএ (হাউজসহ)	সংখ্যা	৫০.০০	১	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	বহিরাঙ্গন বৈদ্যুতিক কাজ	রা.মি.	০.০৬	১০০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১১২০১	সোলার সিকিউরিটি লাইট	সংখ্যা	২.২৫	১০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি (ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, পিএফআইএলটি এবং	সংখ্যা	৫২.০০	১	৪২.০০	০.০০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২.০০	০.০০	০.০০

ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					জানুয়ারি ২০২১- জুন ২০২১			জুলাই ২০২১- জুন ২০২২			জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩			জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪			জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫			জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬			জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৭		
		একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (wt.)	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
								অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার			
2	3	4	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৪	২৫	২৬
	এইচটিক্যাবল ইত্যাদি)																										
	উপমোট (ভূমি উন্নয়ন, ফাংশনালবিল্ডিং ও অন্যান্য)				১৮৪৩.৯৪	০.৩৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৯.৬৭	৮.৬৬	৩.০০	৬১৮.৬৭	৩৩.৫৫	১১.৬১	৮৫২.৬০	৪৬.২৪	১৫.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২১৩.০০	১১.৫৫	৪.০০
	মোট (সম্পদ সংগ্রহ)				২৮২৭.০৮	০.৫৩০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪৬.০০	১৫.৭৮	৮.৩৭	১০১২.৮৪	৩৫.৮৩	১৯.০০	৯৫১.৩৬	৩৩.৬৫	১৭.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৭.৮৮	৪.৮৮	২.৫৯	২৭৯.০০	৯.৮৭	৫.২৩
	মোট রাজস্ব ও মূলধন (ক+খ)				৫৩৩০.৭৫	১.০০০	২২.০০	০.৪১	০.৪১	৭৩২.৩৮	১৩.৭৪	১৩.৭৪	১৪৭৪.৭৯	২৭.৬৭	২৭.৬৭	১৪০৫.১৭	২৬.৩৬	২৬.৩৬	৩২৫.৮৬	৬.১১	৬.১১	৬৩৭.২৩	১১.৯৫	১১.৯৫	৭৩৩.৩২	১৩.৭৬	১৩.৭৬
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক		থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক		থোক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সবামোট (ক+খ+গ+ঘ)				৫৩৩০.৭৫	১.০০০	২২.০০	০.৪১	০.৪১	৭৩২.৩৮	১৩.৭৪	১৩.৭৪	১৪৭৪.৭৯	২৭.৬৭	২৭.৬৭	১৪০৫.১৭	২৬.৩৬	২৬.৩৬	৩২৫.৮৬	৬.১১	৬.১১	৬৩৭.২৩	১১.৯৫	১১.৯৫	৭৩৩.৩২	১৩.৭৬	১৩.৭৬

Annex-3:

Germplasm collected from home and abroad under RDECC Project

Cashewnut:

Sl no.	Accession number	No. of saplings/seedlings	Remarks
	Raikhali		
1	AO Rai 001	02	
2	AO Rai 002	05	
3	AO Rai 003	05	
4	AO Rai 004	05	
5	AO Rai 005	02	
6	AO Rai 006	8	
7	AO Rai 007	10	
8	AO Rai 008	10	
9	AO Rai 009	10	
10	AO Rai 010	10	
11	AO Rai 011	10	
12	AO Rai 012	10	
13	AO Rai 013	10	
14	AO Rai 014	10	
15	AO Rai 015	10	
16	AO Rai 016	10	
17	AO Rai 017	10	
18	AO Rai 018	10	
19	AO Rai 019	10	
20	AO Rai 020	10	
21	AO Rai 021	10	
22	AO Rai 022	10	
23	AO Rai 023	10	
24	AO Rai 024	10	Promising
25	AO Rai 025	10	
26	AO Rai 026	10	
27	AO Rai 027	10	
28	AO Rai 028	10	
29	AO Rai 029	10	
30	AO Rai 030	10	
31	AO Rai 031	10	
32	AO Rai 032	10	

33	AO Rai 033	10	
34	AO Rai 034	10	
35	AO Rai 035	10	
36	AO Rai 036	10	
37	AO Rai 037	10	Promising
38	AO Rai 038	10	
39	AO Rai 039	10	
40	AO Rai 040	10	
41	AO Rai 041	10	
42	AO Rai 042	10	
43	AO Rai 043	10	
44	AO Rai 044	10	
45	AO Rai 045	10	
46	AO Rai 046	10	
47	AO Rai 047	10	
48	AO Rai 048	10	
49	AO Rai 049	10	
50	AO Rai 050	10	
51	AO Rai 051	10	
52	AO Rai 052	10	
53	AO Rai 053	10	
54	AO Rai 054	10	
55	AO Rai 055	10	
56	AO Rai 056	10	
57	AO Rai 057	05	
58	AO Rai 058	05	
59	AO Rai 059	05	
60	AO Rai 060	05	
61	AO Rai 061	05	
62	AO Rai 062	05	
63	AO Rai 063	05	
64	AO Rai 064	05	
65	AO Rai 065	05	
66	AO Rai 066	05	
67	AO Rai 067	05	
68	AO Rai 068	05	
69	AO Rai 069	05	
70	AO Rai 070	05	
71	AO Rai 071	05	

72	AO Rai 072	05	
73	AO Rai 073	05	
74	AO Rai 074	05	
75	AO Rai 075	05	
76	AO Rai 076	05	
77	AO Rai 077	05	
78	AO Rai 078	05	
79	AO Rai 079	05	
80	AO Rai 080	05	
81	AO Rai 082	05	
82	AO Rai 082	05	
83	AO Rai 083	05	
84	AO Rai 084	05	
85	AO Rai 085	05	
86	AO Rai 086	05	
87	AO Rai 087	05	
88	AO Rai 088	05	
89	AO Rai 089	05	
90	AO Rai 090	05	
91	AO Rai 091	05	
92	AO Rai 092	05	
93	AO Rai 093	05	
94	AO Rai 094	05	
95	AO Rai 095	05	
96	AO Rai 096	05	
97	AO Rai 097	20	
98	AO Rai 098	20	
Khagrachari			
99	AO Kha 001	02	
100	AO Kha 002	05	
101	AO Kha 003	10	
102	AO Kha 004	10	
103	AO Kha 005	10	
104	AO Kha 006	10	
105	AO Kha 007	10	
106	AO Kha 008	10	
107	AO Kha 009	10	
108	AO Kha 010	10	
109	AO Kha 011	10	

110	AO Kha 012	10	
111	AO Kha 013	10	
112	AO Kha 014	10	
113	AO Kha 015	10	
114	AO Kha 016	10	
115	AO Kha 017	10	
116	AO Kha 018	10	
117	AO Kha 019	10	
118	AO Kha 020	10	
119	AO Kha 021	10	
120	AO Kha 022	10	
121	AO Kha 023	10	
122	AO Kha 024	10	
123	AO Kha 025	10	
124	AO Kha 026	10	
125	AO Kha 027	05	
126	AO Kha 028	10	
127	AO Kha 029	10	
128	AO Kha 030	10	
129	AO Kha 031	10	
130	AO Kha 032	10	
131	AO Kha 033	10	
132	AO Kha 034	05	
133	AO Kha 035	10	
134	AO Kha 036	10	
135	AO Kha 037	10	
136	AO Kha 038	10	
137	AO Kha 039	10	
138	AO Kha 040	10	
139	AO Kha 041	10	
140	AO Kha 042	10	
141	AO Kha 043	10	
142	AO Kha 044	10	
143	AO Kha 045	10	
144	AO Kha 046	10	
145	AO Kha 047	10	
146	AO Kha 048	10	
147	AO Kha 049	10	
148	AO Kha 050	10	

149	AO Kha 051	10	
150	AO Kha 052	10	
151	AO Kha 053	10	
152	AO Kha 054	10	
153	AO Kha 055	10	
154	AO Kha 056	10	
155	AO Kha 057	05	
156	AO Kha 058	05	
157	AO Kha 059	05	
158	AO Kha 060	05	
159	AO Kha 061	05	
160	AO Kha 062	05	
161	AO Kha 063	05	
162	AO Kha 064	05	
163	AO Kha 065	05	
164	AO Kha 066	05	
165	AO Kha 067	05	
166	AO Kha 068	05	
167	AO Kha 069	05	
168	AO Kha 070	05	
169	AO Kha 071	05	
170	AO Kha 072	05	
171	AO Kha 073	05	
172	AO Kha 074	05	
173	AO Kha 075	05	
174	AO Kha 076	05	
175	AO Kha 077	05	
176	AO Kha 078	05	
177	AO Kha 079	05	
178	AO Kha 080	05	
179	AO Kha 082	05	
180	AO Kha 082	05	
181	AO Kha 083	05	
182	AO Kha 084	05	
183	AO Kha 085	05	
184	AO Kha 086	05	
185	AO Kha 087	05	
186	AO Kha 088	05	
187	AO Kha 089	05	

188	AO Kha 090	05	
189	AO Kha 091	05	
190	AO Kha 092	05	
191	AO Kha 093	05	
192	AO Kha 094	05	
193	AO Kha 095	05	
194	AO Kha 096	05	
195	AO Kha 097	20	
196	AO Kha 098	20	
197	AO Kha 099	01	
198	AO Kha 100	01	
199	AO Kha 101	01	
200	AO Kha 102	01	
201	AO Kha 103	01	
202	AO Kha 104	01	
Akbarpur			
203	AO Akb 001	01	
204	AO Akb 002	02	
205	AO Akb 003	02	
206	AO Akb 004	02	
207	AO Akb 005	01	
208	AO Akb 006	03	
209	AO Akb 007	02	
210	AO Akb 008	03	
211	AO Akb 009	05	
Jaintapur			
212	AO Jai 001	01	
213	AO Jai 002	01	
214	AO Jai 003	05	
215	AO Jai 004	06	
216	AO Jai 005	04	
217	AO jai 006	10	
218	AO Jai 007	10	
219	AO jai 008	10	
220	AO jai 009	10	

Coffee:

Sl no.	Accession number	No. of saplings/seedlings	Remarks
	Raikhali		
1	CC Rai 001	520	Variety released
2	CC Rai 002	500	
3	CC Rai 003	1000	
4	CC Rai 004	118	
5	CC Rai 005	028	
6	CC Rai 006	88	
7	CC Rai 007	104	
8	CC Rai 008	106	
9	CC Rai 009	102	
10	CC Rai 010	109	
11	CC Rai 011	200	
12	CC Rai 012	15	Promising
13	CC Rai 013	10	
14	CC Rai 014	10	
15	CC Rai 015	10	
16	CC Rai 016	10	
17	CC Rai 017	10	
18	CC Rai 018	10	
19	CC Rai 019	10	
20	CC Rai 020	10	
21	CA Rai 001	10	
22	CA Rai 002	10	
23	CA Rai 003	10	
24	CA Rai 004	1000	
25	CA Rai 005	10	
26	CA Rai 006	10	
27	CA Rai 007	10	
28	CA Rai 008	10	
29	CA Rai 009	10	
30	CA Rai 010	10	
31	CA Rai 011	10	
32	CA Rai 012	103	Promising
33	CA Rai 013	10	
34	CA Rai 014	10	

Khagrachari			
35	CC Kha 001	250	
36	CC Kha 002	205	
37	CC Kha 003	1000	
38	CC Kha 004	1000	
39	CC Kha 005	106	
40	CC Kha 006	10	
41	CC Kha 007	5000	
42	CC Kha 008	103	
43	CC Kha 009	105	
44	CC Kha 010	1000	
45	CC Kha 011	1000	
46	CC Kha 012	48	
47	CC Kha 013	200	
48	CC Kha 014	1200	
49	CC Kha 015	1103	
50	CC Kha 016	1014	
115	CA Kha 001	109	
116	CC Kha 002	300	
117	CC Kha 003	203	
118	CC Kha 004	210	
119	CC Kha 005	510	
120	CC Kha 006	611	
121	CC Kha 007	10	
122	CC Kha 008	10	
123	CC Kha 009	10	
124	CC Kha 010	10	
125	CC Kha 011	05	
126	CC Kha 012	102	Variety released
127	CA Kha 001	1000	
128	CA Kha 002	1000	
129	CA Kha 003	1000	
130	CA Kha 004	1000	
131	CA Kha 005	1000	
132	CA Kha 006	0500	
133	CA Kha 007	100	
134	CA Kha 008	100	
135	CA Kha 009	100	
136	CA Kha 010	100	

137	CA Kha 011	100	
138	CA Kha 012	100	
139	CA Kha 013	100	
140	CA Kha 014	100	
141	CA Kha 015	100	
142	CA Kha 016	100	
Akbarpur			
203	CC Akb 001	019	
204	CC Akb 002	035	
205	CC Akb 003	025	
206	CC Akb 004	025	
207	CC Akb 005	015	
208	CA Akb 006	036	
209	CA Akb 007	027	
210	CA Akb 008	038	
211	CA Akb 009	059	
Jaintapur			
212	CC Jai 001	011	
213	CC Jai 002	010	
214	CC Jai 003	050	
215	CC Jai 004	060	
216	CC Jai 005	040	
217	CC jai 006	100	
218	CC Jai 007	100	
219	CC jai 008	100	
220	CA jai 009	100	

সংযুক্তি-৪

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (বারি অফিস) এর পণ্য ও সিভিল কাজের বরাদ্দ বিভাজন

অঞ্চল ভিত্তিক ল্যাব যন্ত্রপাতির বরাদ্দ বিভাজন

ক্রমিক নং	ল্যাব যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	মোট সংখ্যা
১.	ডিজিটাল ট্যাকোমিটার	১						১	২
২.	ক্রোমমিটার	১							১
৩.	সোলার মিটার	১			১			১	৩
৪.	ফ্রুট ফার্মেনেস টেস্টার	১							১
৫.	ডিজিটাল রিফ্রেকটোমিটার	১			১			১	৩
৬.	ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স	১						১	২
৭.	অক্সিজেন/ক্যাবন-ডাই অক্সাইড মিটার	১						১	২
৮.	ডাটা লগার	২	২	১	১	১	১	২	১০
৯.	রেফ্রিজারেটেড হাই স্পিড সেনট্রিফিউজ	১							১
১০.	ইনকুবেটর	১							১
১১.	ওভেন	১							১
১২.	মাইক্রো ওয়েভ ওভেন	১							১
১৩.	প্লাস্ট গ্রাইন্ডার	১							১
১৪.	সয়েল গ্রাইন্ডার	১						১	২
১৫.	ওয়াটার বাথ	১							১
১৬.	সেকিং ওয়াটার বাথ	১						১	২
১৭.	অল্ট্রা সনিক ওয়াটার বাথ	১							১
১৮.	ভার্চুয়াল মিক্সার	১							১

ক্রমিক নং	ল্যাব যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	মোট সংখ্যা
১৯.	পিএইচ মিটার (ডেস্কটপ)	১						১	২
২০.	জেলডাল এপারটাস ডাইজেশন ডিস্টিলেশন এবং টাইট্রেশন ইউনিট	১							১
২১.	অটোক্লেভ	১							১
২২.	আইস মেকার	১							১
২৩.	ক্যামেরা এন্ড ডিসপ্লে ফিটেড বাইনোকুলার স্টেরিওজোম মাইক্রোস্কোপ	১							১
২৪.	ক্যামেরা এন্ড ডিসপ্লে ফিটেড বাইনোকুলার ক্যাম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ	১							১
২৫.	লিফ এরিয়া মিটার	১							১
২৬.	ডিজিটাল ময়েসচার মিটার	১						১	২
২৭.	থ্রেইন ময়েসচার মিটার	১							১
২৮.	মাইক্রো পিপেট সিঙ্গেল/চ্যানেল	১						১	২
২৯.	আল্ট্রা লো টেম্পারেচার ফ্রিজ (-৮০°)	১							১
৩০.	ডীপ ফ্রিজ (-২০°)	১						১	২
৩১.	হ্যান্ড গ্রাইন্ডিং মেশিন	১							১
৩২.	টেবিল গ্রাইন্ডিং মেশিন	১							১
৩৩.	সয়েল থার্মোমিটার	১							১
৩৪.	সয়েল ময়েসচার মিটার	১							১
৩৫.	ফ্লোমিটার	১							১
৩৬.	সয়েল কোর স্যাম্পলার	২	১	১	১	২	১	২	১০
৩৭.	অটোমেটিক সিড কাউন্টার	১							১
৩৮.	থ্রোথ চেম্বার	১						১	২
৩৯.	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা উইথ পিসি	১							১
৪০.	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	১						১	২

ক্রমিক নং	ল্যাব যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	মোট সংখ্যা
৪১.	এসি (ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারের জন্য) ৩ টন	১			১	১		১	৪
৪২.	জেনারেটর (৪০ কেভিএ)	১							১
৪৩.	স্পেকটোফটোমিটার	১							১
৪৪.	ওয়াটার ডিস্টিলেশন মেশিন	১							১
৪৫.	মিডিয়া ডিসপেনসার	১							১
৪৬.	ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স	২							২
৪৭.	ক্লিন বেঞ্চ	১							১
	মোট ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

অঞ্চল ভিত্তিক মাঠ যন্ত্রপাতির বরাদ্দ বিভাজন

ক্রমিক নং	মাঠ যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	সগবি, ময়মনসিংহ	সগবি, টাঙ্গাইল	সগবি, শেরপুর	মোট সংখ্যা
১.	বারি কফি রোস্টার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২.	বারি কফি গ্রাইন্ডার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
৩.	বারি কফি পাল্লার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
৪.	বুম স্প্রেয়ার (বারি মডেল)	১										১
৫.	বারি শস্য পাওয়ার থ্রেসার	১										১
৬.	ট্রাক্টর (4WD) (৫০-৬০ অশ্বশক্তি) হাইড্রলিক ট্রলিসহ	১										১
৭.	রোটোভেটর (৪৮ ব্লেড)	১										১
৮.	ডিস্ক প্লাউ	১										১
৯.	ডিস্ক হ্যারো	১										১
১০.	চিজেল প্লাউ (স্প্রিং টাইপ)	১										১
১১.	স্ক্রোপার/লেভেলার	১										১
১২.	পাওয়ার টিলার (১২-১৬ অশ্বশক্তি)	১										১
১৩.	লন মোয়ার (৫ অশ্বশক্তি)	১				১						২
১৪.	পাওয়ার পাম্প (২-৫ ইঞ্চি ব্যাস)	১		১		১	১					৪
১৫.	গাডেন ডিবলার	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১০
১৬.	পাওয়ার টিলার চালিত ট্রলি	১	১	১	১	১	১					৬
১৭.	ছইল ব্যারো	২	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১২
১৮.	বারি শস্য পাওয়ার থ্রেসার	১										১
১৯.	পাওয়ার স্প্রেয়ার	১		১								২
২০.	ফুট পাম্প স্প্রেয়ার	১		১								২
২১.	বুশ কাটার	২	১	২		১	১	১				৮

ক্রমিক নং	মাঠ যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	সগবি, ময়মনসিংহ	সগবি, টাঙ্গাইল	সগবি, শেরপুর	মোট সংখ্যা
২২.	বারি পা/হস্তচালিত কাজুবাদাম শেলার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২৩.	বারি সোলার ক্যাবিনেট ড্রায়ার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২৪.	বারি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১		১								□
২৫.	বারি কাজু বাদাম শেল ওয়েল এক্সপেলার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২৬.	স্টীম বয়লার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২৭.	সেমিঅটো কাজু বাদাম শেলার (ফোর কাটার)	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২৮.	কাজু বাদাম পলিশার	৩	১	২	১	২	১	১	১	১	১	১৪
২৯.	কাজু বাদাম প্যাকেজিং মেশিন	১			১							২
	মোট □□□ □□□□□□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□□

অঞ্চল ভিত্তিক অফিস যন্ত্রপাতির বরাদ্দ বিভাজন

ক্রমিক নং	অফিস যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, বিএআরআই, গাজীপুর	ফল বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর	সগবি, ময়মনসিংহ	সগবি, টাঙ্গাইল	সগবি, শেরপুর	মোট সংখ্যা
১.	ফটোকপি মেশিন	1		1	1			1					৪
২.	কালার প্রিন্টার	১						১					২
৩.	সিসি ক্যামেরা	১০		6	৪								২০
৪.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর উইথ স্ক্রিন	1						1					২
৫.	এয়ার কুলার স্প্লিট টাইপ (১.৫০ টন)	2		২	1	1	1	৩					১০
৬.	ডেস্কটপ কম্পিউটার উইথ ইউপিএস, লেজার প্রিন্টার	৩	১	2	2	2	1	৫	১	1	1	1	২০
৭.	স্ক্যানার	1		1		1			১				৪
৮.	পেপার কাটার মেশিন	১		১									২
৯.	স্পাইরাল বাইন্ডার	১		১									২
১০.	লেমিনেটিং মেশিন	১		১	1				1				৪
১১.	অডিও ভিজুয়াল/অডিও কনসুলার সেট এক্সটেনশন	1											১
১২.	এভিআর ১০০ কেভিএ	১	১	1		1	1	1					৬
	মোট □□□□ □□□□□□	□□	□	□□	□	□	□	□□	□	□	□	□	৭□

অঞ্চল ভিত্তিক আসবাবপত্রের বরাদ্দ বিভাজন

ক্রমিক নং	আসবাবপত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	সগবি, ময়মনসিংহ	সগবি, টাঙ্গাইল	সগবি, শেরপুর	মোট সংখ্যা
১.	এক্সিকিউটিভ টেবিল (বড় সাইজ)	২		১	১							৪
২.	চেয়ার (বড় সাইজ)	২		১	১							৪
৩.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল(অফিস কক্ষ, সেমিনার রুম ও প্রশিক্ষণ রুম)	৪	২	২	২	১	১	১	১	১		১৫
৪.	চেয়ার (স্টাফ)	৪	২	২	৪	১	১	৩	১	১	১	২০
৫.	জুনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল	৪	২	২	৪	১	১	৩	১	১	১	□□
৬.	জুনিয়র এক্সিকিউটিভ চেয়ার	৪	২	২	৪	১	১	৩	১	১	১	□□
৭.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল(অফিস কক্ষ, সেমিনার রুম ও প্রশিক্ষণ রুম)	১০		১০								□□
৮.	এক্সিকিউটিভ চেয়ার (স্টাফ)	১০		১০								২০
৯.	ভিজিটর চেয়ার/ হাতাসহ কুশন চেয়ার	৪০	২০	৪০	১০	২০	১০		১০	১০		১৬০
১০.	হাতা ছাড়া সাধারণ চেয়ার	৪০	২০	৪০	১০	২০	১০		১০	১০		১৬০
১১.	কম্পিউটার টেবিল	৪	১	২	২	২	১	৫	১	১	১	২০
১২.	কম্পিউটার চেয়ার	৪	১	২	২	২	১	৫	১	১	১	২০
১৩.	হাতাসহ ফোল্ডিং চেয়ার/ প্রশিক্ষণ চেয়ার	১০০	২০	৪০	১০	৩০						২০০
১৪.	স্টীলের আলমিরা	৫	৩	৪	২	৩	১	২				২০
১৫.	স্টীলের ফাইল কেবিনেট	৫	৩	৪	২	৩	১	২				২০
১৬.	স্টীলের ফাইল ব্যাক/ সেক্ষ (৬ x ৬)	৫	৩	৪	২	৩	১	২				২০
১৭.	বুক সেক্ষ	৫	৩	৪	২	৩	১	২				২০
১৮.	সোফা সেট (২+২+১ সীটের) (অফিস)	১		১	১			১				৪
১৯.	সেন্টার টেবিল	১		১	১			১				৪

ক্রমিক নং	আসবাবপত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	সগবি, ময়মনসিংহ	সগবি, টাঙ্গাইল	সগবি, শেরপুর	মোট সংখ্যা
২০.	সাইড টেবিল	২		২	২			২				৮
২১.	সাধারণ টেবিল	২		২	২			২				৮
২২.	রোস্ট্রাম (বক্তৃতার টেবিল)	১		১								২
২৩.	ডায়াসের চেয়ার/ স্টেজ চেয়ার	৫		৫								১০
২৪.	ডায়াসের টেবিল (০১ সেট)	১		১								২
২৫.	গোল টেবিল (অভ্যন্তরীণ সভার জন্য)	১		১		১	১					৪
২৬.	চেয়ার (অভ্যন্তরীণ সভার জন্য)	১৫		১৫								৩০
২৭.	প্রজেক্টর টেবিল	১						১				২
২৮.	সেমী-ডাবল খাট ম্যাট্রেস সহ	১			১							২
২৯.	সিংগল খাট ম্যাট্রেস সহ	২		২	২	২						৮
৩০.	আলনা	২		২	২							৬
৩১.	ড্রেসিং টেবিল	২		২	২							৬
৩২.	ডাইনিং টেবিল চেয়ার সহ (আট/ছয় সীটের)				১							১
৩৩.	কিচেন ক্যাবিনেট				১							১
৩৪.	কম্পিউটার চেয়ার	১০										১০
৩৫.	খাট বড় সাইজ (৭' x ৭') ম্যাট্রেসসহ	৪										৪
৩৬.	খাট ছোট সাইজ (৭' x ৪') ম্যাট্রেসসহ	১২										১২
৩৭.	আলনা	১২										১২
৩৮.	ড্রেসিং টেবিল	১২										১২

ক্রমিক নং	আসবাবপত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	বান্দরবান (ভাড়া অফিস)	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	সদর দপ্তর, বিএআরআই, গাজীপুর	সগবি, ময়মনসিংহ	সগবি, টাঙ্গাইল	সগবি, শেরপুর	মোট সংখ্যা
৩৯.	কোম্পানি	৪										৪
৪০.	কোম্পানি কোম্পানি	১২										১২
৪১.	সেন্টার কোম্পানি	৪										৪
৪২.	কোম্পানি (কোম্পানি)	১০										১০
৪৩.	কোম্পানি (কোম্পানি লেফ)	৬										৬
৪৪.	কোম্পানি (কোম্পানি লেফ)	৪										৪
	মোটঃ	৩৭৫	৮২	২০৫	৭৩	৯৩	৩১	৩৫	২৬	২৬	৫	৬৬৬

ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত কাজের অঞ্চল ভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন

ক্রমিক নং	ল্যাব যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ীঞ্চল কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	মোট
১.	ভূমির উন্নয়ন	১০০০০ ঘন মিটার	৪০০০ ঘন মিটার	৮০০০ ঘন মিটার	৬০০০ ঘন মিটার	৪০০০ ঘন মিটার	৩২০০০ ঘন মিটার
২.	গোডাউন, ফিল্ড ল্যাব, ইমপ্লিমেন্ট সেড ও কুলরুম	৭৫০ বর্গ মি.					৭৫০ বর্গ মি.
৩.	প্রযুক্তি প্রদর্শন ও হস্তান্তর কেন্দ্র	৬০০ বর্গ মি.					৬০০ বর্গ মি.
৪.	আনসার ক্যাম্প	২০০ বর্গ মি.		২০০ বর্গ মি.			৪০০ বর্গ মি.
৫.	থ্রেসিং ফ্লোর (কাভার্ড, ওপেন)	৪০০ বর্গ মি.	১০০ বর্গ মি.	৪০০ বর্গ মি.	২০০ বর্গ মি.	১০০ বর্গ মি.	১০০০ বর্গ মি.
৬.	ওয়াটার রিজার্ভার, পাম্প ও পাম্পহাউজ	১টি					১টি

ক্রমিক নং	ল্যাব যন্ত্রের বিবরণ	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছড়ি	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি	আরএআরএস, আকবরপুর, মৌলভীবাজার	সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট	মোট
৭.	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (রিজারভারসহ)	১টি					১টি
৮.	সীমানা প্রচীর	১০০০ রা. মি.					১০০০ রা. মি.
৯.	স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ	৫০০ রা. মি.		৫০০ রা. মি.			১০০০ রা. মি.
১০.	আরসিসি ট্যাংক (পানির লাইন সহ)	২টি					২টি
১১.	৫ HP (সাবমারসিবল) পাম্প ওয়েলসহ	১টি		১টি			২টি
১২.	গাড সেড	৪টি					৪টি
১৩.	ওয়াচ টাওয়ার	৬টি					৬টি

সংযুক্তি-৫

ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ ও প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপের সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন (তারিখ: ১২/০৮/২০২৮)		
১)	কৃষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং এটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে	প্রকল্প কর্তৃক পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেয়া হবে বলে মতামত দেয়া হয়।
২)	সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ি এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষে বেশি নজর দেয়া প্রয়োজন	মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি আরো বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য যে সমস্ত পরামর্শ দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করে
৩)	প্রকল্প কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কাজ জোরদারের জন্য টিএ/ডিএ দেয়া প্রয়োজন	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবেদনটি পরিমার্জন, পরিবর্ধন, ভাষা শুদ্ধকরণ ও বানান শুদ্ধ করে
৪)	কফি ও কাজুবাদামের ব্রান্ডিং করতে হবে	আরো বস্তুনিষ্ঠ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকল্প দপ্তরে জমা দেয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
৫)	মার্কেট সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে	
৬)	কফি এবং কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে	
৭)	প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের অপরিপূর্ণতা আছে	
৮)	বাজারজাতকরণ এবং ভ্যালুচেইন ডেভেলপ করতে হবে	
৯)	প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতায়ন করতে হবে	
১০)	ক্রয়সংক্রান্ত জিনিসগুলোর বর্তমান অবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	
১১)	রুট পদ্ধতি এবং গ্রাফটিং পদ্ধতি নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন	
১২)	প্রসেসিং প্রযুক্তি দরকার যা বারি কর্তৃক উদ্ভাবন করে ডিএই কে সরবরাহ করতে হবে বলে	
১৩)	কৃষক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রসেসিং-এর প্রযুক্তি দরকার	
১৪)	আমদানী কমানোর জন্য দেশীয় কফি ও কাজুবাদাম চাষীকে আরো সুবিধা প্রদান করে এ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে। স্বল্পসুদে কৃষকের ঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে কফি ও কাজুবাদাম চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ জোরদার ও উন্নত হবে, উৎপাদন বাড়বে এবং দেশীয় উৎপাদিত কফি ও কাজুবাদাম দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হবে	
১৫)	কৃষক পর্যায়ে কফি ও কাজু বাদাম চাষের আরো উন্নত প্রযুক্তি দরকার এবং সেজন্য বারিকে আরো গবেষণা করতে হবে	
১৬)	পাহাড়ি এলাকায় কফি এবং কাজুবাদামের চাষ এলাকা আরো বৃদ্ধি করা দরকার	
১৭)	প্রতিবেদনের স্ট্রাকচার ToR অনুযায়ী অথবা আইএমইডি'র স্ট্রাকচার অনুসরণ করা যেতে পারে	
১৮)	ফিজিবিলিটি স্টাডি ছিল কি না তা উল্লেখ করতে হবে যদি না থাকে ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ফিজিবিলিটি স্টাডি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করতে হবে। প্রকল্পের এক্সিট প্লানে তা উল্লেখ করতে হবে	

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	চারা তৈরি পলিব্যাগের সাইজ আরো বড় (কমপক্ষে ১৪ ইঞ্চি) করতে হবে	
২	প্রসেসিং এর জন্য মেশিন সংক্রান্ত গবেষণা দরকার। R&D এর সুযোগ আছে	
৩	কফি ও কাজুবাদামের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করতে হবে	
৪	বারিংর সকল পাহাড়ি অঞ্চলকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা	
৫	পাহাড়ি অঞ্চলভেদে প্রসেসিং প্রযুক্তি দরকার সে অনুযায়ী কাজ করা	
৬	পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে চিন্তা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে	
৭	ভবিষ্যৎ প্রকল্প করলে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প করতে হবে এবং সেখানে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা অবশ্যই থাকতে হবে	
৮	চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে হার্টিকালচার সেন্টারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	
৯	শেরপুর একং বিনাইগাতিতে কফি চাষের সুযোগ আছে তাই এই দুই জেলাকে প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে	
১০	প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান থাকতে হবে	

প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ (১০-০৮-২০২৬)		
ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা মতামত অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে	মতামত অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে (সাব-অধ্যায় ৩.১.৩, পৃষ্ঠা-৩৫)
১	প্রকল্পের লগফ্রেমে আউটপুট ও পর্যালোচনা পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে	প্রকল্পের লগফ্রেমে আউটপুট ও পর্যালোচনা পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে (সারণী-১৬, পৃষ্ঠা-৪২-৪৬)
১	প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন (সারণী-১৯) ও সারণী-২০ সংশোধন করতে হবে	প্রকল্পের পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন (সারণী-১৯ ও সারণী-২০) সংশোধন করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৪৬ ও ৪৮)
৩	অডিট কার্যক্রমের তালিকা (সারণী-২১) এবং পর্যালোচনা সংশোধন করতে হবে।	অডিট কার্যক্রমের তালিকা (সারণী-২১) এবং পর্যালোচনা সংশোধন করা হয়েছে (সারণী-১৯, পৃষ্ঠা-৪৯)
৪	প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিটি কাজের সংস্থান ও অগতির তথ্য ও পর্যালোচনা উল্লেখ করতে হবে	প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিটি কাজের সংস্থান ও অগতির তথ্য ও পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে (সাব-অধ্যায় ৩.৬.৭ পৃষ্ঠা-৫০)
৫	সাসটেইনেবল প্লানে ফিজিবিবিলিটি স্টাডির মতামত দিতে হবে।	মতামত দেয়া হয়েছে (সাব-অধ্যায় ৩.৪, পৃষ্ঠা-৭৪)
৬	কাজুবাদাম ও কফির জাত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে জার্মপ্লাজমের তালিকা দিতে হবে	কাজুবাদাম ও কফির জাত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য জার্মপ্লাজমের তালিকা দেয়া হয়েছে (সারণী-৪, পৃষ্ঠা-১১৭)



সমীক্ষা পরিচালনায়



ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

ঠিকানা: বাসা ১৩, রোড ১৭এ, সেক্টর ১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

মোবাইল: +৮৮০ ১৭ ১৫০ ০৮১৯১

ই মেইল: creativeconsulting.bangladesh@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.creativeconsulting-bd.com